ওয়েস্টার্ন

ল্যাসোর ফাঁস

কাজী মাহবুব হোসেন



সেবা প্রকাশনী

ওয়েস্টার্ন-৪৩

ল্যাসোর ফাঁস

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

কাজী মাহবুব হোসেন

মাতাল অবস্থায় হঠাৎ করেই
ঘোড়ায় চড়ার শখ হয়েছিল, সেজন্যে ঘোড়াচুরির।
ফাঁসীতে ঝুলতে হলো নিরীহ লোকটিকে।

তার বারো বছর বয়সের ছেলে ড্যানকে
বাধ্য করা হয়েছিল—
মুখ ফিরিয়ে নিলে চলবে না, দেখতে হবে
কতখানি কষ্ট পেয়ে মারা যায় তার বাবা।

বড় হয়ে সেই ছেলে যদি প্রতিশোধ নিতে চায়,
তাকে খুব একটা দোষ দেয়া যায় কি?

কিন্তু ইচ্ছে হলেই তো আর
প্রতিশোধ নেয়া যায় না; তার জন্যে
প্রস্তুতি দরকার।

আসুন দেখা যাক, কিভাবে প্রস্তুতি নেয় টেনেসির
নিঃস্ব এক গ্রাম্য যুবক।

তিন টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০
শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৮৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আসাদুজ্জামান

মুদ্রণ :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রূম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

LASSOR FAANSH
By Qazi Mahbub Hussain


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
স্ক্যান ও এডিট
শুভম
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ল্যাসোর ফাঁস

কাজি মাহবুব হোসেন

ওয়েস্টার্ন

ল্যাসোর ফাঁস

কাজী মাহবুব হোসেন

সেবা প্রকাশনা

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

।। লেখক ।।

এক

শুভম

জঙ্গল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়েই ক্যাটল-ড্রাইভের দলটা আমার চোখে পড়ল। বিষণ্ণ মুখে বসে আছে ওরা।

একটা আগুন জ্বলছে, কফি তৈরি হচ্ছে। কফি আর মাংস ভাজার গন্ধে নতুন করে আমার খিদেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। অনেকদূর পথ এসেছি আমি, পথে দাঁতে কাটার মত এক টুকরো দানাও আমার জোটেনি।

আমি আগুনের ধারে পৌঁছানর পরও মুখ তুলে ওদের কেউ ভাল-মন্দ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল না।

'হ্যালো, তোমরা কাজের জন্য কোন লোক নিচ্ছ?' আমিই আগে বেড়ে কথা বললাম।

একটা চিকন আর কুঁজো লোক বসেছিল আগুনের ধারে। পাতলা শার্টের তলায় ওর সবক'টা হাড় দেখা যাচ্ছে। লোকটা মুখ তুলে তাকাল। গরুগুলোর যদি ওর মত স্বাস্থ্য হয় তাহলে অবস্থা সত্যিই করুণ।

'তোমাকে কাজে নিলেও টাকা দিতে পারব না। মানুষের যেসব জিনিস প্রয়োজন, আমাদের তার বিশেষ অভাব।'

আমি অবশ্য লোকটার কথায় প্রতিবাদ জানাতে পারতাম, কারণ

ওয়্যাগনের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো মেয়েটার দিকে আমার চোখ পড়েছে। মেয়েটা সুন্দরী।

'গরুগুলোকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?'

'কোথাও না। এখন আর নেয়া যাবে না। সামনে একটা উপত্যকায় নিয়ে যাচ্ছিলাম—ওখানে সতেজ, লম্বা আর ভাল ঘাস রয়েছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আমাদের আর কোথাও যাওয়া হবে না।'

'কেন, কি ঘটেছে ?'

'এই শহরের শেরিফ দাবি করেছে গরুগুলোর ভিতর স্থানীয় কিছু গরুও আছে।'

'গরু কি আসলে তোমার ?'

'আমারই—কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন থেকে গেল। এবং এখানকার শেরিফ তা জানে। কিছু গরু স্প্যানিশ আমল থেকেই টেক্সাসে মুক্তভাবে চরে বেড়াচ্ছিল। ওগুলোর ওপর কারও দাবি নেই। কিছু ব্র্যাণ্ডও করা হয়েছে, কিন্তু যুদ্ধের জন্য ওগুলো মুক্তই চরেছে—বাচ্চাও দিয়েছে। আমরা ওগুলোই একসাথে জড় করে উত্তরে নিয়ে এসেছি।

'ওর মধ্যে বেশ কয়েকটা ব্র্যাণ্ড আছে। ইণ্ডিয়ানদের সাথে আর উত্তর-দক্ষিণের যুদ্ধে অনেক লোক প্রাণ হারিয়েছে—ওগুলোর ওপর কারও দাবি নেই। আমরা সৎভাবেই ওদের এনেছি। এখন ওই লোক বলছে এখান থেকেই নাকি গরুগুলো দক্ষিণে সরে গেছে।'

'এতদূরে টেক্সাস পর্যন্ত ?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'নদীগুলো সাঁতার কেটে পার হয়ে ? এটা অবাস্তব কথা। আরও পশ্চিমে হলে হয়ত এটা মানা যেত, কিন্তু এখান থেকে সেটা অসম্ভব। এখানেই ভাল ঘাস রয়েছে—ওরা কিসের লোভে যাবে ? লোকটা তোমাকে ধাপ্পা

দিচ্ছে।'

'তুমি কি খেয়েছ, বাছা? আমি তোমাকে কোন কাজ দিতে পারব না বটে, কিন্তু জন ওয়াইলসের ক্যাম্প থেকে কেউ কখনও অভুক্ত ফিরে যায়নি।'

আমার যা কিছু আছে সবই ওই ঘোড়ার পিঠে। অবশ্য এছাড়া টেনেসিতে কিছু জমিও আছে। খাওয়ার দাওয়াতটা আমার কানে মধুর শোনাল। তাই চামড়া ছেলার ছুরি হাতে আগুনের ধারে গিয়ে কিছু গরুর মাংস আর কফি নিলাম। সাথে সিমের বীচি।

দলের আর কেউ আগুনের ধারে কথা বলতে এলো না। বুঝলাম এদের সবার মন ভেঙে গেছে। সব দিক থেকেই দমে গেছে। ওরা বেশিরভাগ বয়স্ক লোক। পরিবারের সবাইকে বাসায় ছেড়ে এসেছে। সম্ভবত সবাই ভাবছে ওরা ফিরে না গেলে মহিলাদের কিভাবে দিন চলবে।

লোকগুলো সীমান্তের লোকের মত নয়। এরা নিরীহ। হয়ত কঠিন পরিশ্রমের পর ফসল নষ্ট হওয়াতেই আজ ওদের এই অবস্থা। এতে ওদের পাল্টা আক্রমণ করে টিকে থাকার ইচ্ছাটাও উবে গেছে।

কয়েক সপ্তাহ আগেই আমি দুর টেনেসির পাহাড়ি এলাকা ছেড়ে এসেছি। জগতে নিজের জন্য একটা জায়গা করে নেয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। যখন বাড়ি ছেড়ে আসি তখন বাসায় কেবল একচাকা মাংস আর কিছু গুঁড়ো খাবার অবশিষ্ট ছিল—তাই নিয়েই রওনা হয়েছিলাম আমি।

জন ওয়াইলসের ক্যাম্পে যখন পৌঁছি তখন আমি তিন দিন অভুক্ত। কিছু হেজেল বাদাম ছাড়া আর কোন খাবার আমার কপালে জোটেনি। খেতে বসে ওদের কথাবার্তা যা শুনলাম তাতে

মনে হল যে লোকটা নিজেকে শেরিফ বলে পরিচয় দিয়েছে সে ধাপ্পা দিচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ঠকবাজ হলেও লোকটা যা বলেছে তা জোর করে হলেও আদায় করেই ছাড়বে। এখন কথা হচ্ছে এই আউটফিটের কাছে আমি একজন নবাগত অপরিচিত লোক ছাড়া আর কিছুই নই। কিন্তু তবু ওদের সাথে ভাল খাবার খেয়েছি আমি, তাই একজন ঠকবাজ লোক এই ভাল লোকগুলোকে ঠকাবে এটা আমার সইছে না।

পাহাড়ি এলাকার মানুষ আমি, ওখানকার লোক পিস্তল আর রাইফেল চালিয়ে যুদ্ধে অভ্যস্ত। ওখানে যার খুব সামান্য আছে সেও আমেরিকার স্বাধীন নাগরিক হিশেবে বেঁচে থাকার জন্য আত্ম-সম্মান রক্ষার্থে লড়তে প্রস্তুত।

জীবনে অনেক লড়েছি আমি—রাইফেল ছোঁড়া আর ঘুসাঘুসিতে আমার ভাল অভিজ্ঞতা আছে। এই লোকগুলোর এখন সবচেয়ে যা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে, রুখে দাঁড়িয়ে লড়ার ইচ্ছা।

বাবা সব সময়েই বলেছে, মানুষকে সর্বদা নিজেরটা নিজেরই দেখতে হয়। কারণ নিজে না দেখলে কেউ তাকে সাহায্য করবে না। শত্রুকে খুঁজে বের করে তাকে এমন কঠিন বাঁধনে বাঁধতে হবে যেন কোনদিন সে ছুটতে না পারে। সে-ই সবথেকে শক্তিশালী যে একা নিজেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু এদের সাহায্য করার কারণ কি শুধু তাই ? নাকি ওয়্যাগনে হেলান দিয়ে দাঁড়ান সুন্দরী লাল চুলের মেয়েটাকে দেখে আমি মজেছি ? মেয়েটা বারবার আমার দিকে আড়চোখে চাইছে।

আমি ওদের সরাসরি জানালাম, ওগুলো যদি আমার গরু হত তবে লড়াই ছাড়া কেউ ওদের নিতে পারত না।

'আমাদের বিশেষ কিছু করার নেই,' জানাল জন। 'শেরিফ কঠিন লোক, তার সাথের লোকজনও শক্ত। এখান থেকে পশ্চিমে পালিয়ে গিয়েও কোন লাভ নেই, ওখানে ইণ্ডিয়ানদের উৎপাত।'

'ওই লম্বা ঘাসওয়ালা উপত্যকায় গেলে কি অসুবিধা?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'হয়ত কেবল স্বপ্নই দেখেছি আমরা। যাহোক, ওটা আমরা কেউ নিজের চোখে দেখিনি—একজন ভবঘুরে অপরিচিত লোকের কাছ থেকে ওটার কথা শুনেছি। লোকটা ওসমান পরিবারের—অনেক ঘুরেছে। সে-ই আমাদের বলেছিল।'

'ওসমান পরিবারের কেউ বলে থাকলে ওটা ঠিকই ওখানে আছে,' জবাব দিলাম আমি। 'আমারও দুর সম্পর্কের আত্মীয় ওরা।'

এবার নিজের মনেই কিছু চিন্তা ভাবনা করলাম আমি। এদিকের রাষ্ট্রটা এখনও পুরোপুরি গুছিয়ে উঠতে পারেনি। তাই এখানে আইনও তেমন জোরদার নয়—কোন শেরিফও নেই। এই গরুগুলোকে একত্র জড় করতে এই লোকগুলো অনেক খেটেছে। তারপর এই লম্বা পথ পাড়ি দেয়ায় ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—লড়বার কোন ইচ্ছাই আর তাদের মধ্যে এখন নেই। এবং এর সুযোগ নিয়েই শহরের কেউ এদের ঠকাতে চাইছে।

'মিস্টার ওয়াইলস, ওরা কোন কোন ব্র্যাণ্ড ওদের বলে দাবি করছে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'সার্কল থ্রি, টু বার আর স্যাশ সেভেন। ওগুলো আমাদের স্টকের একটা বড় অংশ।'

মানুষের জীবনে সুযোগ খুব কমই আসে। বেশিরভাগ সময়েই মানুষকে ঠকবাজির বিরুদ্ধে লড়ে টিকে থাকতে হয়। তবু তাকে

সাবধান থেকে টিকে থাকতে হয়। এদের সাহায্য করা প্রয়োজন বলে মনে করলাম আমি। বললাম, 'মিস্টার ওয়াইলস, ওই গরুগুলো তুমি এখনই আমার কাছে বিক্রি করে দাও।'

'বিক্রি করে দেব? তোমার এত টাকা আছে, বাছা?'

'না, স্যার। কিন্তু আমি তোমাকে লিখিত কাগজে সই করে দেব যে ওগুলো বিক্রি করে আমি তোমাকে দাম বাবদ এক হাজার ডলার দেব।'

'তুমি বোকার মত কথা বলছ, বাছা।'

'তুমি কি আমার হাজার ডলারের লিখিত নোটটা চাও, নাকি ওগুলো হারাতে চাও? এখন বিক্রি না করলে ওটাই তোমার কপালে ঘটবে। আমি তোমাকে লড়বার একটা সুযোগ দিচ্ছি—আর নইলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকো। আমার কাছে গরু বেচলে ওটা রক্ষা করা আমার দায়িত্ব হবে। আমি ওদের মোকাবিলা করব।'

'ওরা তোমাকে পিষে ফেলবে—শক্ত লোক ওরা।'

'ওর কাছেই বিক্রি করে দাও,' একটু বেঁটে মোটাসোটা একটা লোক বলে উঠল। ওর চিবুকে সামান্য কিছু দাড়ি রয়েছে। 'এতে আমাদের হারাবার কি আছে?'

এবার ওদের ঘোড়ার খুরের শব্দ আমাদের কানে এলো। জন ওয়াইলসকে এখন আগের চেয়েও অসুস্থ দেখাচ্ছে। 'আমি একটা বিক্রির রসিদ লিখে দিচ্ছি, তুমি কেবল ওটাতে সই করবে। বাকিটা আমি দেখব,' বললাম আমি।

তথাকথিত শেরিফের সাথে আরও ছয়জন মানুষ এলো। আমার কাছে ওকে চোর বলেই মনে হল। কারও কাছ থেকে চুরি করা একটা ব্যাজ ঝুলিয়েছে পকেটের ওপর। ওদের সবাইকে দেখতে

কঠিন মানুষ বলেই মনে হয়।

'আমরা আমাদের ব্র্যাণ্ড দেখে গরুগুলো দিনের আলোয় ফিরিয়ে নিতে এসেছি, ওয়াইলস। তুমি চুপচাপ একপাশে সরে থাকলে কোন ঝামেলা হবে না,' জানাল শেরিফ।

'ওগুলো আমাদের গরু,' জবাব দিল ওয়াইলস। 'আমরা ট্রিনিটি থেকে ওদের জড় করে এদিকে নিয়ে এসেছি।'

ওর কথা উপেক্ষা করে শেরিফ ব্যঙ্গভরে দাঁত বের করে হাসল। ওদের ক্ষমতা যে কত সীমিত এটা সে ঠিকই বুঝেছে।

আমি পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে পিছনের খালি পৃষ্ঠায় লিখলাম: এক হাজার ডলারের বিনিময়ে আমি সার্কেল থ্রি, টু বার, আর স্যাশ সেভেন গরুগুলো ড্যান ফিশারের কাছে বিক্রি করলাম। গরু বিক্রি হলে টাকা শোধ করা হবে, এই চুক্তি রইল।

কাগজটা জন ওয়াইলসের দিকে এগিয়ে দিলাম। সে কাগজটায় যা লেখা হয়েছে সেটা পড়ে প্রথমে শেরিফ আর তার লোকজনের দিকে চাইল, তারপর আমার দিকে। লোকটা ভয় পাচ্ছে এটা ওর মুখ দেখেই বোঝা যায়। ওগুলো বিক্রি করতে সত্যিই ওর খুব ভয় লাগছে।

'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল,' বললাম আমি। 'ও তোমার সবই নেবে।' ওর হাতে পেনসিল তুলে দিলাম। 'কেবল সই করে দাও।'

'এখানে এসব কি হচ্ছে?' জানতে চাইল শেরিফ। 'ওই কাগজটা কিসের?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' ফ্যাঁসফ্যাসে গলায় নিচুস্বরে বলল জন। 'ওগুলো তোমার।' আড়চোখে সে তার সঙ্গীদের দিকে চাইল।

'তোমাদের মত আছে ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল ওরা।

ওয়াইলসের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে ওদের দিকে পিছন ফিরে নিজের ঘোড়ার কাছে গিয়ে কোল্ট রিভলভিঙ শটগান হাতে ফিরে এলাম।

'এখানে কি হচ্ছে ?' আবার জানতে চাইল শেরিফ। 'কি করছ তোমরা ?'

লোকটার চেহারা খুব রূঢ় বলেই আমার মনে হল। বুঝলাম সে যা করতে এসেছে তা করার চেষ্টা নিশ্চয় করবে—কোন মতেই পিছিয়ে যাবে না। তবু বললাম, 'এইমাত্র তুমি যেসব গরু নিয়ে যেতে এসেছিলে সেগুলো আমি কিনে নিয়েছি। একটা গরুও তোমাকে ছুঁতে দেয়া হবে না। এখন তুমি তোমার সাথীদের নিয়ে শহরে ফিরে যেতে পার।'

প্রথমে যখন লোকটা এগিয়ে এসেছিল তখন হয়ত ওকে ঠেকান যেত। কিন্তু এখন সে ঘোড়ার পাদানিতে যেভাবে পা রেখে বসেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে লড়াই আসন্ন।

'এই যে শোনো, বাছা!' সে ঘোড়াটাকে ঘুরাতে শুরু করল, রাইফেলের মুখ আমার দিকে তাক করার চেষ্টা। ওকে আমি ঘুরতে দিলাম। কিন্তু রাইফেলের নল উপরে উঠতে শুরু করতেই ওকে গুলি করে জিন থেকে ফেলে দিলাম।

ওই কোল্ট শটগানটায় ছিল বাকশট (বড় জন্তু শিকার করার গুলি)। প্রচণ্ড শব্দ তুলে গুলি ছুটল। ওই তথাকথিত শেরিফ এমন-ভাবে জিন ছাড়ল যে মনে হল কেউ মুগুর দিয়ে ওকে আঘাত করেছে।

ওর সাথীরা সবাই একেবারে স্থির হয়ে বসে আছে। ওরা ভয় পাচ্ছে আমি আবার গুলি করব। তাই চোখের পাতাও ফেলছে না। শটগানের সাথে কোন তর্ক চলে না। আর ওদের পিস্তল এখনও খাপে। আর এক পা আগে বেড়ে আরও কাছে এগিয়ে গেলাম।

'ওকে তুলে নিয়ে যাও,' আদেশ করলাম আমি। 'তোমাদের কাউকে আবার দেখলে, দেখামাত্র গুলি করব।'

ওরা তাই করল। খুব ভয়ে ভয়ে নেমে লাশটাকে ঘোড়ার পিঠে উপুড় করে শুইয়ে নিয়ে গেল ওরা। যাওয়ার সময়ে ওরা যেন একটু খুশি মনেই ক্যাম্প ত্যাগ করল। প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছে বলেই ওরা খুশি।

মৃতদেহটা যেখানে পড়েছিল তার পাশেই একটা পিস্তল পড়ে রয়েছে। ওটা শেরিফের খাপ থেকেই পড়েছে। এগিয়ে ওটা তুলে নিলাম আমি। চমৎকার অস্ত্র। হাতির দাঁতে ওপর সুন্দর কাজ করা হাতল রয়েছে। ওটা আমার কোমরে বেল্টের ভাঁজে গুঁজে রাখলাম। কিন্তু তখন বুঝিনি মৃত লোকের পিস্তলটাই পরে আমাকে ল্যাসোর ফাঁসে ঝুলাবার উপক্রম করবে।

জন ওয়াইলসের লোকজন আগুনের ধারে বসে আছে। ঘটনায় এমন আশ্চর্য হয়েছে যে কেউ কোন কথা বলছে না। 'ওরা চলে গেছে,' শেষ পর্যন্ত বলল জন। অভিভূত অবস্থা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে সে। 'তুমি ওদের তাড়িয়ে দিয়েছ।'

আমি আগুনের ধারে গিয়ে আমার কফির কাপটা হাতে তুলে নিলাম। উত্তেজনায় এখনও আমার বুকের ভিতর কিছুটা কাঁপছে। কিন্তু ওরা এটা বুঝতে পারুক, এটা আমি চাইনি। আমার বয়স কম হলেও জীবনে যথেষ্ট মানুষ দেখেছি। জানি, আজ গোলমালের

কেবল শুরু হল।

'তুমি···তুমি ওকে মেরে ফেলেছ!' বলে উঠল একজন। মনে হল সে এখনও ঘটনাটা ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না।

'লোকটা গণ্ডগোল পাকাতেই এসেছিল।'

'কিন্তু তুমি ওকে মেরে ফেলেছ!'

আগুনের ধারে কফিতে চুমুক দিতে দিতে স্পষ্ট টের পেলাম ওদের মনে এখন অন্য চিন্তা খেলছে। বিপদ কেটে গেছে বটে, কিন্তু প্রায় অর্ধেক গরুর মালিক এখন আমি।

এবং আমি একজন মানুষ মেরেছি। অবশ্য এই প্রথম আমি কাউকে হত্যা করলাম। কিন্তু আর কাউকে হত্যা করতে আমি চাই না। আমার পেটের ভিতরটা কেমন যেন গুলাচ্ছে, বমি-বমি লাগছে, কিন্তু এসব ওদের কাউকে একটুও জানতে দিলাম না।

লাল চুলের মেয়েটা ওয়্যাগনের চাকায় হেলান দিয়ে আমার দিকেই চেয়ে আছে। একটুও হাসছে না সে। ওর চেহারায় বন্ধুত্বের কোন আভাস নেই। কেবল তাকিয়ে আছে।

'আমার মনে হচ্ছে গরুগুলোকে এখনই সরিয়ে ওদের থেকে কিছুটা দূরে নিয়ে যাওয়া ভাল,' প্রস্তাব দিলাম আমি।

ওরা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ওদের সবচেয়ে কম-বয়স্ক লোকটাও বয়সে আমার ঠাকুর দাদা হবার যোগ্য।

'তোমার কি ওকে গুলি না করলে চলত না?' ওদের একজন বলল। 'ওকে না মারলে কি হত?'

'তুমি আমার জায়গায় থাকলে কি করতে?'

কেউ প্রশ্নটার জবাব দিল না। আমি কফি শেষ করে ঘোড়ার কাছে ফিরে গেলাম।

আমাদের এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত। কিন্তু ওরা চিন্তা করতে শুরু করেছে। এখনও কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেনি, তবে একটা সিদ্ধান্ত ওরা নেবে এটা ঠিক। একটু সময় লাগবে।

দুই

আমরা গরুর দলটাকে আট মাইল নিয়ে যাওয়ার পর ক্যাম্প করলাম। সকালে আমি কতগুলো গরু কিনেছি তা নিজের চোখে দেখার জন্য ঘোড়া নিয়ে বেরোলাম।

নাইট গার্ড টিম রজার্স আমার দিকে এগিয়ে এল। লোকটার চেহারা শুকনো, মাথায় চুল কম। তবু চুল আঁচড়ে টাক ঢাকার চেষ্টা করেছে। 'কি দেখছ?' প্রশ্ন করল সে।

'যদি জানতেই চাও—আমার কত গরু আছে হিশেব মিলিয়ে দেখছি,' জবাব দিলাম আমি।

'ওগুলো এখনও তোমার হয়নি, অন্তত এখনও না। ওই নোটে লেখা হাজার ডলার না দেয়া পর্যন্ত তোমার হবেও না,' বলল টিম। 'এখনও অনেক দুর যেতে হবে তোমাকে।'

'এসব কাজ আমি আগেও করেছি। এমন অনেক ট্রেইলই পাড়ি দিয়েছি।'

'তুমি তো গরুগুলো খুব সহজেই পেয়ে গেলে, কিন্তু আমাদের

এগুলো সংগ্রহ করতে মাসের পর মাস কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে।'

'কিন্তু এক মিনিটেই তোমরা এগুলো হারাতে পারতে,' জবাব দিলাম আমি। 'আমি নিজের জীবন বাজি রেখে ওদের রক্ষা করেছি —এটা ভুলো না।'

গরুগুলোর স্বাস্থ্য যেমন ভেবেছিলাম তারচেয়ে অনেক ভাল। শওনি ট্রেইল ধরে ওদের আনা হয়েছে। সবথেকে কঠিন পথ ওটা। ভাঙাচোরা রুক্ষ এলাকা আর কয়েকটা গভীর নদী সাঁতরে পার হতে হয়েছে ওদের। তবে ওখানকার ঘাস ভাল। তাছাড়া বৃষ্টি হওয়ায় খাবার পানিরও অভাব হয়নি।

কিন্তু এখন আমার জন্যে ঝামেলা পাকিয়ে উঠবে। গরুর পালের থেকে একটা বড় অংশ আমার হয়ে গেছে। এই চিন্তাটাই এই লোকগুলোর মাথায় ঘুরবে। যত সময় যাবে ওরা ততই আমাকে অসহ্য মনে করবে, এটা বোঝার মত ক্ষমতা আমার আছে।

ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। আমরা গরুগুলোকে পশ্চিম দিকে একটা উপত্যকার ভিতর দিয়ে নিয়ে চললাম। উইলো আর রেডবাড ঝোপের ভিতর দিয়ে একটা ঝর্না এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে। এটা ইণ্ডিয়ান এলাকা, তবে এরা বন্ধুসুলভ। শোনা যায় চেরোকীরা ঠাণ্ডা···তবে এদের ভিতরেও খারাপ লোক যে একেবারে নেই তা নয়। এতগুলো গরু দেখে ওদের মনে লোভ জাগা খুব স্বাভাবিক।

আরও পশ্চিমে যেসব ইণ্ডিয়ানের দেখা আমরা পাব তারা বুনো প্রকৃতির। আক্রমণ করে গরু-ঘোড়া নিয়ে যাবার চেষ্টা ওরা করবে। আমার ধারণা আমি সাথে আছি বলে এই হাড্ডিসার লোকগুলো খুশিই হবে। কিন্তু যতই সময় যাবে ততই আমাকে ওরা কম পছন্দ করবে।

দুপুরে যখন আমি আগুনের ধারে গেলাম, বুঝলাম ওরা আমার কথাই আলাপ করছিল। এদের নিজেদের মধ্যে কোন বন্ধুত্ব নেই—কেবল পরস্পরকে সহ্য করে, এই যা।

আমার কাপটা নিয়ে বাম হাতে কফি তুলে নিলাম। জন ওয়াইল্‌স্‌ আগুনের ধারে মাটিতে বসেছিল। সে চোখ তুলে বলল, 'তোমার বয়স অনেক কম, তাই না?'

'উনিশ,' বললাম আমি, 'উনিশ বছর দু'মাস। কিন্তু তাই বলে ভুল বুঝো না, অনেক দেশ ঘুরেছি আমি। নানান রকম অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে।'

'খুব সহজেই লোকটাকে তুমি মারলে। তুমি কি আগেও মানুষ মেরেছ?'

'আমার দিকে কেউ গুলি ছুঁড়লে আমিও পাল্টা গুলি করি। ক'জন মরল তা হিশাব করার অভ্যাস আমার নেই।'

'যাকে মেরেছ লোকটা আইনের লোক ছিল।'

'তোমাদের মিথ্যা কথা বলেছে সে। এটা ইণ্ডিয়ান এলাকা। আইন হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস মার্শাল এবং তার ডেপুটিরা।'

কফিটা বেশ ভাল। এটা স্বীকার করতেই হবে। 'সহজেই রেহাই পেয়ে গেছ তোমরা,' বললাম আমি। 'ওদের দাবি অনুযায়ী গরু-গুলোকে যদি একবার নিয়ে যেতে পারত সে, তাহলে নিশ্চয় বাকি-গুলোও নেয়ার জন্য ফিরে আসত।' ওদের মাথার ওপর দিয়ে আড়-চোখে লাল চুলের মেয়েটার দিকে চাইলাম। এবং ওরা শুধু গরু নিয়েই সন্তুষ্ট হত না।

এরপর ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করল। আমি কথা থেকে বাদ পড়ে গেলাম। তাই খাওয়া শেষ হলে ঘোড়ার পিঠে

চাপিয়ে আবার গরু তাড়িয়ে নেয়ার কাজে মন দিলাম।

আমি কখনও কারো কাছে কিছু চাইনি। কিংবা কারো কাছে কিছু আশাও করি না। কার আত্মীয়-স্বজন কি করল এজন্য কাউকে দায়ী করা যায় না, কিন্তু আমাকে আমার বাবার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়েছিল।

বাবাকে ঘোড়া চোর বলে ল্যাসোর ফাঁসে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। তখন আমার বয়স মাত্র তেরো। তবে বয়সের তুলনায় আমি বেশ লম্বা ছিলাম। সারা জীবন কঠিন পরিশ্রম করেও বাবা জীবনে বিশেষ উন্নতি করতে পারেনি। বোকার মত একটা ভুল করে ল্যাসোর ফাঁসে তাকে ঝুলতে হয়েছে।

আমি কখনও মানুষকে তার কাজের জন্য যাচাই বা বিচার করে দেখতে যাই না। এর কারণ হচ্ছে সব মানুষই জীবনে কিছু না কিছু পাপ করে। অন্য মানুষের উন্নতি হয়েছে, বাবার হয়নি। কিন্তু আমি যতদুর দেখেছি এতে বাবার কোন দোষ ছিল না। লোকে তাকে বেআক্কেল, অপদার্থ, ইত্যাদি বলেছে, কারণ সে গরীব ছিল। কিন্তু আসলে বাবা ওসব কিছুই ছিল না। ওরা তাকে ল্যাসোর ফাঁসে ঝুলিয়ে মারার সময়ে আমাকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে ওখানে দাঁড়িয়ে ওই দৃশ্য দেখতে বাধ্য করেছে।

'তুমি দাঁড়িয়ে দেখো, খোকা। চোরদের কপালে এই শাস্তিই জোটে,' বলেছিল তারা।

ক্রিশ্চান হলেও ওদের বুকে একটুও দয়া মায়া ছিল না—এক ফোঁটাও না। ফ্রেড ক্রদার্সের ঘোড়াটাই চুরি গেছিল। লোকটার মধ্যে দয়া বলে কিছুই নেই, কোন সমঝোতাও নেই। কেউকেউ বলে ওর নামটাও নাকি ভুয়া। কাজটা ঠিক মত সম্পন্ন হল কিনা দেখার

জন্য সে নিজে উপস্থিত ছিল। কিন্তু রন মর্ট দাঙ্গাকারী দলটার নেতৃত্ব দিয়েছিল, এবং সে-ই জোর করে মুচড়ে আমার মাথা ঘুরিয়ে আমাকে বাবার ফাঁসি দেখতে বাধ্য করেছিল।

যখন সব শেষ হল, ওরা সবাই আমাকে একা ফেলে চলে গেল। বাবাকে নামাবার জন্য আমি গাছে উঠলাম মৃত্যু হয়েছে তার··· একজন ভাল মানুষের মরণ হল···এরপর বুড়ো ডনেগান রাস্তা ধরে এগিয়ে এল, এবং আমি ধীরে ধীরে দেহটা নিচু করলে মাটিতে দাঁড়িয়ে সে লাশটাকে ধরে যত্নের সাথে নিচে নামাল।

'বেশি মদ খাওয়ার কারণেই এটা ঘটেছে, বাছা,' বলল সে। 'তোমার বাবা ড্রিঙ্ক করায় অভ্যস্ত ছিল না, ওটা তার মাথায় চড়ে গেছিল। বছর দুই হল রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘোড়াটার দিকে চেয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। তাই কয়েক গ্লাস মদ পেটে পড়ার পর সে ওটায় চড়ে ঘুরতে বেরিয়েছিল।

'এটাই তার দোষ যে ভুল মানুষের ঘোড়া সে নিয়েছিল। ফ্রেড ক্রদার্সের মধ্যে ক্ষমা বলে কিছু নেই। আর ওই রন মর্ট, আইনের মধ্যে সে কাউকে ফাঁসি দিতে পারলে ওকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। রক্তের স্বাদ রয়েছে ওর মুখে।'

বাবাকে কবর দিতে ডনেগানই আমাকে সাহায্য করল। এবং একটা প্যাক-হর্স নিয়ে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে খুচরা ফেরি করার ব্যবস্থাও করে দিল। অনেক কষ্টে দিন এনে দিন খেয়ে চার্লটনের আশে-পাশে ছয়মাস কাটালাম। ওই সময়ে বিভিন্ন কাজ করে বাইরের জগতটা কেমন তা কিছুটা চিনলাম। পরে জাহাজে খালাসীর কাজ নিয়ে বস্টনে গেলাম। সেখান থেকে জাহাজের কাজেই নিউ অরলিন্স, ন্যাটচেজ আর সেইন্ট লুইতে ঘুরে বেড়ালাম।

কিছুদিন পর—চার বছর হবে—পাহাড়ের দিকে আমার মন টানল। ‘ট্রেস’ ধরে এগিয়ে রুক্ষ এলাকা পেরিয়ে ‘স্মোকিস’-এ পৌঁছলাম। বাবার তৈরি কেবিনটা এখনও ওখানে রয়েছে। চারপাশে লম্বা ঘাস জন্মেছে—মনে হচ্ছে যেন কেউ এর কাছেও ঘেঁষেনি।

কেবিন আর কুয়া পরিষ্কার করতে করতেই আমার রসদ প্রায় ফুরিয়ে এলো। পিছন দিকের ট্রেইল ধরে ‘ফিশার রিজের’ পাশ দিয়ে সমতল জমির পথ ধরলাম। বাবার নামেই ওই রিজের নাম। পুরনো চেরোকী ট্রেইল নিয়ে কর্ন বীজ আর রসদ আনতে চললাম। একটা খচ্চর কিনে সব মাল ওটার পিঠে বোঝাই করলাম।

বেশিরভাগ চেরোকীকেই জোর করে আরও পশ্চিমে ইণ্ডিয়ান এলাকায় সরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। এসব ট্রেইল এখন আর ব্যবহার করে না কেউ। কেবল মাঝেমাঝে কোন শিকারী বা দূরের কোন ইণ্ডিয়ান ওই পথ ব্যবহার করে। সমতল জমির লোকেরা অনেকেই টিলার পাশ দিয়ে এইসব ট্রেইলের অস্তিত্বের কথা জানেও না। তাই আমি ওই পথে সবার অজান্তে চলাফেরা করতে পারি। আমাকে নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না।

বাগানের কিছুটা জায়গা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কর্ন বীজ বুনে দিলাম।

মাঝেমাঝে রাতের বেলা লোকজন দেখার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠলে আমি ‘ফিশার পয়েণ্ট’-এর চূড়ায় উঠে নিচে উপত্যকার দিকে চেয়ে থাকতাম। বাড়ির আলোগুলো দেখা যেত। কিন্তু ওখানকার কেউ আমাকে দেখতে চায় না—ওরা আমার সম্পর্কে যদিও ভাবে, ঘোড়া চোরের ছেলে হিশেবেই ভাবে।

অবশ্য বুড়ো ডনেগানও ওখানে আছে—ভাবনাটা আমার মাথায়

ঘুরপাক খেয়ে আমাকে অশান্ত করে তুলল। লোকটার প্রতি আমার দরদ ছিল। আমি যখন একটা ছোট ছেলে ছিলাম—যখন কেউ আমাকে সাহায্য করেনি, তখন আমাকে সে দয়া দেখিয়েছে।

একাকীত্ব সইতে না পেরে পাহাড় বেয়ে নিচে নামতে শুরু করলাম। সেদিন ডনেগানকে দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়াই আমার ঠিক হয়নি।

খচ্চরটা আমাকে নিয়ে নিচে নামল। রাতটা নীরব, স্তব্ধ। আকাশে একটা রূপালী চাঁদ, পাইন পাতার ফাঁক দিয়ে মাটিতে আলো ছড়াচ্ছে। একটা ভূতুড়ে হাওয়ায় যেন পাইন গাছগুলোর পাতা অনবরত নড়ে চলেছে। যে গ্রামের লোক আমার বাবাকে ল্যাসোর ফাঁসে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে সেই গ্রামের দিকেই আমি এগিয়ে যাচ্ছি। আমার একমাত্র বন্ধুকে দেখতে।

আমার টিলা থেকে যে ছোট ঝর্নাটা নেমেছে, তারই পাশে ওর বাড়ি। খচ্চরের পিঠে আমাকে আসতে দেখে করাল থেকে একটা গরু মাথা তুলে আমাদের দেখল। পাশেই গোলাঘর।

উঠানের গেটটা বন্ধ করে বাড়ির দিকে এগোলাম। রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে হাল্কাভাবে টোকা দিলাম। এক মুহূর্ত নীরবতার পর ভিতর থেকে সাড়া এল। 'কে ওখানে?'

'বন্ধু। ডনেগানের খোঁজে এসেছি।'

ভিতরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপর দরজাটা একটু ফাঁক হল। একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ডনেগানের বড় মেয়ে। চিকন আর লম্বা। 'তুমি কে? চিনতে পারলাম না। বাবার সাথে কিজন্য দেখা করতে চাও?'

'আমি ফিশার—ড্যান ফিশার।'

শুনে মুখের চেহারা বদলে গেল তার। আড়ষ্ট হল। সে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'এখান থেকে চলে যাও! আমাদের জন্য যথেষ্ট ঝামেলা বাধিয়েছ তুমি!'

'আমি দুঃখিত, ম্যাম। কিন্তু ডনেগান আমাকে সাহায্য করেছিল। তাই ধন্যবাদ জানাতে এসেছি।'

'চলে যাও! আমাদের জন্যে যথেষ্ট করেছ তুমি—আর না! তোমাকে সাহায্য করেছিল? কিন্তু তাতে আমাদের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় গেছে। ওরা যখন জেনেছে—'

ওর গলার স্বর ধীরে ধীরে চড়ে যাচ্ছে। শব্দটা রাতের স্তব্ধ বাতাসে অনেক দূর পর্যন্ত যাচ্ছে। এটা আমাকে নার্ভাস করে তুলছে। 'আমাকে অন্তত ঘরের ভিতর ঢুকতে—' শুরু করলাম আমি।

মেয়েটা পিছিয়ে গেল। 'ওরা বাবাকে মোটেও ছাড়েনি—চার্চ থেকে বের করে দিয়েছে। কেউ তার সাথে ভাল ব্যবহার করে না। এই সবই ক্রুদার্সের কাজ।'

'আমার এসবের কোন ধারণাই ছিল না। তোমার বাবা খাঁটি ক্রিশ্চান লোক। আমি যখন ছোট আর একা ছিলাম—'

'এবার তুমি যেতে পার। আমি তো তোমাকে বলেছি আমাদের কতটা বিপদ তুমি ডেকে এনেছ—ওরা যদি জানতে পারে তুমি আবার এখানে এসেছ, তাহলে আমাদের সাথে আরও খারাপ ব্যবহার করবে।'

'ডনেগানের সাথে আমার দেখা হবে?'

'না, হবে না। বাবা শুয়ে পড়েছে।'

ওর পিছনের দরজাটা একটু ফাঁক হল। একটা প্রাতলা গড়নের মেয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। ওটা রউজ ডনেগান। বুড়ো ডনে-

'ানের ছোট মেয়ে—বয়স মাত্র চোদ্দ হবে।

'রউজ, তুমি ভিতরে যাও!' লম্বা মেয়েটা বলল। 'দরজাটা বন্ধ কর!'

'ওটা কে, প্রিসিলা?'

'এটা অপদার্থ ড্যান ফিশার। সেই ঘোড়া চোরের ছেলে।' আমার দিকে ফিরল মেয়েটা—ভীষণ রেগেছে। 'এবার তুমি যাও, নইলে রন মর্টকে ডাকব আমি।'

কোন লাভ নেই। দরজা থেকে পিছিয়ে গেলাম আমি। 'সরি, ম্যাম। আমি শুধু তোমার বাবার সাথে একটু দেখা করতে চেয়েছিলাম। আমাকে সাহায্য করেছিল সে। আর তুমি ভাল করেই জানো আমি কোন ঘোড়া চুরি করিনি। অস্বীকার করছি না যে বাবা ওই ঘোড়ার পিঠে চেপেছিল—কিন্তু মাতাল ছিল সে। কড়া ড্রিঙ্কে অভ্যস্ত ছিল না। নেশা কেটে গেলে ঠিকই ঘোড়া ফেরত দিয়ে আসত। ক্ষমাও চাইত। সে ওই রকম মানুষই ছিল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ক্রদার্স আর মর্ট একটা ফাঁসি দিতে চেয়েছিল—এবং তাই দিয়েছে।'

'তাতে কিচ্ছু আসে যায় না। তোমার বাবা ওই ঘোড়াটা চুরি করেছিল। আর মিস্টার ক্রদার্স একজন গণ্যমান্য লোক—প্রায় অর্ধেকটা দেশই তো তার!'

দরজা বন্ধ হওয়ার পর প্রায় এক মিনিট আমি স্থির দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর উঠান পেরিয়ে আমার খচ্চরটার কাছে ফিরে এলাম।

রওনা হওয়ার পর পিছনে একটা দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেয়ে থেমে কান পেতে শুনলাম। ভাবছি ওটা কে হতে পারে। আমার মনে হল ওটা ডনেগানের বাড়িরই দরজা।

সময় বয়ে যাচ্ছে—তাই আর বসে না থেকে রওনা হলাম। গাছের ভিতর দিয়ে এগোচ্ছি। আধমাইল যাওয়ার পর ট্রেইল ধরলাম। যখন কেবিনে পৌঁছলাম তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে।

খিদে পেয়েছে, তাই আগুন জ্বেলে কিছু মাংস ভাজতে শুরু করলাম। এই সময়ে হঠাৎ বাইরে থেকে একটা খসখস আওয়াজ আমার কানে এলো। এখানে কেউ আমাকে পছন্দ করে না, তাই কেউ বন্ধুত্ব করতে এসেছে ভাবার প্রশ্নই ওঠে না। তাড়াতাড়ি পিস্তলটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোলাম।

একটা মেয়ে বনের ভিতর থেকে উঠানের দিকে এগোচ্ছে। ট্রেইল দিয়ে নয়, ঝর্নার দিক থেকে আসছে। গ্রাম থেকে যে কেউ ওই পথে অনেক তাড়াতাড়ি এখানে পৌঁছতে পারবে। কিন্তু বেশ কিছুটা খাড়া পাহাড় চড়তে হয়—পাথুরে রুক্ষ জমি আর ঝোপঝাড় পেরিয়ে আসতে হয়। এটা সেই ডনেগানের মেয়ে—ছোটটা।

‘রউজি, তুমি এখানে কি করছ?’ প্রশ্ন করলাম আমি।

‘প্রিসিলা ওদের বলে দিয়েছে, আমি তোমাকে সাবধান করতে এলাম। সে মর্টকে বলেছে···ওরা সবাই তোমাকে শায়েস্তা করতে আসছে।’

‘কেন? আমি কোন অন্যায় করিনি।’

‘ওরা তা বুঝতে চায় না। মর্ট বলে বেড়াচ্ছে ওরা কোন চোরের আত্মীয়কে এখানে দেখতে চায় না। ল্যাসোর ফাঁস নিয়ে সে তৈরি হয়েছে, বলছে, তোমাকে আচ্ছা মত পিটিয়ে পালাবার জন্যে অল্প সময় দেবে। সে সব সময়েই ওই ল্যাসোর ফাঁসের কথা বলে। ওতে একজনকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে—দরকার হলে আরও মানুষকে ওতে ঝুলান হবে। লোকজন ওকে ভয় পায়।’

'তুমি মিছে নিজেকে বিপদে জড়াচ্ছ। তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি। এটা তুমি কেন করতে গেলে ?'

পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খোঁটাচ্ছে মেয়েটা। 'বাবা তোমাকে পছন্দ করে। প্রিস তোমাকে সত্যি কথা বলেনি। আমি জানি তোমাকে দেখলে সে খুশি হত। এটা সত্যি যে লোকজন আমাদের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে, কিন্তু তোমাকে সাহায্য করেছে বলে বাবা গর্বই বোধ করে—ওদের পাত্তা দেয় না সে। তবে এতে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে, কারণ এখন আর কেউ বাবার সাথে ব্যবসা করে না। কয়েকজন আসলেই তার কাজের জন্য চটে আছে—কিন্তু বেশিরভাগ লোকই ক্রদার্সের সাথে ঠোকাঠুকির ভয়ে দূরে সরে থাকে।'

'ওরা জেনে ফেলার আগেই তুমি ফিরে যাও,' বললাম আমি।

'তুমি কি করবে এখন ?'

'আমি পালাতে পারতাম, কিন্তু তেমন ইচ্ছে আমার নেই। আমি ওদের জন্য অপেক্ষা করব—দেখব ওদের কি বলার আছে। বেগতিক দেখলে শেষ মুহূর্তে সরে পড়ব।'

কিশোরী মেয়েটা আমাকে সাবধান করতে অনেকদূর এসেছে। চিবুক ধরে ওর গালে আলতো করে একটা চুমো খেলাম 'এবার তুমি যাও,' বললাম আমি, 'তবে তোমার বাবাকে বলো সে আমার জন্য যা করেছে তা আমি কোনদিন ভুলব না। আর যদি তার কখনও কোন দরকার হয়, আমাকে খবর দিলেই আমি ছুটে আসব।'

মুহূর্তে জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটা। তারপরেই ট্রেইল ধরে ওদের আসার শব্দ পেলাম। এখনও সময় আছে বুঝে খচ্চরটাকে নিয়ে কেবিনের থেকে কিছুটা নিচে ঝোপের ভিতর

লুকিয়ে রাখলাম। সেইসাথে আমার পানির বোতলটাও ভরে নিলাম।

ওদের গলার স্বর কাছাকাছি শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি কেবিনে ঢুকে দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দিলাম। কেবিনের ঠিক পিছনেই পাহাড়টা খাড়াভাবে কিছুটা নেমে গেছে। জানালার সাথে দড়ি বেঁধে ওদিক দিয়ে ঝুলিয়ে দিলাম। দরকার হলে দড়ি বেয়ে নেমে আমি খচ্চরটার কাছে পৌঁছতে পারব।

মনে হল বাইরে প্রায় নয়-দশজন লোক এসেছে। ওদের বেশির-ভাগই বেকার আর অপদার্থ।

'এই! বাসার থেকে বেরোও!' রন মর্টের গলা শোনা গেল। লোকটা বিশাল, তবে তেমন লম্বা নয়—চওড়াতেই বেশি। পাণ্ডা গোছের লোক বলে ওর নাম আছে। 'বেরিয়ে এসো!'

আমি চুপচাপ বসে ওদের ওপর নজর রাখছি, আর অপেক্ষা করছি। বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি নিতে চাই, কিন্তু এই মুহূর্তে কাউকে মারতে চাই না আমি। এখনও আমি কেবল একটা লম্বা চিকন ছেলে ছাড়া আর কিছু না। এর আগেও আমি বিভিন্ন লোকের মোকাবিলা করেছি, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি কাউকে মারতে চাই না। তবে বুঝতে পারছি, আমার চরম বিপদ উপস্থিত।

মর্ট এগিয়ে এসে শক্ত মুঠিতে দরজায় আঘাত করতে শুরু করল। 'দরজা খোলো! জানি তুমি ভিতরেই আছ!

ধীর পায়ে আমি সিঁড়ি দিয়ে ফল্‌স্‌ ছাদের ওপর উঠে গেলাম। কেবিনটা এমনভাবে তৈরি যেন ইণ্ডিয়ানরা আক্রমণ করলে বা কাঠের দেয়ালে আগুন লাগাতে এলে উপর থেকে গুলি করে নিজেদের রক্ষা করা যায়।

মর্ট যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার মাথার ওপরেই একটা কাঠের প্লাগ আঁটা গর্ত রয়েছে। সাবধানে আস্তে করে ওটা বের করে ফুটো দিয়ে নিচে তাকালাম। এখনও দরজার ওপর আঘাত করছে সে। পিস্তল বের করে নলটা ফুটো দিয়ে বের করলাম। এমন জায়গায় তাক করলাম যেন মর্টের গায়ে গুলি না লেগে ওর পাশেই কাঠের দেয়ালে লাগে। বুলেট ওকে আঘাত না করলেও কাঠের টুকরাগুলো ওর মুখে লাগবে। ট্রিগার টিপে দিলাম।

ফল্‌স্‌ ছাদের ভিতর পিস্তলটা কামানের মত শব্দ করে ফুটল। রন মর্ট চমকে ব্যথায় চিৎকার করে উঠল—তারপরেই বুটের আওয়াজ পাওয়া গেল। ছুটে পালাচ্ছে। আমি সব কয়টা গর্ত দিয়েই নিচের দিকে চেয়ে দেখলাম। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। সবই অন্ধকার আর স্থির। আমার থেকে অপ্রত্যাশিত গুলিটা ওদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে। কিন্তু ওরা আবার ফিরে আসবে। সংখ্যায় থাকবে দ্বিগুণ আর ওরাহবে ডবল নীচ।

রন মর্ট বড়াই করতে ভালবাসে—আমাকে দেশ ছেড়ে তাড়িয়ে দিয়েছে বলতে পারলে ওর খুব ভাল লাগবে। যাক, বলে বলুক, আমি এখন নিজে থেকেই চলে যাব। যখন আবার ফিরব তখন আরও বড় আর কঠিন হব আমি। তখনই মর্ট আর ক্রুদার্সকে কিছু শিক্ষা দেব।

সাথে নেয়ার মত যা কিছু আছে তা নিয়ে দড়ি বেয়ে নিচে নেমে খচ্চরের পিঠে উঠে আমি চেরোকী ট্রেইল ধরলাম। এবার এক বছর বাইরে কাটালাম।

'ইণ্ডিপেন্সে' মালবাহী একটা ওয়্যাগন ট্রেইনের সাথে পশ্চিমে সান্তা ফে গেলাম। পথে দুবার ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে আমাদের

লড়তে হল। কিন্তু আমাদের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। সান্তা ফের্তে একটা র‍্যাঞ্চে কাউহ্যাণ্ড হিশেবে কাজে যোগ দিয়ে কয়েক মাস কাজ করলাম। তারপর 'স্টেক্‌ড্ প্লেইন্‌স'-এ মোষ শিকার করতে গেলাম।

টেনেসি ফিরলাম একটা ডান ঘোড়ার পিঠে। আমার সাথে রয়েছে একটা কোল্ট রিভলভিঙ শটগান, একটা হেনরি '৪৪ রাইফেল, আর একটা পিস্তল।

কেবিনটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু দেয়ালের কাঠে অনেক-গুলো গুলির দাগ। দরজাটাও ভেঙে ফেলা হয়েছিল—তবে পরে কেউ ওটা অপটু হাতে আবার মেরামত করে লাগিয়েছে। ভিতরটা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে।

এবারে আমি বেশিদিন থাকার জন্যে আসিনি। বাড়ি ফেরার জন্য মন পুড়ছিল বলেই আসা। কিংবা হয়ত মনের কোনায় কিছুটা ঝামেলা করার ইচ্ছাও ছিল। আমার বয়স তখন মাত্র আঠারো ছাড়িয়েছে। রক্ত গরম। আমি এখন অনেক বদলে গেছি—সেই তেরো বছর বয়সের খোকাটি নেই, যাকে বাবার ফাঁসি দেখতে বাধ্য করা হয়েছিল। লম্বায় এখন আমি প্রায় ছয় ফুট। ওজন পুরো একশো আশি পাউণ্ড। অনেক কঠিন পরিশ্রম আর লড়াই আমি করেছি। আর মোষ শিকার করতে গিয়ে দেখেছি সবচেয়ে ভাল যারা তাদের মতই আমার শুটিঙের হাত। আমি এখনও ওদের পিছনে ধাওয়া করার জন্যে তৈরি নই, কিন্তু ওরা যদি আমার সাথে লাগতে আসে তবে নিজেরাই বিপদে পড়বে।

কেউ এলো না। উঁচু পাহাড়ের ওপর শান্ত পরিবেশ। রাতে পাইন পাতার শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমালাম। সকালে উঠে ঝর্না

থেকে চমৎকার ঠাণ্ডা পানি খেলাম। কেবিনের চারপাশে কিছু কাজও করলাম। তবে বেশিরভাগ সময়ই চিৎ হয়ে শুয়ে নভেল আর ম্যাগাজিন পড়ে কাটালাম। দু'মাস আলসেমি করে, আর ভবিষ্যতে কি করব এসব ভেবেই কাটল।

অর্থাৎ শেষ দিনের আগে আর কেউ আসেনি। আমার মন কিছুটা উতলা হয়ে উঠেছে। দূর-দুরান্তরে কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে। রাইফেল, পিস্তল আর বন্দুক পরিষ্কার করার পর গানবেল্ট আর পিস্তলের খাপটা পালিশ করলাম। হঠাৎ কাজের মাঝেই সিদ্ধান্ত নিলাম যে এবার আমি বিদায় নেব। ঘোড়ায় চড়ে পশ্চিমে যাব। আমার খাবারও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—এখন যাবার সময় হয়েছে। আমি প্যাক করছি, এই সময় একটা মেয়ের গান গাওয়ার আওয়াজ আমার কানে এলো। ডনেগানের ওদিকে যে ঝর্নাটা নেমেছে, ওদিক থেকেই শব্দ আসছে।

গান শুনে বুঝলাম সে এখানে কাউকে দেখবে বলে আশা করছে না। বন থেকে বেরিয়ে উঠানে এসে থমকে দাঁড়াল সে। মেয়েটা রউজ ডনেগান।

কিন্তু গত এক বছরেই তার কি যেন হয়েছে। যাদুমন্ত্রেই ওর দেহ ভরাট হয়েছে—আর দেহের কোণগুলোও চমৎকারভাবে পরিপূর্ণ আকার পেয়েছে। এখানে কাউকে দেখবে বলে সে আশা করেনি।

'ওহ তুমি,' বলে উঠল সে। 'তোমার দেখা পাব আশা করিনি।' আমি খুশি হলাম যে যাবার প্রস্তুতিতে আমি শেভ করেছি। চুলও আঁচড়েছি। 'আমি ভাবিনি কেউ এখানে আছে।'

'আমি কাউকে জানতে দিই নাই,' বললাম আমি।

'কতদিন হল এসেছ তুমি? অনেকদিন? আমি স্কুলে পড়তে

গেছিলাম। তাই এতদিন আসতে পারিনি।' আমার জিন পরানো ঘোড়ার ওপর ওর চোখ পড়ল। 'তুমি কি চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, হয়ত সান্তা ফে, কিংবা আরও উত্তরে কোথাও যাব। আমার মন এখন চলার পথেই রয়েছে।'

'ঘোড়ার পিঠে ঘুরে বেড়াতে নিশ্চয়ই দারুণ ভাল লাগে। যে-কোনো জায়গায় যাওয়া যায়। তুমি কি সান্তা ফেতে কখনও গেছ?'

'হ্যাঁ, ম্যাম। একটা ফ্রেইট ওয়্যাগনের সাথে গেছিলাম। টুলারোসাতেও কিছুদিন একটা র‍্যাঞ্চে কাজ করেছি।'

'স্প্যানিশ মেয়েরা কি দেখতে সুন্দর?'

'স্বীকার করতেই হবে—ওদের কালো চোখ।'

'তুমি কি কালো চোখ পছন্দ কর?'

'এখন কিন্তু তোমার নীল চোখের মাঝে আমি হারিয়ে আছি। আগে ভাবতাম ওরাই সুন্দর।'

একটু লাল হল ওর গাল। ওখানে বসে বেশ কিছুক্ষণ আমরা গল্প করলাম। অনেক ধরনের কথাই হল। আমি ওকে ইণ্ডিয়ান ফাইটিঙ আর মোষ শিকারের কথা শোনালাম।

'তুমি কি আবার ফিরে আসবে?'

'ফিরে আসার মত কিছুই তো আমার নেই,' বললাম আমি। 'আমি এসেছি এইসব পাহাড় আর এই পুরনো কেবিনটার টানে। এটা এমন কিছু না। তবে এটা ফিশার পরিবারের নিজস্ব জমি। দলিল করে কেনা হয়েছিল। আমি এতদিন খাজনা দিয়ে এসেছি—কিন্তু জানি না আর আসব কি না। হয়ত বুড়ো হলে আবার আসব।'

'তুমি আমাকে দেখতে আসতে পার,' বলল সে।

'তোমার বোন কি বলবে? আর গ্রামে তোমার বন্ধুরা?'

'ওসব আমি কেয়ার করি না। কে কি বলে তাতে আমার কিছু আসে যায় না।'

'তাহলে আসব,' আমি বললাম। 'নিশ্চয় আসব।'

হঠাৎ হেসে উঠল সে। 'তুমি ওদের খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছ,' বলল রউজ। 'সবাইকে···এমনকি রন মর্টকেও।'

'ওরাই গায়ে পড়ে আমার সাথে লাগতে এসেছিল।' মেয়েটার দিকে তাকালাম আমি। 'তুমিই কি কেবিনটাকে ঝাড়ামোছা করে পরিষ্কার রেখেছ?'

ওর গাল দুটোয় আবার রঙ ধরল। 'আমি চেয়েছিলাম তুমি যখন ফিরে আসো এটা পরিচ্ছন্ন থাকুক। তাছাড়া আমি যখন একা থাকতে চাই তখন এখানে চলে আসি। বাবা বলেছে এতে কোন রকম দোষ নেই।'

'আমরা প্রতিবেশী। আমাদের জমির সীমানা থেকেই তোমাদের জমি শুরু হয়েছে।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল রউজ। 'আমার এখন যেতে হবে। নইলে প্রিসিলা আমাকে খুঁজতে আসবে।'

'সেও কি এখানে আসে?'

'না। আমার মনে হয় তুমি আর আমি ছাড়া ওই পথ আর কেউ চেনে না।'

আমি বেশ কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছি। বুঝতে পারছি না আমার কি করা দরকার—তাই হাত বাড়িয়ে দিলাম। 'রোজি, আমি ফিরে আসব,' বললাম আমি। 'বিশ্বাস করো, আমি ফিরব। কিন্তু ওদের মোকাবিলা করার সামর্থ যতদিন না হয় ততদিন আমার ফেরা ঠিক হবে না।'

‘কিন্তু তুমি যেন বেশি দেরি করো না,’ বলল সে।

হেঁটে ঝর্নার কাছে বনের ধারে এগিয়ে গেল রউজ। তারপর ফিরে তাকাল। ‘বাবা ভেবে পায় না তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য কেন নিচ্ছ না। সবাই জানে ওসমান পরিবার ভাল ফাইটার।’

‘আমি কারো কাছে কখনও সাহায্য চাইনি—এখন নতুন করে তা করতে চাই না।’

কথা ওই পর্যন্তই হল। মেয়েটা চলে যাওয়ার পর ডান ঘোড়াটার পিঠে চেপে ট্রেইল ধরে এগোল'ম।

আমি আবার ফিরব এটা ঠিক। আবার ফিরে ফ্রেড ক্রদার্স আর রন মর্টের মুখোমুখি আমাকে দাঁড়াতে হবে। তারপর আমি রউজ ডনেগানের সাথে দেখা করব।

তিন

আকাশটা ধূসর, মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে অনেক নিচে নেমে এসেছে। আমাদের গরুগুলো পশ্চিমে এগোচ্ছে। সরু ট্রেইলটা ব্ল্যাকজ্যাক, সুস্যাক আর কালোজাম ঝোপের ভিতর দিয়ে এগিয়েছে। এখানে সেখানে কিছু কাঁটাওয়ালা নাশপাতির গাছও দেখা যাচ্ছে।

কাঁচা রুক্ষ এলাকা। তামাটে রঙের মাটি। মাঝেসাঝে হঠাৎ কোত্থেকে বৃষ্টির একটা-দুটো বড় ফোঁটা আমার মুখের ওপর পড়ছে।

বাতাসে আমা হ্যাটের কোনা কাঁপছে।

নিচু পাহাড়গুলোর ওপর গম্ভীর স্বরে ডাকছে মেঘ। বিদ্যুতের চমক সারা আকাশ জুড়ে খেলছে। এমন ঝড় আমি আগেও দেখেছি, আর আমার ডান ঘোড়াটাও নার্ভাস ঘোড়া নয়। ঝড় ছাড়াও আমার আরও চিন্তা রয়েছে—শত্রুদের মাঝে আমি পথ চলছি।

চারদিন আমরা পশ্চিমে এগোলাম। প্রথম দিন আট মাইল পরদিন বারো তারপর ছয়, আর শেষ দিনে মাত্র পাঁচ মাইল। গরু-গুলো লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু ওদের বাগে আনা আমাদের পক্ষে কঠিন হল না। কারণ ঘন ব্ল্যাকজ্যাক ঝোপগুলোর ভিতরে ঢোকা প্রায় অসম্ভব। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত ওই ঝোপ।

বিপদের উদ্দেশে সতর্ক চোখ রাখলেও আমার মন বারবার বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। আমরা যদি এই গরুগুলোকে মার্কেটে নিয়ে যেতে পারি তবে অঙ্গীকার করা হাজার ডলার দিয়েও কয়েক হাজার ডলার আমার থাকবে। ওই টাকা আমি ঠিকমত খাটাতে পারলে অল্পদিনের মধ্যেই আমার অবস্থা সচ্ছল হবে।

আমার ইচ্ছা বড়লোক হয়ে টেনেসির পাহাড়ে ফিরে সবাইকে দেখিয়ে দেব একজন ফিশার কি করতে পারে।

স্বপ্ন দেখার জন্য জিন হচ্ছে একটা আদর্শ জায়গা; বিশেষ করে সামনের ট্রেইল যখন লম্বা। আমার মনে হল, শুধু বড়লোক হলেই চলবে না—অন্য মানুষের সম্মানও আমাকে জয় করে নিতে হবে। তবে পিস্তল বা টাকা দিয়ে কেনা যায় এমন সম্মান নয়! বাবা সব সময়েই আমাকে বলত, বড় হতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সে নিজে কিছু করতে পারেনি বটে, কিন্তু এজন্য আমার কোন খেদ নেই—কারণ চেষ্টা সে ঠিকই করেছিল। তার কপালটাই ছিল

খারাপ। আমার বেলায় তেমন হবে না।

রউজের চোখেও আমি বড় হতে চাই একথা আমি অস্বীকার করছি না। আসলে ইদানীং আমার দিবাস্বপ্নের অনেকখানি সে দখল করে নিয়েছে। তবে আমাকে সে কতটা ভালবাসে এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

ওই রাতে আমরা ধীর গতির একটা ঝর্নার পাশে ক্যাম্প করলাম। ঝর্নার ধারে কালোজামের ঝোপ, কটনউড গাছ আর পারসিমন্‌স্ রয়েছে। ক্যাম্পটা ভাল—সামনের মাঠে চমৎকার সবুজ ঘাস। আগুন জ্বালাবার জন্য কাঠেরও অভাব নেই। কিন্তু আমি যখন আগুনের ধারে পৌঁছলাম সবাই কথা বলা বন্ধ করে দিল। মনে হল ওদের কোন প্ল্যান আছে, কিন্তু আমি শুনে ফেলি এটা ওরা চায় না।

প্লেটে আমার খাবার বেড়ে নিয়ে ওদের থেকে দূরে গিয়ে বসলাম আমি। পিস্তলের খাপটা ঘুরিয়ে দুই পায়ের ফাঁকে রাখলাম যেন খাওয়ার মাঝেও পিস্তলের বাঁটটা আমার হাতের কাছে থাকে।

জন ওয়াইলস মন্তব্য করল, 'তুমি দেখছি কাউকে বিশ্বাস কর না।'

'বিশ্বাস করার বিশেষ কোন কারণ আমি দেখিনি। এটা ভুলো না, আমি গুলি করতে একটু দেরি করলে তোমরা তোমাদের অবশিষ্ট গরুগুলোও হারাতে, আর আমার কাছ থেকে যে হাজার ডলার পাবে সেটাও হারাতে। এতক্ষণে আমি ঠাণ্ডা মাটির তলায় ঘুমিয়ে থাকতাম।

'আর স্মরণ রেখো, ড্রাইভ এখনও শেষ হয়নি। অনেক পথ বাকি। সামনে কঠিন আর রুক্ষ এলাকা আমাদের পার হতে হবে। এবং পথে কিছু খারাপ ইণ্ডিয়ানদের সাথেও আমাদের লড়াই করতে

হতে পারে। আমরা নির্ঝঞ্ঝাটে যদি গরু নিয়ে যেতে পারি, বুঝব আমাদের কপাল খুব ভাল।'

'তুমি কি এই পথে আগেও যাতায়াত করেছ?' জিজ্ঞেস করল ওয়াইলস।

'না, কিন্তু আমি ক্যানসাসের ভিতর দিয়ে এসেছি। ওখানে অনেকের সাথেই আলাপ হয়েছে যারা টেক্সাস থেকে এই ট্রেইল ধরে যাওয়া আসা করেছে। আমার সঙ্গ তোমাদের প্রয়োজন হবে—যতটা সম্ভব সাহায্য তোমাদের দরকার হবে।'

আমার কথা ওদের ঠিক পছন্দ হল না, কিন্তু জন ওয়াইলস আমার সাথে কিছুক্ষণ ভাল ব্যবহার করল। কফি খেতে খেতে সে পশ্চিম সম্পর্কে আমাকে অনেক প্রশ্ন করল। আমাদের পথের একটু দক্ষিণেই আরাপাহো এলাকা। শাইয়্যান, কোমাঞ্চি আর কিওয়ারাও বেশি দূরে নেই। কোন কিছু রেখে-ঢেকে না রেখে সামনে কি আছে তা আমি খোলাখুলিই ওদের বললাম। মোষ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তাই এসব ইণ্ডিয়ানরা এখন গরুর সন্ধানে থাকবে। কিভাবে তা পাওয়া যাবে সেটা ওরা জানে।

পরের দুদিন বেশ ভালই এগোন গেল—তবে মাঝেমাঝে কিছু বৃষ্টিও হয়েছে। ঠাণ্ডা, ভেজা আর কষ্টকর হলেও এটা কিছু কিছু গরম আর ধুলোময় ড্রাইভের তুলনায় অনেক ভাল। আমার মনে আছে ওইসব গরম ড্রাইভে গরুর গা থেকে যে তাপ বের হয় তাতে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

বয়স্ক লোকদের জন্যে আবহাওয়াটা একটু কষ্টকরই হল। তবে আমার বয়স কম, কঠিন পরিশ্রমে অভ্যস্ত, তাই আমার ভাগের চেয়েও বেশি কাজ করলাম। ইতিমধ্যে একটা খাতায় আমার স্টকের

হিশেব লিখে ফেলেছি। যে লোক গরুর কাজে অভ্যস্ত নয়, তার কাছে সব গরু একই রকম বলে মনে হবে। কিন্তু গরুর কাজে অভ্যস্ত লোক অল্প সময়েই সবগুলো গরু চিনে ফেলবে। হিশেব করে দেখলাম আমার ব্র্যাণ্ডের গরু সাতশো তেত্রিশটা রয়েছে।

'কেনেডিয়ান' ক্রসিঙে আমরা প্রথম ইণ্ডিয়ানদের দেখা পেলাম। ছোট একদল শওনী। মোষের চামড়ার ঘরে থাকে ওরা। তিনজন ইণ্ডিয়াম যুবক টাট্টু ঘোড়ার পিঠে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। আমি ডান ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে ওদের সাথে দেখা করতে গেলাম।

অনেক দিন আগে কাম্বারল্যাণ্ড শওনি এলাকা ছিল। কিছুদিন আগে কিছু ইণ্ডিয়ান আবার এখানে বাস করতে ফিরে আসে। আমি ওদের ভাষা কিছুটা বুঝি—ওদের ইশারার ভাষাও শিখেছি। তাই ইণ্ডিয়ানদের সাথে ভাব বিনিময় করতে আমার বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।

কিন্তু দেখা গেল আমার কোনোটারই দরকার পড়ল না। কম বয়সী যুবকটা ইংরেজী বলতে পারে। ওদের সাথে অনেক কথাই হল, কিন্তু আমার চোখ ওদের বাকস্কিন ঘোড়াটার ওপর। ওটা ওদের থেকে একটু দুরে রয়েছে। কিন্তু দুর থেকে দেখেও বুঝলাম ওটা ড্রাইভের জন্য একটা ভাল ঘোড়া। সত্যিই, স্পষ্ট বুঝলাম ওটা একটা খুব চমৎকার ঘোড়া।

আমি ওদের শওনি ভাষায় সম্বোধন করলাম। ওরা জানতে চাইল আমি কোথাকার লোক। বললাম, জেনে ওরা খুব খুশি। কাম্বার-ল্যাণ্ড ওরা ভালই চেনে—ওই সম্পর্কেই কিছুটা কথাবার্তা আমরা বললাম। তারপর দেশ আর শিকার নিয়ে কথা হল।

কিছু মোকাসিন, বাকস্কিনের জ্যাকেট আর একটা পুরনো কেণ্টাকি

রাইফেলের সাথে আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস ওরা দেখাল। ওদের বললাম আমার একটা ঘোড়া দরকার, ওই বুড়ো বাকস্কিন ঘোড়াটা হলেও চলবে।

শুনে চটে উঠল ওরা—ওটা আসলে মোটেও বুড়ো নয়, বলিষ্ঠ তাগড়া জোয়ান ঘোড়া। ওদের ঘোড়াগুলোর ভিতর ওটাই সবথেকে ভাল। কিন্তু ওটা বিক্রির জন্য নয়।

আমি প্রসঙ্গ পাল্টে কথার মোড় ঘোরালাম। ওদের মাংস দরকার, আর আমার একটা বাড়তি ঘোড়া প্রয়োজন। আমি তামাক খুব কমই খাই, তবু সাথে রাখি। তামাকের থলেটা বের করে সবাইকে দিয়ে নিজের জন্যেও একটা সিগারেট রোল করলাম। তৈরি করার ফাঁকে আমার লোকজন কবে কেমন করে শওনি এলাকায় এসেছিল তা শোনালাম। এই এলাকায় তখন সাদা মানুষ আর ছিল না। এমন ভাব দেখালাম যেন ব্যবসা বাণিজ্যের কথা আমি একেবারে ভুলে গেছি।

অনেকের ধারণা ইণ্ডিয়ানরা কম কথা বলে—কিন্তু সেটা ভুল। ইণ্ডিয়ানরা গল্প করতে দারুণ ভালবাসে। ওরা বলল একসময় চেরোকীরা শওনিদের ভাল বন্ধু ছিল। তারপর শওনিরা কাম্বারল্যাণ্ড থেকে ওদের তাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু এখন আবার বন্ধুত্ব হয়েছে।

গরুগুলো হেলতে দুলতে ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। মাঝেমাঝে এখানে সেখানে থেমে ঘাস খাচ্ছে। আমি ঘোড়া ফেরালাম যেন গরুর পালের সাথে যোগ দিতে যাচ্ছি। আবার ওরা মাংস চাইল।

'আমি বাকস্কিনটার বিনিময়ে একটা মোটাসোটা গরু দিতে রাজি আছি,' জানালাম।

ওরা রাজি হল না। আমি আবার এগোতে শুরু করলাম; ওদের মধ্যে একজন আমাকে পিছু ডাকল: 'তিনটে গরু!'

ঘোড়াটার দাম আমার কাছে তিনটে গরুর চেয়েও বেশি, কারণ আমি ডানটাকে অনেক খাটিয়ে ফেলছি। খোলা এলাকায় বেরোলে গরু সামলাতে প্রত্যেকের তিন-চারটে ঘোড়ার প্রয়োজন হবে। ঠিক মত কাজ করতে হলে আরও ঘোড়া দরকার। এখন তুপাশে ঘন ঝোপের ভিতর দিয়ে চললেও কিছুক্ষণ পর খোলা জমিতে ওদের সামলান কঠিন হবে।

কিছুক্ষণ দর কষাকষি চলল—তারপর তুটো গরুর বিনিময়ে ওরা ঘোড়াটা দিতে রাজি হল। তুটো গরুকে দল ছাড়া করে বের করে আনার সময়ে জন ওয়াইলস বলল, 'তুমি যদি ওই নোট অনুযায়ী টাকা দিতে না পার, তবে ওই বাকস্কিনটা আমাদের সম্পত্তি।'

'তুমি চিন্তা করে দেখ ঘোড়াটা তোমাদের কত কাজ বাঁচাবে,' জবাব দিলাম আমি। 'এখনও তোমাদের মত তুজন লোকের কাজ আমি করছি। যত বেশি ঘোড়া আমার থাকবে তোমাদের কাজ ততই কমবে।'

কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে, তাই জন এবং বাকি সবার মুখ বন্ধ হল।

এতদিনেও লাল চুলের মেয়েটার সাথে আমি একটা কথাও বলিনি। মেয়েটা সত্যিই সুন্দরী, এতে সন্দেহ নেই। পুরুষকে উত্তেজিত করে তোলার সব উপকরণই ওর দেহে রয়েছে। আমাকে এড়িয়ে চলছে বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ চোখের আড়ালে থাকছে না। সে জানে তার কি আছে—চাইছে আমিও তা লক্ষ্য করি।

কথা হচ্ছে, আমাকে এড়িয়ে চলার কোন দরকারই তার ছিল না। এমনিতেই আমার অনেক বিপদ। আমাকে ওদের গুলি করার আর

কোন অছিলা আমি দিতে চাই না। ওরা যদি আমাকে গুলি করেও, সেটা আমি সহজ করে তুলব না। আমিও ওদের বিপদ ডেকে আনব।

পরদিন সকালে আমরা কেনেডিয়ান পার হলাম। পানি কম ছিল, তাই কেবল অল্প একটু সাঁতরাতে হল। বেশিরভাগই একটা অগভীর চওড়া জলাশয়ে বালুর ওপর দিয়ে পার হওয়ার মত হল। এখন আমরা নদী পেরিয়ে খোলা সমতল জমিতে পড়ব। ঘাসের রঙ খয়েরি হলেও ওখানে প্রচুর ঘাস রয়েছে। ইদানীং বৃষ্টি হওয়ায় কিছু-কিছু জায়গায় পানি জমেছে।

জন ওয়াইলস পয়েণ্টে (সামনের দিকে) ঘোড়া চালাচ্ছিল, আমি ওর পাশে এগিয়ে গেলাম। 'চিসহোম ট্রেইল আর বেশি দূরে নয়,' ওকে জানালাম আমি। 'আমরা উত্তরে রওনা হয়ে এবিলিন যেতে পারি।'

আমরা নয়জন, আর একটা মেয়ে। হয়ত আমার বলা উচিত যে ওরা নয়জন আর আমি একা—মোট দশজন। কারণ আসলেও আমি একা। এটা আমিও জানি, ওরাও জানে। আমি ভেবেছিলাম কঠিন পরিশ্রম দিয়ে ওদের মন আমি জয় করে নেব। কিন্তু ওদের মন আমার ওপর থেকে উঠে গেছে।

আমি ওদের কাছে একজন অপরিচিত লোক। ওরা যখন ভীত আর নিরাশ হয়ে পড়েছিল তখন ওদের সাথে চুক্তি করেছি আমি। ওরা ভয় পেয়েছিল অথচ আমি ভয় পাইনি, এটা ওরা মোটেও সহ্য করতে পারছে না। আমার ফাইট করার ইচ্ছাটাই ওদের সাথে আমার বাণিজ্যিক চুক্তির একমাত্র উপাদান ছিল। ওরা ভয়ে সবকিছু হারাবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু আমি যদি মারা পড়তাম তবে ওরা আমার কথা আর দ্বিতীয়বার ভাবত না।

সামনে কি আছে সেই কথা যতই ভাবছি আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে। আমরা ইণ্ডিয়ান জমির দিকে এগিয়ে চলেছি। এবং ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে তাড়াতাড়ি কেউ মানুষের দুর্বলতা চিনতে পারে না। একজন সাহসী লোক পুরো একটা ইণ্ডিয়ান দলের মাঝখান দিয়ে নির্বিঘ্নে পার হয়ে যেতে পারবে। কিন্তু একজন ভীতু লোক বিশ ফুটও এগোতে পারবে না। কোন সন্দেহ নেই যে আমরা এই এলাকায় ইণ্ডিয়ানদের দেখা পাব।

দুপুরের দিকে একটা বিশাল ষাঁড় দল ছেড়ে অন্যদিকে রওনা হল। আমি বাকস্কিনের ওপর ছিলাম। প্রমাণ পেলাম ওটা একটা প্রথম শ্রেণীর কাটিঙ হর্স (গরু তাড়াবার ঘোড়া)। নিমেষে ওটা ষাঁড়টার পিছনে ছুটল। ওটা যেদিকেই যায়, ঘোড়াটা ওকে ঠিকই কোণঠাসা করে ধীরে ধীরে ফিরিয়ে আনল। আমার বিশেষ পরিশ্রম করতে হল না।

ঝোপগুলোর পাশে ঘোড়া থামিয়ে আমি সিগারেট তৈরির সরঞ্জাম বের করে ধূমপানের আয়োজন করলাম। পাশেই একটা ঘন ঝাড়। কিছু কটনউড গাছও রয়েছে। সিগারেট ধরাতে যাব, এমন সময়ে ঝোপের ভিতর থেকে নিচু স্বরে একটা ডাক আমার কানে এলো। লাল চুলের মেয়েটা একটা বড় কটনউড গাছের কাছে দাঁড়িয়ে আছে—তার ঘোড়াটাও পাশেই রয়েছে। 'এদিকে এসো,' বলল সে। 'তোমার সাথে আমার কথা আছে।'

কৌতূহলী হয়ে একবার চারপাশে চেয়ে দেখলাম। গরুরা মন্থর গতিতে ঘাস খেতে খেতে এককেবারে মাত্র কয়েক পা করে এগোচ্ছে। আমরা এখন ভাল ঘাসের উপর দিয়ে যাচ্ছি বলে ওয়াইলস গরুগুলোকে নিজস্ব গতিতে চলতে দিচ্ছে। ওরা যত মোটা হবে তত

বেশি দাম পাওয়া যাবে। ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে মেয়েটার কাছে নিয়ে গেলাম।

'নামো, কথা আছে।'

নেমে, হ্যাটটা হাতে নিয়ে মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেলাম। সে আরও কাছে ঘেঁষে এল। মেয়েটা দারুণ সুন্দরী, আর তার দেহের ভাঁজগুলো এত আকর্ষণীয় যে ওই বুড়োদের কেউ কাছে এলে সেও তরুণ বালকের মতই বোধ করত। কিন্তু ওকে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

'কি হল ?' প্রশ্ন করল সে। 'তোমার কি আমার সাথে কথা বলারও সময় নেই ?'

হঠাৎ আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল মেয়েটা। কিন্তু আমার গলা নয়, ধরল হাত সহ আমার দেহ। ধরার সময়েই পিছন থেকে নড়াচড়ার শব্দ আমার কানে এলো। জোর খাটিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার আগেই পিছন থেকে কেউ আমার মাথায় আঘাত করল। ধুলোমাখা ঘাসের ওপর মুখ থুবড়ে পড়লাম আমি। টের পেলাম কেউ আমার পকেট হাতড়াচ্ছে।

'দূর শালা, পকেটে নেই,' বলল সে। স্বরটা অপরিচিত।

এবার আমি একটা ভুল করে ফেললাম। নড়ে উঠতেই লোকটা আবার আমাকে মাথায় আঘাত করল। সেইসাথে মেয়েটা হেসে উঠল।

এরপর আমি আর কিছু জানি না। যখন জ্ঞান ফিরল, চামড়ার তাঁবুর ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার পরিচিত শব্দ পেলাম। চোখ খুলে আগুনের একটা আলো দেখলাম। আমি নিশ্চয় নড়ার চেষ্টা করে-ছিলাম, কারণ হঠাৎ একটা মুখ আমার ওপর ঝুঁকে পড়ল। নিচু

স্বরে শওনি ভাষায় কেউ কথা বলল—এবার আর একটা শওনি মুখ দেখা গেল। যার থেকে বাকস্কিনটা কিনেছিলাম, এটা তারই মুখ।

'এখন কেমন বোধ করছ?' প্রশ্ন করল তরুণ শওনি।

'আমি কোথায়?'

'ওয়াশিতার কাছে।'

এবার আবার মনে পড়ল—লাল চুলের মেয়েটা আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল, তারপর কেউ—স্বর শুনে মনে হল যুবক; আমার মাথায় আঘাত করেছিল।

'আমার হ্যাটটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

উঠে বসতে যাচ্ছিলাম আমি, তীব্র যন্ত্রণা গুলির মত আমার মাথায় যন্ত্রণা দিল। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে আবার চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম আমি।

তরুণ আমাকে একটা হ্যাট এনে দিল। 'ওটা আমার নয়,' আমি জানালাম।

'এটার অবস্থা খারাপ,' সে বলল। 'হয়ত তোমারটা আর কেউ নিয়ে গেছে?'

'তুমি আমাকে পেয়েছিলে। ওখানকার চিহ্নগুলো দেখে কি বুঝলে?'

এক টুকরো শুকনো মাংস চিবাতে চিবাতে গোড়ালির ওপর বসল সে। 'একটা মেয়ে অপেক্ষা করছিল—তুমি ঘোড়ার পিঠে ওখানে গিয়ে নেমেছিলে। গাছের আড়ালে একটা লোক অপেক্ষায় ছিল—সে-ই তোমার মাথায় মেরেছে। মনে হয় দু'তিন ঘণ্টা পরেই আমরা তোমাকে দেখতে পাই।'

সাবধানে উঠে বসলাম আমি। মাথাটা চক্কর কাটছে। ওর দিকে

চেয়ে বললাম, 'ধন্যবাদ।'

আমার দিকে তাকিয়ে হেসে সে বলল, 'তোমার শক্ত মাথাটাকে ধন্যবাদ জানাও,' এতে আমরা দু'জনেই হাসলাম।

'শওনি হয়েও তুমি এত ভাল ইংরেজী শিখলে কিভাবে?'

'আমার পুরো নাম টম ফুলমুন, এবং আমি পুরোপুরি ইণ্ডিয়ান। কিন্তু ছেলেবয়সেই আমাকে ঘোড়ার দেখাশোনা করার জন্য একটা র‍্যাঞ্চে কাজে নেয়া হয়। এর পর থেকে আমি কেবল গরু আর মালবাহী দলের সাথেই কাজ করেছি। একবার শুধু কয়েক মাস আর্মির জন্য স্কাউটিঙ আর ট্র্যাকিঙের কাজ করেছি। এখন আমি একটা ম্যাভরিকে (যে গরু বা বাছুরের কোন ব্র্যাণ্ড নেই) পরিণত হয়েছি। আমি সাদা মানুষ নই, অথচ এখন আর ইণ্ডিয়ানদের সাথেও নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারি না।'

'তোমার আর আমার জাত এক,' বললাম আমি। 'আমারও তোমার মতই অবস্থা। কিন্তু সে কথা যাক, তুমি জান আমাকে কে আঘাত করেছিল?'

আমার থলেটা তুলে কিছুটা তামাক বের করে নিয়ে সিগারেট তৈরির ফাঁকে সে আমার কথার জবাব দিল। 'যারা তোমাদের গরুগুলোকে অনুসরণ করছে তাদেরই একজন। লোকটার বয়স কম—একটা কালো ঘোড়া চালাচ্ছে।'

শুনে আমি গভীর চিন্তামগ্ন হলাম। আমাদের আউটফিটে কোন তরুণ যুবক নেই; কোন কালো ঘোড়াও নেই। ওয়াইলস যদি তার কোন লোক ড্রাইভ অনুসরণ করার জন্য রেখে থাকে, সেটা আমার সম্পূর্ণ অজানা ছিল।

'চারজন তোমাদের ফলো করছে,' বলে চলল সে। 'রাতে একজন

কাছাকাছি আসে, এবং মাঝেমাঝে মেয়েটার সাথে কথা বলে।'

বোঝা যাচ্ছে মিলেমিশেই ওরা আমার চুক্তিপত্রটা হাত করার যুক্তি করেছিল।

ওদের সাথে কি জন ওয়াইলসের কোন সম্পর্ক আছে? যতই ভাবছি ততই আমার মনে হচ্ছে নেই।

'তুমি কি এখন ওদের পিছু নেবে?' প্রশ্ন করল সে।

এবার আমি তাকে গরুর চুক্তির ব্যাপারটা খুলে বললাম। সবকিছু মনোযোগ দিয়ে শুনে সে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে তোমার কিছু সাহায্যের প্রয়োজন আছে।'

'সাহায্য যদি আসে, তা আমি ফিরিয়ে দেব না। কিন্তু কেউ আমার জন্য মরুক, এটা আমি চাই না। কারণ বিপদ এলে গোলা-গুলি হবে।'

'প্রায় হাঁটু সমান বয়স থেকে আমি র‍্যাঞ্চে কাজ করেছি,' বলল সে। 'এটা আমার কাছে নতুন কিছু না। তুমি যখন তৈরি হবে তখনই আমরা রওনা হব।'

'আগে খেয়ে নিই, তারপর রওনা হব,' জানালাম আমি।

আমরা একটা প্যাক হর্স আর দুটো বাড়তি ঘোড়া নিয়ে রওনা হলাম। বেশ দ্রুত গতিতেই আমরা দুপুর পর্যন্ত এগোলাম। একটু বিশ্রাম নিয়ে কফি খেয়ে ঘোড়া বদল করে আবার যাত্রা শুরু করলাম। সন্ধ্যার দিকে আবার ঘোড়া বদল করে মাঝরাত পর্যন্ত আমরা এগো-লাম। নিশ্চিন্তে বলা যায় যে গরুগুলো চার দিনে যতদুর যেতে পারে সেই পথ আমরা একদিনে পাড়ি দিয়েছি। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সন্দেহ নেই আমি ঘোড়া চালানোর মত সুস্থ এখনও হইনি।

তিনবার পথে থেমে আমাকে বমি করতে হয়েছে। মাথার ভিতর ড্রাম পিটাচ্ছে যেন। অর্ধেক সময় আমি কেবল আধাচেতন ছিলাম। তবু জিনের ওপর কোনমতে টিকে এগিয়েছি।

দ্বিতীয় দিন আমরা চলার গতি ধীর রাখলাম। কিন্তু ভোর হওয়ার আগেই রওনা হলাম। মাঝে দু'ঘণ্টা ঘোড়াগুলোকে ঘাস খাওয়ার সুযোগ দিলাম। নিজেরাও একটু বিশ্রাম নিলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা গরুগুলোর আরও কাছে এসে গেলাম।

তৃতীয় দিন রওনা হয়েই কবরগুলো আমাদের চোখে পড়ল। ওগুলো নতুন কবর। নামগুলোও পরিচিত। বিল ফস্টার ছিল ওই দলের সবথেকে কমবয়সী লোক। লরেন্স ওটুলকে আমি ভাল চিনতাম না কিন্তু সে-ও ওই দলেই ছিল। নামটা আমার মনে আছে। নয়জন আর ওই মেয়েটা ছিল ওই দলে। এখন মাত্র সাতজন বাকি রইল। সম্ভবত কিছু লোক আহতও হয়েছে।

টিম ঘুরেফিরে সন্ধান নিয়ে ফিরল। 'কিওয়া প্রায় আট দশজন। ওরা কিছু গরু তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। বিশ থেকে পঁচিশটা হবে।'

'ওরা কি অনেক দূরে সরে গেছে?'

'কিওয়া? অসম্ভব। ওরা কাছেই কোন ঝর্নার পাশে ক্যাম্প করে কিছু মাংস রোস্ট করে খাবে। ওরা নিশ্চিন্ত আছে, কারণ ওরা জানে ওই ক্যাটল ড্রাইভের লোকজন সবাই গরু সামলাতেই ব্যস্ত থাকবে।'

কিওয়াদের ট্রেইল করে দশ মাইল পশ্চিমে আসার পর আমরা ধোঁয়ার গন্ধ পেলাম। কাছেই ছোট্ট একটা মাঠে গরুগুলো ঘাস খাচ্ছে। কিওয়ারা একটা গরু জবাই করেছে।

'আমি ওদের ঘোড়াগুলোকে ভয় পাইয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছি, তুমি গরুগুলো জড় কর,' বললাম আমি।

আমরা অনেক কাছে গেলাম। ওরা টের পেল না, কারণ কিওয়ারা ঝামেলা আশা করেনি। আর তাছাড়া পেট ভরে মাংস তারা খেয়েছে। কিন্তু টম আমার সাথেই রইল! সব ঘোড়াকে বাঁধন কেটে মুক্তি দিলাম, পিস্তলের গুলির শব্দে ওদের ঘোড়াগুলো স্ট্যামপিড করল। একটা কিওয়া সরাসরি আমার দিকে তাক করে রাইফেল ধরল—টম ওকে গুলি করল। আমরা দেখলাম ওর রাইফেলটা আকাশে উড়ল, তারপর লোকটা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে উল্টে গেল।

ওখান থেকে তিন মাইল উত্তরে গরুগুলোকে জড় করে পরীক্ষা করে দেখলাম। ওদের মধ্যে আটটাই আমার। আমরা ইণ্ডিয়ানদের চারটা ঘোড়া নিয়ে এসেছি। অন্যগুলো এদিক ওদিক চলে গেছে।

এবার আমরা গরু তাড়িয়ে দ্রুত এগোলাম। দু'মাইল যাওয়ার পর গতি ধীর করে ওদের হাঁটিয়ে এক মাইলের কিছু বেশি পথ পাড়ি দিলাম। তারপর আবার তাড়িয়ে নিয়ে চললাম। গরুগুলোর একটু কষ্ট হবে বটে, কিন্তু আমি কিওয়াদের থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে চাইছি।

চিহ্ন দেখে বুঝলাম ওই চারজন লোক এখনও আমাদের গরু আর জন ওয়াইলসের দলটাকে অনুসরণ করছে। গরুগুলো ছুটিয়ে নিয়ে সল্ট ফর্কে পৌঁছে আমরা দু'দিন লাভ করলাম। কিন্তু এখনও আমরা ওদের থেকে তিন দিন পিছিয়ে আছি।

ট্র্যাকগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছে টম। সে বলল মাত্র পাঁচজন বুড়ো এখনও ঘোড়া চালাতে সক্ষম—অর্থাৎ বাকী দুজন আহত লোক নিশ্চয় ওয়্যাগনে চড়ে যাচ্ছে।

প্লাবিত সল্ট ফর্ক পার হওয়ার পরের রাতে ক্যাম্পে আগুনের

ধারে বসে টম নীরবে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। আমার খাওয়া শেষ হওয়ার পর সে মুখ খুলল। 'আমার মনে হয় সামনে আমাদের বিপদ আছে। আমি ওই চারজন যারা অনুসরণ করছে তাদের একটা ঘোড়ার পায়ের ছাপ ভাল করেই চিনি। ওই ঘোড়ার আরোহীকেও আমি চিনি। ওকে সবাই 'জল্লাদ' নামে ডাকে···খুব খারাপ লোক। ওর নাম ফ্ল্যাশ গর্ডন—ফ্ল্যাশের মতই দ্রুত পিস্তল চালাতে পারে ও।'

নাম শুনে লোকটাকে চিনতে পারলাম না আমি। অবশ্য চেনার কথাও না, কারণ এই এলাকায় আমি নতুন। 'এই লোকটাই কি কালো ঘোড়ার মালিক?'

'না, সে একটা ঘোড়া চালায় যাকে মেক্সিকানরা বলে 'গ্রুলা'। ওটার রঙ ইঁদুরের মত। ওই লোকটা অনেক মানুষ মেরেছে।'

এটা সুন্দর এলাকা, কিন্তু এখন ততটা সুন্দর দেখাচ্ছে না। ব্ল্যাক-জ্যাক গাছগুলোর পাতা খয়েরি হয়ে গেছে, তবু বৃষ্টি আর বাতাসের ধাক্কা উপেক্ষা করে এখনও গাছে রয়েছে। ট্রেইলটা কাঁচা···আমরা পিস্তলের খাপের ফিতে খুলে রাখলাম। যেকোন মুহূর্তে ঝামেলা আসতে পারে। কিন্তু আমরা তৈরি।

আমার মাথাব্যথা একটু ভোঁতা হয়ে এসেছে। কিন্তু সন্ধ্যার দিকে ওটা আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু আমি নিজেকে এর প্রভাবে অচল হতে দিইনি। আমার বিশ্বাস, চলে ফিরে বেড়ালে ব্যথা আমাকে কাবু করতে পারবে না।

আমরা গরুর দলের সাথে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করছি না। একটু দূরে দূরেই থাকছি। গরু আর ওদের উড়ান ধুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। যখনই সম্ভব আমরা নিচু জমি দিয়ে চলছি। কিন্তু এখন

চারপাশের এলাকা ফাঁকা হয়ে উঠছে। কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই আমরা, কিংবা গরু হাঁটার ফলে ধুলো উড়তে দেখা যায়। যখন সম্ভব নিচু জমি ধরে চলার চেষ্টা করছি। যতই এগোচ্ছি। চারপাশের জমি ততই চওড়া আর সমতল হয়ে উঠছে। এখানে লুকাবার মত কোন আড়াল নেই। এর অর্থ হচ্ছে সেই চারজন আরোহীকে গরুর পাল থেকে আরও পিছনে সরে থাকতে হবে।

অ্যাবিলিন বেশি দূরে নয়। আমরা শহরের দিকেই এগিয়ে চলেছি। অর্থাৎ আমার বিপদকে মুখোমুখি মোকাবিলা করার দিন ঘনিয়ে আসছে।

'তোমার এতে অংশ নেয়ার দরকার নেই,' আমি টমকে বললাম, 'এটা আমার সমস্যা—আমিই সমাধান করব।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে পরে সে বলল, 'তোমার বাড়ি কোথায় ড্যান ফিশার?'

'ঠিক বাড়ি বলে কিছুই নেই আমার। কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে আমার, কিন্তু ওদের সাথে পরিচয় হয়নি। একটা মেয়ে আছে যাকে আমার খুব ভাল লাগে, কিন্তু সে আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। অর্থাৎ তাকে দেবার মত আমার কিছু নেই। না, কোন স্থায়ী ঠিকানা আমার নেই।'

'আমারও নেই।'

এরপর আমরা শুয়ে পড়লাম। চিৎ হয়ে শুয়ে তারার দিকে চেয়ে নানান চিন্তা আমার মনে এল। হঠাৎ টমকে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি পড়তে পার?'

'নিশ্চয়,' জবাব দিল সে। 'একজন মোরাভিয়ান মিশনারি আমাকে শিখিয়েছে। আমি আট বছর ভাল শিক্ষা পেয়েছি।'

অবাক হলাম। কেন যেন আমি কখনও ভাবিনি ইণ্ডিয়ানরা লেখা পড়া করতে পারে। আমার মনে পড়ল শুনেছি জ্যাক্সন আর ভ্যান বারেন চেরোকীদের পশ্চিমে তাড়িয়ে দেয়ার আগে ওদের নিজস্ব খবরের কাগজ ছিল—নিজেদের ভাষায় লেখা। মোরাভিয়ান মিশ-নারিরা বহুকাল আগে থেকেই ইণ্ডিয়ানদের ভিতর অনেক ভাল কাজ করে আসছে। ওদের অনেকেই বুদ্ধিমান লোক।

উপলব্ধি করলাম, এই ইণ্ডিয়ান লোকটাই জীবনে আমার প্রথম বন্ধু। সারাজীবনে কেউ যদি একটাও ভাল বন্ধু পায়, বুঝতে হবে সে ভাগ্যবান।

সে আমার থেকে অনেক বেশি পড়াশোনা করেছে, এবং সম্ভবত ভাল শিক্ষকের কাছে পড়েছে। আসলে শিক্ষা বলতে ঘোড়ার পিঠে পাহাড় পেরোনর পাঁচ-ছয় বছরের অভিজ্ঞতা আমার আছে। তবে বাবা আমাকে বাসায় অনেক কিছু শিখিয়েছে সে সময় পেলেই পড়তে ভালবাসত।

ওই সময়ে পশ্চিমে অনেক শিক্ষিত মানুষ ছিল। প্রায়ই সেলুনে বা বাঙ্কহাউসে বসে আমি শহর আর অন্য দেশের গল্প শুনেছি। ওরা যুদ্ধ, অস্ত্র, লেখক, সঙ্গীত, ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলত।

আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছি। যদি গরুগুলো আমি অ্যাবিলিনে বিক্রি করতে পারি, তবে অঙ্গীকার অনুযায়ী টাকা শোধ করে কিছু ভাল জামা কাপড় কিনব। তারপর কিছুটা অবসর নিয়ে যে সব বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শুনেছি সেইসব বই কিছু পড়ব। সন্ধ্যার আসরে তখন আমিও হয়ত দু'একটা বক্তব্য রাখতে পারব। এটা একটা চিন্তনীয় বিষয়।

চার

অ্যাবিলিন পৌঁছান পর্যন্ত শেষ পনেরো মাইলে অনেক গরু আমাদের চোখে পড়ল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভাল ঘাসের ওপর চরছে ওরা। মাঝে মাঝে বেড়া দিয়ে ঘিরে চাষাবাদ করা হয়েছে। পথে ছয় থেকে আটটা বেশ বড় বড় গরুর পাল আমার চোখে পড়ল। আর আধ-ডজন ছোট দল।

পাহাড়ের সাথে লাগান কিছু গুদাম ঘর দেখতে পেলাম। কিছু করালও রয়েছে। বাড়িগুলো বেশিরভাগই মাটির, তবে মাঝেমাঝে কাঠের তৈরি বাসাও আছে। কিছু কিছু বাড়ির সামনে গাছ লাগান হয়েছে, ফুলগাছও আশেপাশে রয়েছে—কিন্তু বেশিরভাগ বাড়িই ন্যাড়া, আশেপাশে কোনকিছুই নেই।

অ্যাবিলিন এমন কিছু শহর নয়। ড্রোভারস কটেজটাই সবার আগে আমাদের চোখে পড়ল। হোটেলটা ভাল—সবথেকে ভাল মদ, হুইস্কি আর সিগার পাওয়া যায় ওখানে। ওটা জো ম্যাক-কয় তৈরি করেছিল। লোকটা দুরদর্শী ছিল, কিন্তু কপাল দোষে মোটা-মুটি সবই হারিয়েছে।

ওখানে হেনরির ল্যাণ্ড অফিস, মেট্রোপোলিটান হোটেল রয়েছে, দুটোই ইটের পাকা দোতালা দালান। রাস্তার উল্টো পাশে ব্যাঙ্ক।

হেনরির ল্যাণ্ড অফিসের সাথেই ফুটপাতের পাশে একটা কুয়া। আমরা ওখানে থামলাম; টম কুয়া থেকে পানি তুলে খেল। পরে আমিও একটু খেলাম।

'তোমার মনে হয় ওরা এখানে আছে?' প্রশ্ন করল টম।

'কিছু লোক গরু দেখার জন্যে থাকবে, কিন্তু বাকি লোক শহরে আসবে।' হাত দিয়ে মুখ মুছলাম আমি। 'আমি আমার হ্যাটটা ফেরত পেতে চাই।'

'এখানে একটু সাবধানে চলাফেরা ক'রো,' বলল সে। 'জানো এখানকার মার্শাল কে?'

'না।'

'বিল হিকক···ওয়াইল্ড বিল।'

হিককের কথা সবাই জানে। লম্বা গড়ন, সুন্দর চেহারার লোক। রাইফেল আর পিস্তলে দারুণ হাত আছে বলে ওর নাম আছে। যুদ্ধের সময়ে গুপ্তচর হিশেবে কাজ করেছে—এক সময়ে স্টেজ লাইনের জন্যেও কাজ করেছে সে। ডেভ টাট এবং আরও কয়েকজনকে সে মেরেছে। যারা ওকে চেনে, তারা সবাই ওকে দক্ষ বন্দুকবাজির জন্য সমীহ করেই চলে।

কেউ শহরে এসে নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তার ভয়ের কিছু নেই। শোনা যায় হিকক সবাইকে শান্তিতে বাঁচতে দেয়ার পক্ষপাতি। কিন্তু শহরে গোলমাল করলে বা পিস্তলবাজির বড়াই করলে বিপদ আছে।

'আমি ঝামেলা চাই না,' বললাম ওকে। 'ওর সাথে তো নয়ই।'

'টুইন লিভারি স্টেবলস'-এর সামনে চৌবাচ্চার পানি দিয়ে আমরা মুখ-হাত ধোয়ার ফাঁকে জো গার্নারের কথা শুনলাম। লোকটা

ভাল—এবং শহরে ওর অগোচরে কিছুই ঘটার উপায় নেই।

'তোমরা কি ক্যাটল ড্রাইভের সাথে এসেছ ?' প্রশ্ন করল সে।

'একটার সাথে আসছিলাম,' জানালাম আমি, 'কিন্তু পথে আমাকে অ্যামবুশ করা হয়। আমি এখন দলের আর সবাইকে খুঁজছি। জন ওয়াইলস নামে একজন দলটার নেতা।'

'ওরা গতরাতেই এসে পৌঁছেছে,' জানাল জো।

টম ফুলমুন আমাদের ঘোড়াগুলোকে আস্তাবলে নিয়ে গেল। জো মাথা ঝাঁকিয়ে ওর দিকে দেখাল। 'মনে হচ্ছে লোকটা ইণ্ডিয়ান।'

'শওনি,' বললাম আমি। 'আর্মির জন্য স্কাউট করত। গরুর কাজ ভাল জানে—আর লোকও খুব ভাল।'

'ভাল,' নরম সুরে বলল জো গার্নার। 'আমি কেবল জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

'আমি চাই, সবাই জানুক ও আমার সাথে আছে,' জানালাম আমি।

'তুমি কি নাম করা কেউ ?' শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল জো। 'আমার কি তোমাকে চেনা উচিত ?'

'মিস্টার গার্নার,' আমি বললাম, 'আমাকে চেনার কোন কারণ তোমার নেই। তবে তুমি যদি জানতে চাও রাইফেল আর পিস্তল ভাল চালাতে পারি কি না, তাহলে বলব কারও চেয়ে খারাপ পারি না। কিন্তু এর জোরে আমি চলতে চাই না। আমি গরু কেনাবেচা করতে এসেছি—হয়ত কিছু জমিও কিনব। আমাকে এখন তুমি চিনবে না, কিন্তু আমাকে পাঁচ-দশ বছর সময় দাও, তারপর এই প্রশ্ন করলে লোকজন ভাববে তোমার মাথা খারাপ।'

শব্দ তুলে হাসল সে। 'তুমি আমাকে ঠিকই ইশারা দিয়েছ, বাছা।

আমার বিশ্বাস পাঁচ-দশ বছর পরে আমার আর ওই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হবে না।'

'আরও কথা আছে,' আমি বললাম। 'জন ওয়াইলস যে গরুগুলো নিয়ে এসেছে ওখানে আমারও কিছু গরু আছে। তবে কিছু লোক আছে যারা আমাকে সরিয়ে নিজেরাই সব ভোগ করতে চাইছে। কিন্তু ওরা তা পারবে না। সম্ভব হলে গোলাগুলি ছাড়াই আমি এর নিষ্পত্তি করব। আমি আসলে শান্তিপ্রিয় লোক, মিস্টার গার্নার। কথাটা মনে রেখো।'

এরপর আমরা রাস্তা ধরে এগোলাম। টম ফুলমুন আর আমি। দুজনই লম্বা তরুণ যুবক। আমাদের স্পারগুলো শব্দ তুলে বাজছে।

দ্বিতীয় বারের সামনে একটা চমৎকার কালো ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। ট্রেইল ধরে আসায় ঘোড়াটার গা ধুলোময়। ইঁদুর-রঙের একটা ঘোড়াও ওর পাশেই বাঁধা রয়েছে। 'ওরা এখানে পৌঁছে গেছে,' বলল টম। 'তুমি ওদের মোকাবিলা করতে চাও?'

'না,' বললাম আমি। 'এখনও সময় হয়নি। আমি অপেক্ষা করব।'

রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমরা গরুর পালের সাথে যারা এসেছে তাদের কাউকে দেখা যায় কিনা দেখছিলাম।

অ্যাবিলিনকে কালো আর মলিন দেখাচ্ছে। বেশিরভাগ বাড়িই পেইন্ট ছাড়া, কাঁচা দেখাচ্ছে। কিন্তু লোকজন চেষ্টা করছে। পেইন্ট করছে, ফুল গাছ লাগাচ্ছে। সব দিক থেকেই শহরটার উন্নতি করতে চেষ্টা করছে। আত্মসম্মান বোধ থেকেই এটা ওরা করছে।

রাস্তার লোকগুলো বিভিন্ন দেশের। জার্মান, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান পোলিশ, ব্রিটিশ—সব রকমই আছে। কিছু লোক বাড়িতে কেনা কাপড় পরেছে, কিছু জীনস আর চ্যাপ্‌স্‌ পরেছে। দোকানে কেনা

স্যুটও অনেক দেখা যাচ্ছে। তখনকার দিনে ইস্তিরি করা স্যুট কেউ পছন্দ করত না, তাই দোকানে কেনা স্যুটও কখনো ইস্তিরি করা হত না।

জুয়াড়ী, গরু ব্যবসায়ী আর স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ভাল কাপড়-চোপড় পরে। রেঞ্জের কাপড় পরে কেউ শহরে আসে না।

কয়েকজন অবশ্য ওয়্যাগন নিয়ে এসেছে—সাথে বউ ছেলেমেয়েও রয়েছে। বেশিরভাগ লোকের পায়েই চ্যাপ্টা মাথার বুট আর সাসপেণ্ডার পরা।

শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকগুলোকে যেতে দেখলেও অনেক কিছু শেখা যায়। ভাল জামা-কাপড় পরা লোকজনকেই মানুষ বেশি পাত্তা দেয়।

'তুমি হ্যাটটা কিভাবে উদ্ধার করবে ভাবছ?' প্রশ্ন করল টম।

'গোলমাল না বাধিয়েই ওটা পাওয়ার চেষ্টা করব আমি। কিন্তু ওরা যদি ঝামেলা পাকাতে চায় তবে ওদের কিছু শিক্ষা দিয়ে দেব।'

আড়চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল সে। 'তুমি কি ওই পিস্তলটা ভালভাবে ব্যবহার করতে পার?' একটা সিগারেট ধরাল টম। 'বিশ্বাস কর, খুব ভাল না হলে মুখোমুখি না হওয়াই ভাল। পিস্তলে ফ্ল্যাশ গর্ডনের হাত ভাল, আর ওই কালো ঘোড়াটা যে চালাচ্ছে তার আরও ভাল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

'এর ব্যবহার আমি জানি,' বললাম আমি। 'জানি না কতটা ভাল পারি—জানতে হলে তার মূল্য আমাকে দিতে হবে। যদি গোলাগুলি হয় তবে তা ওদেরই শুরু করতে হবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস মারপিট ছাড়াই আমি কাজ হাসিল করতে পারব।'

'তবে আমরা কি করব?'

'অপেক্ষা করব। সেই ফাঁকে গরুগুলো কোথায় আছে সেটা জানার চেষ্টা করব।'

'ওরা কোথায় যাচ্ছিল?' প্রশ্ন করল ফুলমুন। 'ওরা কি এখানে বিক্রি করতে চেয়েছিল?'

প্রশ্নটা আমার মনেই আগে জাগা উচিত ছিল। অ্যাবিলিনে বেচলে ওদের কি লাভ হবে? এখানে বিক্রি করলে আমার লাভ আছে। কারণ ওরা সবাই ভাবছে হয়ত আমি মরে গেছি। ওরা হয়ত বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে—কিংবা ওদের স্বপ্ন অনুযায়ী এগিয়েও যেতে পারে।

'ওরা পশ্চিমে কোথাও একটা সবুজ উপত্যকার কথা বলেছিল,' জানালাম আমি। 'ওটার কথা ওরা শুনেছে।'

হাসল টম। 'আমরা তো সবাই তাই খুঁজছি—কোথাও একটা সবুজ ঘাসের উপত্যকা।'

হঠাৎ ওকে রাস্তা ধরে এগিয়ে আসতে দেখলাম…ওয়াইল্ড বিল স্বয়ং। লম্বা আর চমৎকার গড়নের লোক—ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে গোঁফ জোড়া নিচে নেমেছে। ওর মাথায় একটা কালো হ্যাট। পরনে দরজির হাতে সেলাই করা স্যুট। আমাদের দিকেই হেঁটে আসছে, আমি ওর মুখোমুখি হলাম।

সোজা আমার দিকে চাইল সে। আমি অপরিচিত লোক—কিন্তু তবু ওর চোখে অবিশ্বাস নেই। কেবল তার স্বভাবজাত স্থির আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। আমি জানি লোকটা দারুণ। অনুভব করা যায়।

'মিস্টার হিকক?' বললাম আমি। 'তোমার নাম শুনেছি আমি।'

'হ্যাঁ?'

'মিস্টার হিকক, আমি ড্যান ফিশার। আমি তোমার সাথে এক মিনিট একটু আলাপ করতে চাই।'

আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে আড়চোখে টম ফুলমুনের দিকে তাকাল বিল। 'হ্যালো, টম,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'এই লোক কি তোমার বন্ধু?'

'হ্যাঁ, আমার বন্ধু।'

আবার আমার দিকে ফিরল সে। 'বল, কি বলতে চাও।'

সংক্ষেপে গরু কেনার চুক্তি থেকে শুরু করে মাথায় আঘাত খাওয়া আর হ্যাট খোয়া যাওয়ার কথা বললাম। কাজটা কে করেছে তাও বললাম। ফ্ল্যাশ গর্ডনের কথাও জানালাম। তারপর বললাম কিভাবে হ্যাটটা ফেরত পাওয়ার আশা করছি।

সবটা শুনল সে। সর্বক্ষণ সতর্ক চোখে আমাকে দেখলো; তারপর বলল, 'আমাকে এসব কথা কেন বলছ?'

'কারণ এটা তোমার শহর। তুমি এখানে শান্তি রক্ষা কর। আর আইনকে আমি শ্রদ্ধা করি। যে লোক ওই কাজটা করেছে সে যদি গোলমাল করতে চায় শহরের বাইরে সে আমার সাথে দেখা করতে পারে। তোমাকে জানিয়ে রাখলাম যে আমি ঝামেলা চাই না। কিন্তু আমি আমার হ্যাট আর তার ভিতর যে কাগজটা আছে সেটা ফেরত চাই।'

'হ্যাটটা যে তোমার তার কোন প্রমাণ আছে?'

আমি ব্যাখ্যা করলাম। 'ঠিক আছে,' বলল সে। 'আমি আশে-পাশেই থাকব।'

হিকক রাস্তা ধরে এগিয়ে যাওয়ার পর আমি টমের দিকে চাই-লাম। 'তুমি তো আগে বলনি ওকে চেনো?'

'এতে কিছু আসে-যায় ভাবিনি। আমরা কয়েক বছর আগে একই সময়ে আর্মির স্কাউট হিশেবে কাজ করেছি। লোকটা ভাল।'

সেলুন থেকে একসাথে তিনজন লোক বেরিয়ে এল। একজন একটু বেঁটে, শক্ত গড়নের লোক—ওর গেঞ্জিটা পিছন দিকে একটু ছেঁড়া। একজন পাতলা তারের মত লোক, ঠাণ্ডা আর স্থির চেহারা, লালচে চুল। তৃতীয়জন লম্বা, সুন্দর চেহারা, কিন্তু দেখেই বোঝা যায় লোকটা একটা লম্পট। এই লোকটার মাথাতেই রয়েছে আমার হ্যাট।

এদিকের বেশি লোকের পরিচয় আমার জানা নেই, কিন্তু ক্যাক্সটন কেলসির কথা আমি শুনেছি।

টম বলল, 'ওদের দিকে এখন তাকিও না, ওই লম্বা লোকটা ক্যাক্সটন কেলসি।'

লোকটা একজন ভয়ঙ্কর পিস্তলবাজ। পুরোপুরি ভয়াবহ একটা লোক। প্রায় ছয়-সাতজন মানুষ মেরেছে কেলসি। ওর সাথে লাগতে যাওয়া বোকামি।

ওখানে স্থির দাঁড়িয়ে ভাবছি আমি। ছেলেবেলায় পিস্তল উঁচিয়ে তাক করার মত শক্তি হওয়ার পর থেকেই পিস্তল ব্যবহার করেছি। কিন্তু নিজেকে আমি গান-ফাইটার বা তেমন কিছু মনে করি না। অনেক জায়গা ঘুরেছি আমি। ইণ্ডিয়ানরা যখন আমাদের আউটফিটের ওয়্যাগন আক্রমণ করেছে, আমি রাইফেল চালিয়েছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত 'টেরিটোরি'-র নকল শেরিফ ছাড়া আর কাউকে হত্যা করিনি। আমি জানি কেলসির বিরুদ্ধে পিস্তল ধরার মত যোগ্যতা আমার নেই।

কিন্তু হ্যাটটা ফেরত না পেলে আমি সব হারাব—তাতেও আমি

রাজি নই। মানুষ এক উপায়ে কিছু করতে না পারলে তাকে অন্য উপায় বেছে নিতে হয়। অবশ্য আমি যে উপায়ের কথা ভাবছি তাতে শেষ পর্যন্ত গোলাগুলি হতে পারে। কিন্তু সাহস করে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোন পথ নেই।

ওখানে দাঁড়িয়ে আমরা এমন ভাব দেখাচ্ছি যেন ওদের লক্ষ্যই করছি না। শীঘ্রই ওরা রাস্তা পার হয়ে রেস্টুরেণ্টে খেতে ঢুকল। দেখলাম ভিতরে ঢুকে হ্যাট ঝুলিয়ে রেখে বসল। এবার আমি রাস্তা পার হয়ে এগোলাম। দেখলাম বিল হিকক মুখ থেকে চুরুটটা বের করে ছাই ঝেড়ে আমাদের পিছু নিল।

আমাদের ঢুকতে দেখেও কোন গুরুত্ব দিল না ওরা। আমি মাথা থেকে কেলসির হ্যাটটা খুলে আমার নিজের কালো হ্যাটের ঠিক পাশেই রাখলাম। কাছেই আসন নিলাম আমরা। এক মুহূর্ত পরেই হিকক ভিতরে ঢুকে কামরা পার হয়ে দেয়াল ঘেঁষে বসল।

কফির অর্ডার দিলাম আমরা তিন-চার মিনিট ওখানে বসে থাকার পর ফ্ল্যাশ গর্ডন আমাকে দেখতে পেল। ঝুঁকে ক্যাক্সটন কেলসিকে সে ফিশফিশ করে কি যেন বলল। চোখ তুলে সোজা আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসল কেলসি।

হ্যাঁ, ওখানে বসে বসে সে কেবল মুচকি হাসি হাসল। যেন বলতে চাইছে: আমি তোমার সামনেই রয়েছি—কি করতে পার তুমি?

আমিও ওর দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসলাম। 'আমার মাথার ব্যথা এখনও সারেনি,' ওকে বললাম আমি।

একটু অবাক হল লোকটা। আমার বিশ্বাস এই ধরনের কিছু আশাই করতে পারেনি সে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'দেখ, তোমার আবার কোনো বিপদ না হয়।'

'তার সম্ভাবনা নেই। আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ।'

কফির দামটা টেবিলের ওপর রেখে আমি উঠে দাঁড়ালাম। 'এতই বেশি যে তোমাদের শান্তিতে খাওয়ার সুযোগ দিয়ে রেখে যাচ্ছি। চলে এসো, টম।'

হ্যাট র‍্যাকের সামনে থেমে আমার কালো হ্যাটটা তুলে নিলাম -আমার নিজেরটা।

কেলসি সোজা হয়ে বসল। 'তুমি ভুল হ্যাটটা নিচ্ছ, বন্ধু—ওটা আমার।'

'তুমিই ভুলটা নিয়েছিলে,' আমি হাসিমুখেই বললাম। ট্রেইলের পথে ঘাসের ওপর থেকে তুমি ভুল হ্যাটটা তুলে নিয়েছিলে। এখন তোমার নিজেরটা ফেরত পেলে।'

'কি হয়েছে? বিরোধ কিসের?' বিল হিকক প্রশ্ন করল।

লোকটা নড়ল না, কিন্তু শান্ত স্বরে সে বলল, 'ওটা রেখে দাও বাছা, সুযোগ থাকতেই রেখে দাও।'

আমি মুহূর্তের জন্যেও ভাবিনি যে বিল হিককে ক্যাপ্টেন কেলসি ভয় পাবে। সে নিজেও অনেক মানুষ হত্যা করেছে, এবং পিস্তলে ওর হাতও ভাল। কিন্তু হিকক ওর ডান কাঁধ থেকে বিশ ফুট মত পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। টম আর আমি দশ ফুট ব্যবধানে কেলসির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

ভালমতই আটকা পড়েছে লোকটা, কিন্তু যোদ্ধা সে এবং জানে অবস্থা কখন বেকায়দা।

লোকটা কিছু বলার সুযোগ পাওয়ার আগেই আমি বললাম, 'এটা আমার হ্যাট মার্শাল। ভিতরে আমার নামের প্রথম অক্ষর দুটো লেখা আছে।'

অক্ষরগুলো ওখানে ঠিকই লেখা আছে, কিন্তু এত ছোট করে লেখা যে সম্ভবত কেলসির চোখে পড়েনি। হাতের আঙুল দিয়ে হ্যাটের ভিতর থেকে চুক্তির কাগজটা ইতিমধ্যেই আমি বের করে নিয়েছি। হ্যাটটা হারাতে হলেও কাগজটা আমি রাখব।

রেস্টুরেন্টের ভিতরে আরও জনাছয়েক লোক রয়েছে। সবথেকে কাছে যে লোকটা ছিল তার দিকে হ্যাটটা বাড়িয়ে দিলাম, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও কেলসির ওপর থেকে চোখ সরাইনি। 'আমার নাম ড্যান ফিশার,' আমি জানালাম। 'সোয়েট ব্যাণ্ডের চামড়ার ওপর আমার নাম লেখা আছে।'

লোকটা হ্যাট হাতে নিয়ে ভিতরে চেয়ে দেখল। 'ঠিকই বলেছ,' বলল সে। 'ডি এফ···ঠিক সোয়েট ব্যাণ্ডের উপরেই লেখা রয়েছে।'

হিকক বলল, 'আমার বিশ্বাস ব্যাপারটার এখানেই নিষ্পত্তি হল। এবার আমরা রিল্যাক্স করতে পারি।'

হ্যাটটা মাথায় পরে নিলাম আমি। কিন্তু ছেলেমানুষের মত আমার বক্তব্য না বলে পারলাম না। আমি বললাম, 'এটা ফেরত পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। একটা চুক্তিপত্র হ্যাটব্যাণ্ডের পিছনে লুকান ছিল।'

মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিল কেলসি পিস্তল বের করতে যাচ্ছে। ওর চেহারা কুৎসিত হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গি করল সে। এবার হিকক বলল, 'ফিশার, তোমার ঘোড়াটা লিভারি স্টেবলে রয়েছে। ওটা নিয়ে আসাই ভাল হবে।'

'হ্যাঁ, স্যার। ধন্যবাদ, মার্শাল।'

ফুটপাতে বেরিয়ে এলাম আমরা। সময় নষ্ট না করে সোজা আস্তাবলে গেলাম। টম দরজায় দাঁড়াল, আমি ঘোড়ায় জিন চাপা-

লাম। তারপর আমি দরজায় দাঁড়ালাম, টম নিজের ঘোড়ায় জিন চাপাল। আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

'ভাল,' আমি বললাম, 'হ্যাটটা আমারই ছিল, আর ওই গরু-গুলোও আমার।'

'লোকটা তোমাকে খুঁজতে আসবে—সম্ভব হলে খুন করবে।'

আমার কোল্ট শটগানটা হাঁটুর ওপর নিয়ে ঘোড়া চালাচ্ছি আমি। আমার রাইফেলটা ঘোড়ার পিঠে খাপের মধ্যে হাতের কাছেই রয়েছে। পিস্তল লড়াই-এ ক্যাপ্টেন কেলসির সাথে আমার পারা অসম্ভব, এটা আমি ভাল করেই জানি।

দ্বিতীয় গরুর দলটার লোকজন জন ওয়াইলসকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে সেই খবর দিল।

বিকেলের দিকে আমরা জনের ক্যাম্পে পৌঁছলাম। ওদের চেহারা দেখার মত হল। ওরা আমাকে মৃত মনে করে আমার আশা ছেড়ে-দিয়েছিল, আর আমিই কিনা সশরীরে ওদের মাঝে উপস্থিত। সম্ভবত সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছে লাল চুলের মেয়েটি।

'ধরে নিয়েছিলাম তুমি মারা গেছ,' বলল ওয়াইলস। আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে টমকে আড়চোখে দেখল সে। 'কি ঘটেছিল?'

'ওই লাল-চুল মেয়ের একটা প্রেমিক আছে,' জানালাম আমি। 'মেয়েটা আমার জন্য ফাঁদ পেতেছিল, আর লোকটা পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে মেরে আমাকে অজ্ঞান করে ফেলে।'

'মিথ্যা কথা!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল মেয়েটা। ওর চেহারা এখন আর তেমন সুন্দর দেখাচ্ছে না। আসল কথা, এত হিংসা আর ঘৃণা আমি এর আগে কারও চোখে দেখিনি। কেউ কারও সাথে হারামীপনা করে ধরা পড়লে তার ঘৃণার মাত্রা আরও বেশি হয়।

'টম আমাকে পেয়েছিল, নইলে হয়ত আমি মারা পড়তে পারতাম,' বললাম আমি। 'তারপর ওর বন্ধুকে খুঁজে বের করে আমার হ্যাটটা ফেরত এনেছি।'

'আমি বিশ্বাস করি না।' ওয়াইলসের মুখের চামড়া কুঁচকে উঠেছে—কথা বলার সময়ে ওর চোখ দুটো ভয়ানক নীচ দেখাল। 'মেরি আমার ছেলের বউ, ও এমন কাজ করতে পারে না।'

'লোকটা "নেশন" বা তারও আগে থেকে গরুর পালটাকে অনুসরণ করছে,' বলে চললাম আমি। 'টম আর তার শওনি বন্ধুরা ওদের ট্র্যাক দেখতে পেয়ে পরীক্ষা করে দেখেছে। তোমার মেরি রাতের বেলা চুপিচুপি ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে ওই লোকের সাথে দেখা করত। আমার বিশ্বাস মেরি ওকে আমাদের চুক্তির কথা জানিয়েছে, কারণ ও আমার পকেট হাতড়ে চুক্তিপত্রটা খুঁজছিল। কিন্তু পায়নি।

'বাবা,' মেরি বলল, 'এই লোকের সব কথাই মিথ্যা। লোকটা পাজি। যত জলদি ওর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা যায় ততই মঙ্গল।'

'লোকটার নাম ক্যাক্সটন কেলসি,' আমি জানালাম, 'আর আমার ভুল না হয়ে থাকলে সে অ্যাবিলিন থেকে আমার পিছনে ধাওয়া করে আসবে।'

নামটায় কাজ হল। নামটা ঠিকই জন ওয়াইলসের পরিচিত, আর বোঝা গেল ওকে জনের পছন্দ না করার বিশেষ কোন কারণ আছে। নামটা শুনেই ঝট করে সে মেরির দিকে ঘুরল। 'তুমি ওই পাজি খুনীটার সাথে যোগ দিয়েছ?'

'মিথ্যা [illegible] বলছে ও!' সে আবার বলল, কিন্তু এখন আর কেউ ওকে বি[illegible]াস করছে না।

'তাহলে তুমি টেক্সাসে আমাদের যা বলেছ সবই মিথ্যা। সবটাই তোমার দোষ ছিল,' বলল ওয়াইলস।

'তোমার যা খুশি বিশ্বাস করতে পার।' কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা—উদ্ধত ভঙ্গি। 'তুমি তোমার সোনার টুকরো ছেলে সম্পর্কে যা-ই ভাব না কেন, সে কখনোই এমন কিছু পুরুষ ছিল না। বিশাল একটা ফার্ম-বয় ছাড়া আর কিছুই ছিল না ও।'

'তুমি ওকে বিয়ে করেছিলে। বলেছিলে তুমি ওকে ভালবাস,' বলল জন।

'আমার আত্মীয়-স্বজন মরে গেছিল, আমার যাওয়ার কোন জায়গা ছিল না—তারপর ক্যাক্স এল।'

'সে আমার ছেলেকে খুন করেছে···তুমি আমাদের মিছেকথা বলেছ।'

নির্বিকারভাবে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'ক্যাক্স একটা পিস্তল ছুঁড়ে এগিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল হয় তাকে ওটা তুলে লড়তে হবে, আর নইলে আমাকে ওর সাথে ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। তোমার ছেলে বোকা, তাই সে পিস্তলটা তুলে নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়েছিল।'

মেয়েটার যদি তার স্বামীর জন্য কোন অনুভূতি থেকেও থাকে, তা প্রকাশ পেল না। চোখের সামনে আমি দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছি। ছেলেটার পিস্তল তুলে নেয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে ক্যাক্সটন··· সে জানে কাজটা তার জন্য কত সহজ হবে। তারপর পিস্তল ছোঁয়ার সাথে সাথেই ছেলেটাকে গুলি করেছে।

'তোমাদের এখান থেকে সরে পড়াই ভাল,' বলল মেয়েটা। নইলে তোমাদের কপালেও একই দুর্ভোগ আছে। ক্যাক্স আমাকে নিতে আসবে, আর গরুগুলোও তার চাই। ওর সাথে ফ্ল্যাশ গর্ডন

আর তার ভাই রেড আছে। মার্কো গ্রিফিনও রয়েছে ওর সাথে।

জন ওয়াইলস শূন্য হাতে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে—ওর সরু কাঁধ ঝুলে পড়েছে। ওরা দলের তুজন লোককে চিরতরে হারিয়েছে। আরও তুজন আহত হয়ে পড়ে আছে—ওদের পক্ষে লড়াই করা অসম্ভব। মাত্র পাঁচ জন বাকি রয়েছে, ক্লান্ত অবসন্ন পাঁচ জন। ওদের একজনও গানফাইটার নয়। কিন্তু ওরা বারো জন থাকলেও মেয়েটা যাদের কথা উল্লেখ করেছে তাদের বিরুদ্ধে টিকতে পারবে না। মার্কো গ্রিফিন মিসৌরির একজন পিস্তলবাজ। খারাপ লোক বলে ওর কুখ্যাতি আছে। পুব টেক্সাসের গৃহ-যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে লোকটা একটুও দ্বিধা বোধ করে না। অ্যামবুশ আর আচমকা গুলি করার দিকেই ওর ঝোঁক বেশি।

'আমরা অ্যাবিলিনে পৌঁছেছি, এখানেই আমার গরু আমি বিক্রি করে দিতে চাই,' জানালাম আমি।

নীরবে দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো, আমার প্রতি ওদের মুখের ভাব শক্ত। কিন্তু মেরি যা বলেছে তাতে ওদের চোখে ভয় আর শঙ্কা। ক্যাক্সটন কেলসি ওদের বিরুদ্ধে লোকজন নিয়ে আসছে, এটাই এখন ওদের প্রধান চিন্তা।

আমিও একই ব্যাপার নিয়ে ভাবছি। এই লোকগুলো আমার সাথে নির্দয় আর নীচ ব্যবহার করলেও ওদের ক্ষতি আমি চাই না।

সব ঘটনা আমি জানি না বটে, কিন্তু মেরি আর জন ওয়াইলসের কথা থেকে যা বুঝলাম তাতে পরিষ্কার বুঝেছি, মেরি কেলসির সাথে অবৈধ প্রেম করছিল। ওয়াইলস জুনিয়র ওদের হাতেনাতে ধরে ফেলায় ক্যাক্সটন ওকে গুলি করে মারে—মেয়েটা তখন পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল।

আমি ওদের বললাম, 'তোমরা যা-ই করবে ভাবছ, তাড়াতাড়ি প্ল্যান করে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমার ধারণা অ্যাকশনে যেতে কেলসি বেশি সময় নেবে না।'

'আমরা শহরে গিয়ে হিককে নিয়ে আসতে পারি,' প্রস্তাব দিল টাইলার।

'সে শহর ছেড়ে আসবে না,' বললাম আমি। 'কেবল অ্যাবিলিন শহরে শান্তি রক্ষা করাই ওর কাজ।'

মেরি রোষের সাথে আমার দিকে চেয়ে আছে, ওর চোখে কলুষ। 'তোমাকে খুন করবে ও,' বলল সে, 'আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব।'

'নেশনেও একজন একই ধারণা করেছিল,' আমি জবাব দিলাম, 'কিন্তু আজ সে মাটির নিচে ঠাণ্ডা বিছানায় ঘুমাচ্ছে।'

কি করবে বুঝতে পারছে না ওয়াইলস। একটা গরুর পাল নিয়ে ছুটে পালান অসম্ভব। ওরা চওড়া এলাকা জুড়ে পায়ের চিহ্ন রেখে যাবে—তাছাড়া ওরা জোরে ছুটতেও পারবে না। 'ওরা আক্রমণ করার সাহস পাবে না,' শেষ পর্যন্ত বলল সে। 'আমরা শহরের খুব কাছে রয়েছি। লোকজন এটা সহ্য করবে না।'

আমি বললাম, 'হয়ত তাই, কিন্তু ঝুঁকি সম্পূর্ণ তোমার।'

সবাই আমার দিকে তাকিয়ে রইল। 'তুমি কি করবে?' প্রশ্ন করল জন। 'তোমারও এখানে গরুর কিছু অংশ রয়েছে।'

'গরুগুলোকে আলাদা করে আমরা বিক্রি করব…অন্তত একটা অংশ আমার বেচতে হবে।'

'আর বাকিগুলো?'

'হয়ত আমরা ওগুলো নিয়ে সামনের সেই সবুজ উপত্যকায়

পৌঁছবার চেষ্টা করব।'

'ওরা যদি তোমাদের আক্রমণ করে? তোমরা তো শুধু দুজন।'

'আমরা দুজনে লড়ব,' শান্ত স্বরে জবাব দিলাম আমি। 'আর তোমাদেরও তাই করার পরামর্শ দেব আমি। কিন্তু প্রথমেই বাঁধব ওই—'

কিন্তু মেয়েটা ততক্ষণে চলে গেছে।

মেয়েটা এতক্ষণ ওয়্যাগনের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ ওয়্যাগনের পিছন দিকে সরে, ওটার আড়ালেই যেখানে ওর ঘোড়া বাঁধা ছিল, সেই ড্রয়ের দিকে এগিয়ে নিজের টাট্টু ঘোড়া নিয়ে মেয়েটা পালিয়েছে।

'এটা আগে থেকেই প্ল্যান করে রেখেছিল,' বলল ওয়াইলস।

'মেয়েটা ওর সাথে দেখা করতে গেছে,' বললাম আমি। 'আর আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওরা এখানে ফিরে আসবে।'

'আমরা কি করব?' জন ওয়াইলস নিজেকেও একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে—যেমন আর সবাইকে করল। কিন্তু আমি ওর প্রশ্নের জবাব দিলাম।

'তোমাদের দুটো উপায় আছে। তোমরা এখানে থেকে লড়তে পার, অথবা পালানর চেষ্টা করতে পার। যদি থাকো, তবে একজন মানুষকে বাইরে থাকতে হবে। ওয়্যাগনে তোমাদের আহত লোকদেরও রাইফেল দাও, সাথে আরও দুজনকে ওই ওয়্যাগনে ঢোকাও। আর বাকি সবাই চোখের আড়ালে লুকিয়ে থাকো। ওরা এলে গুলি করে ওদের ঝাঁঝরা করে দিও।'

'এটা আমরা করতে পারব না।'

'তাহলে তোমাদের পালাতে হবে,' বলে চললাম আমি, 'ডাবল

ট্র্যাঙ্কের গরু আজই রওনা হয়েছে। তোমরাও একই পথ ধরে যেতে পার। ওদের ট্র্যাকে তোমাদের চিহ্ন বোঝা যাবে না। আমি ওদের বেশিক্ষণ তোমাদের থেকে দূরে রাখতে পারব না—তবে তোমরা কিছুটা সময় পাবে।'

'আর তুমি ?'

'আমরা আমার গরুগুলো আলাদা করে সরে যাব। তুমি আমাকে সাহায্য করার জন্য একটা লোক দেবে—চুক্তিমত টাকা গ্রহণ করার জন্যেও তোমার একজন লোক থাকা দরকার। এতে কেলসি হয় আমাকে অনুসরণ করবে নয় তোমাকে।'

প্ল্যানটা এমন কিছু ভাল হয়নি। কিন্তু এর থেকে ভাল কোন প্ল্যান আমার মাথায় এল না। অনেক গরুই এদিক ওদিক গেছে—এখন চিহ্ন দেখে একটা নির্দিষ্ট দলকে অনুসরণ করা অসম্ভব। এমনকি কেলসিও তা করতে গিয়ে গুলি খেতে রাজি হবে না।

সাধারণত দ্বিগুণ সময়েও কাজটা আমরা করতে পারতাম না, কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম আমাদের বেশ কিছু গরু ঢালের ওপর ঘাস খাচ্ছে। আর আপাতত শ'খানেক গরু হলেই আমার চলবে। ওগুলোকে শহরে নিয়ে বিক্রি করতে পারলেই চুক্তির টাকাটা আমি শোধ দিতে পারব—বাকিটা থাকবে আমার লাভ।

অনিচ্ছার সাথে রাজি হল ওয়াইলস। সে সম্মতি জানানোর সাথেসাথে কাজে লেগে গেল টম। দেড়শো গরু একত্র জড় করে আমরা মাঠের ভিতর দিয়ে রওনা হলাম। সোজা উত্তরে এগিয়ে শহর থেকে আরও দূরে সরে গেলাম আমরা। তারপর একটা খাঁজ দিয়ে ঘুরে স্মোকি হিল রিভার ধরে গরু নিয়ে চললাম।

ছড়িয়ে পড়া কিছু গরু দেখলাম—কয়েকজন কাউহ্যাণ্ড ওগুলোকে

একত্র করে জড় করে দিল। পাহাড়ের একটা খাঁজে গরু রেখে টম আর একজন বুড়োকে ওগুলো দেখার ভার দিয়ে শহরটাকে ঘুরে ঘোড়া চালিয়ে 'ড্রোভারস কটেজ' পৌঁছলাম।

বেশিরভাগ গরু ক্রেতাই সেলুনে রয়েছে। অ্যাবিলিনের আশে-পাশে অনেক গরু রয়েছে, তাই এবছর ভাল দাম আশা করা যায় না। কিন্তু আমরা যে গরু এনেছি সেগুলো 'চিসহোম ট্রেইলে' আনা গরুর থেকে অনেক মোটা আর স্বাস্থ্যবান। ওগুলো অ্যাবিলিনের আশেপাশে যেসব গরু আছে তাদের চেয়ে অনেক ভাল। এই বছর অনেক ঝড় ঝাপ্টা গেছে—প্রায়ই ঠাণ্ডা আর ভেজা ছিল। তাই এদিককার ঘাস মোটা আর খসখসে, কিন্তু পুবের ঘাস অনেক ভাল। আর আমাদের গরুগুলোকে সময় দিয়ে ওই ঘাসের ওপর দিয়ে আনা হয়েছে।

বারটেণ্ডার আমাকে ডেভ ট্যানারকে দেখিয়ে দিল। লোকটা লম্বা, চমৎকার গড়ন—বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। ঠাণ্ডা মেজা-জের পাকা ব্যবসায়ী। সংক্ষেপে আমি তাকে আমাদের গরু সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিলাম। শওনি ট্রেইল ধরে ওদের কিভাবে আনা হয়েছে—যেখানে পানির কোন অভাব ছিল না।

সবটা শুনে সে বলল, 'তুমি নিশ্চয় জানো অ্যাবিলিনে গরুর কোন ঘাটতি নেই। বাজার গরুতে ভরা। তোমরা গরু নিয়ে উত্তর বা পশ্চিমে গেলেই ভাল করবে—বাজার না চড়া পর্যন্ত বিক্রি করা ঠিক হবে না।'

এবার তাকে আমি সব কথা খুলে বললাম। নেশনে কি ঘটেছিল, আর কেন আমার এখনই বিক্রি করা দরকার। লোকটা বাইরে তাকিয়ে চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে আমার কথা শুনল। কথা শেষ হলে

ঘুরে আমার দিকে যাচাই করার দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'ঠিক আছে, চল তোমার সাথে গিয়ে দেখে আসি।'

ঘোড়ার পিঠে চড়ার সময়ে দেখলাম ওর সাথে একটা পিস্তল আর উইনচেস্টার আছে। ভাল ঘোড়া চালায় ট্যানার। কোন অবুঝ কাণ্ড-কারখানার ধার ধারে না ও। প্রথমে বাইরে দিয়ে একবার গরুগুলোকে ঘুরে পরে ভিতরে ঢুকেও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। বুঝে নিল আমি মিথ্যা বলিনি।

'ভাল,' বলল সে। 'আমার হিশেবে এখানে একশো বিয়াল্লিশটা গরু আছে—তোমার গোনাতেও কি তাই?'

'আমি গুনিনি,' সরলভাবেই স্বীকার করলাম আমি। 'তবে আমার বিশ্বাস ওটাই সম্ভবত ঠিক।'

'আমি তোমাকে মাথাপিছু ষোল ডলার করে দেব। এবং এগুলো আমি অ্যাবিলিনের স্টক-ইয়ার্ডে ডেলিভারি নেব।'

'আমি রাজি।' হাত বাড়িয়ে দিলাম আমি। হ্যাণ্ডশেক করল সে। একটা চুরুট ধরাল ট্যানার। 'তোমার নাম ফিশার। তোমার ভবিষ্যতের প্ল্যান কি?'

'আমার হাতে এখন কিছু নগদ টাকা এল। এখনও আমার পাঁচ-ছয়শো গরু রয়েছে। আমার ইচ্ছা পশ্চিমে গিয়ে একটা ভাল জায়গা বেছে নিয়ে র‍্যাঞ্চ করব।'

'তুমি কি ওয়াইওমিঙের কথা ভেবে দেখেছ? ওটা ভাল এলাকা, ওখানকার পানি আর ঘাসও ভাল।

ঘোড়া নিয়ে টমের পাশে হাজির হয়ে বললাম, 'চল, এবার আমরা এগোব।'

টম চক্কর দিয়ে গরুগুলোকে রওনা করাল। আমি আর ট্যানার

পাশাপাশি রইলাম।

'ওটা একটা চমৎকার দেশ,' বলল সে। 'আর তোমার যদি তেমন ইচ্ছা থাকে তবে আমরা একটা পার্টনারশিপ চুক্তিতে আসতে পারি। তুমি র‍্যাঞ্চ শুরু করতে গেলে তোমার পুঁজি দরকার হবে।'

কথাটায় যুক্তি আছে বটে, কিন্তু পার্টনারশিপে যেতে আমার মন সাড়া দিচ্ছে না। যা করার সেটা নিজে নিজেই করায় আমি অভ্যস্ত —কথাটা ওকে জানালাম।

'সোজা কথায় তোমার এই সরলতার জন্যেই তোমাকে আমার পছন্দ হয়,' জানাল ট্যানার। 'পশ্চিমে র‍্যাঞ্চ করতে হলে এমন লোক দরকার যে চট করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তুমি বলছ তোমার পাঁচশোরও বেশি গরু এখন আছে। ভাল, তবে গরুর দাম এখন নিচের দিকে। কিন্তু তোমাকে যদি মাথাপিছু বিশ ডলার দিই, তাহলে তোমার প্রায় দশ হাজার ডলার মূলধন হয়ে যাবে। আমি আরও দশ হাজার ডলার দেব, এবং এক বছরের মধ্যেই আমি ভাল জাতের পাঁচশো গরু সরবরাহ করব। তুমি ওগুলোকে পশ্চিমে নেবে, তারপর ভাল জমি দেখে যা কিছু আমাদের দরকার তা তৈরি করবে।'

আমার জন্য সব কিছুই বানান করে বলে দেয়া হল। এমন সুযোগ কোন যুবক সহজে পায় না। কিন্তু আমার মনে হল ভাগ্য এতটা সুপ্রসন্ন হওয়ার মত এমন কিছুই আমি করিনি। অত্যন্ত সহজেই যেন আমি এই অফার পেলাম।

'আমার সম্পর্কে তুমি কিছুই জান না,' আমি বললাম।

'যথেষ্ট জেনেছি।' আড়চোখে আমার দিকে চাইল সে। 'এদেশে খবর খুব দ্রুত সবদিকে পৌঁছে যায়। আমরা এখানে তুমি পৌঁছানর আগেই খবর পেয়েছি ওই ইণ্ডিয়ান এলাকায় কি ঘটেছে।

'হিককের কাছে আমি শুনেছি তোমার হ্যাট উদ্ধার করতে তুমি কি করেছ। ব্যাপারটা সে পছন্দ করেছে, আমিও করেছি। ওই লোকটাকে গুলি করে মেরেছ তুমি এখানে পৌঁছানর আগেই সে খবর আমরা পেয়েছি।

'হিককের থেকে শুনেছি তুমি হ্যাটের ব্যাপারে ওকে আগেই জানিয়েছিলে। সে এটা পছন্দ করেছে—আমিও। এতে বোঝা যাচ্ছে আইনকে তুমি সম্মান কর। আর যতটা সম্ভব মারপিট এড়িয়ে চলার জন্য বুদ্ধি খরচ করে চল। তোমার গরুগুলোও ভাল—পার্ট-নার নিতে হলে তোমার মতই একজনকে আমি চাই।'

শহরে নির্দিষ্ট জায়গায় আমরা গরু পৌঁছে দিলাম। একসাথেই ব্যাঙ্কে গিয়ে আমার টাকাও সংগ্রহ করলাম। তারপর বুড়োর কাছে এক হাজার ডলার দিয়ে বললাম, 'তুমি জন ওয়াইলসকে গিয়ে ব'লো আমি বাকি গরুগুলো নিতে আসব। পশ্চিমে একটা র‍্যাঞ্চ করতে চাই আমি।'

টম আর আমি মাটিতে বসে ওই সম্পর্কে খোলাখুলি কথা বলে নিলাম। 'তোমাকে আমার দরকার, টম,' বললাম আমি, 'তুমি আমার সাথে আসলে খুব খুশি হব। আমার পাশেই তুমি নিজের জন্য একটা জমি নিতে পারো। যতক্ষণ নিজেরটা গুছিয়ে উঠতে না পারো ততক্ষণ তুমি ট্যানার আর আমার জন্য কাজ করবে। আমি সামান্য কিছু গরু নিয়ে র‍্যাঞ্চ শুরু করব, তুমিও তোমার নিজস্ব ব্র্যাণ্ড রেজিস্টার করে নিও।'

'ক্যাক্সটন কেলসির কথা কি তুমি ভুলে গেছ?'

'মোটেও না। সময় আসলে ওর মোকাবিলা আমাকে করতে হবে। কিন্তু তাই বলে ওর চিন্তায় আমি ঘুম হারাম করতে চাই না।

আমার ধারণা মানুষ যদি উন্নতি করতে চায় তবে তার একটা নির্দিষ্ট প্ল্যান থাকা দরকার।'

'তুমি কি ওয়াইওমিঙ চেনো?'

'না, কিন্তু ওই এলাকা সম্পর্কে অনেক কথা আমি শুনেছি। একটা ফ্রেইট আউটফিটের সাথে আমি ছিলাম। ওর লীডার সৈনিক হিশেবে ওদিকে অনেকদিন যুদ্ধ করেছে। সে ওদিকে বজিম্যান ট্রেইলে 'ওয়্যাগন বক্স ফাইট'-এ অংশ নিয়েছিল।

'কিছু কাজের লোক তোমার দরকার হবে।'

'আমার মনে হয় ছয়জন ভাল লোক হলেই আমার কাজ চলবে। তুমি তোমার চোখ খোলা রেখো, আমিও তাই করব। আমি এমন লোক চাই যারা গরুর কাজ বোঝে, এবং দরকার হলে লড়াই করতেও পিছপা হবে না।'

'ভাল,' সহজ গলায় বলল টম, 'অ্যাবিলিনের বেশিরভাগ কাউ-হ্যাণ্ডই টেক্সাসের। পিস্তলের নল কামড়েই ওদের দাঁত উঠেছে।'

ওই সন্ধ্যায় ডোভার কটেজে রাতের খাওয়া খেতে খেতে আমরা পার্টনারশিপের কাগজপত্র তৈরি করলাম। তবে আমাদের দুজনের জন্য শুধু একবার হাত মেলানই যথেষ্ট হত। কিন্তু ট্যানারের যদি কিছু হয়, সে তার পুবের উত্তরাধিকারদের জন্য সব ঠিক রাখতে চায়। কফি খাওয়ার সময়ে ওকে আমার পড়াশোনা করার প্ল্যানের কথা জানালাম। 'এটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে,' স্বীকার করল সে। 'দেশটা এখন গড়ে উঠছে, একজন শিক্ষিত মানুষ চেষ্টা থাকলে এখানে অনেক উন্নতি করতে পারবে।'

প্রায় মাঝরাতের দিকে ডোভার্স কটেজ থেকে বেরিয়ে আমি হিচিং রেইলের কাছে পৌঁছলাম। সব অন্ধকার আর স্তব্ধ। ঘোড়ার পিঠে

উঠে বাকস্কিনটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে রাস্তা ধরে টুইন লিভারি স্টেবলের দিকে এগোলাম। দরজায় একটা লণ্ঠন ঝুলছে। ওটার তলা দিয়েই চওড়া দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম।

আলামো, বুল্স্ হেড, আর ডাউনি থেকে লাইট জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। জিন খুলে একটা স্টলে ঘোড়াটাকে বেঁধে কিছু কর্ন খেতে দিলাম। তারপর আমার উইনচেস্টারটা নল নিচু অবস্থায় কাঁধে ঝোলালাম। তখনকার দিনে পশ্চিমে রাইফেলে সাধারণত কেউ স্লিঙ ব্যবহার করত না, কিন্তু আমি করতাম। আমি দেখেছি ওই অবস্থা থেকে অত্যন্ত দ্রুত রাইফেলটাকে দুলিয়ে ফায়ারিঙ পজিশনে নিয়ে আসা যায়। পিস্তল ড্র করার থেকেও দ্রুত। রাইফেলের বাঁটটা প্রায় আমার কাঁধের লেভেলে থাকে, আর হাত ট্রিগার গার্ডের ওপর।

রাস্তার ওপাশে সেলুন থেকে একটা লোক বেরিয়ে টলতে টলতে অদৃশ্য হল। কোথাও একটা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ আমার কানে এল। আলামোতে একটা মিউজিক বক্স বাজছে।

ধুলোর ওপর দিয়ে হাঁটছি বলে আমার বুট থেকে কোন শব্দ হচ্ছে না। আমি এখনও শক্ত কাঠের ফুটপাতে উঠিনি। আমি আপাত-দৃষ্টিতে দেখে প্রকৃতি বা মানুষ কাউকেই বিশ্বাস করি না। স্বভাব-গতভাবেই আমি সাবধানী লোক—যার অনেক শত্রু আছে তার জন্য রাস্তাটা খুবই নিরিবিলি জায়গা।

প্রথম দালানের কাছে পৌঁছে ছায়ায় দাঁড়িয়ে রাস্তাটা ভাল করে নিরীখ করে দেখলাম। অন্ধকার গলির মুখ আর বাড়িতে প্রবেশ করার পথগুলো ভাল করে লক্ষ্য করলাম। বিপদ আসতে পারে ভাবার আমার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আমার মত এমন কঠিন শত্রু যাদের আছে, তাদের খেয়াল করে পথ চলাই ভাল। জীবনে

কখনও কোন অন্ধকার রাস্তা দিয়ে আমি অসাবধানে হাঁটিনি। ওখানে স্থির দাঁড়িয়ে খেয়াল করছি কেউ নড়ে কি না।

কয়েক মিনিট কেটে গেল, চারদিক চুপচাপ রয়েছে—কোন শব্দ নেই বা নড়াচড়া নেই। এবার আমি কাঠের ফুটপাতে বুটের প্রতি-ধ্বনি তুলে রাস্তা ধরে এগোলাম।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম সবথেকে কাছের লাইট থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে একটা লোক আমার দিকে মুখ করেই দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাটের ওপর আবছা আলো, ওর চিবুক, আর পিস্তলের বাঁটে আলোর ঝিলিক আমি দেখতে পাচ্ছি।

এক মিনিট আমরা ওখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। দুজনেই আধো-অন্ধকার আর আধো-ছায়ায়। দুজনে একে অন্যের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। দুজনেই কোন নড়াচড়া হয় কিনা লক্ষ্য করছি।

সামনে আলামো থেকে মিউজিক বক্সের বাজনা থেমে গেল। কাঁচ ভাঙার শব্দ হল।

'কি ব্যাপার, পাহাড়ী ছেলে?' লোকটা নিচু স্বরে কথা বলল, গলার স্বরটা অপরিচিত। 'ভয় পেয়েছ?'

পাঁচ

আশ্চর্যের বিষয়, ভয় আমি পাইনি। কোন দুশ্চিন্তাও হচ্ছে না। ক্রস ড্র করার জন্য আমি পিস্তলটা বাম দিকে পরি। তার মানে সে-ও আমার পিস্তলটা দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু হয়ত আমার রাই-ফেলটা দেখতে পাচ্ছে না, আর দেখলেও ও-নিয়ে চিন্তা করবে না, কারণ এভাবে কেউ রাইফেল বয়ে নেয় না। সবাই ভাববে ওটা ব্যবহার করতে অনেক সময় লাগবে। আমার অজান্তে ওখান থেকে সে নড়তে পারবে না। তাই ওখানে ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। কোন কথা বললাম না আমি।

মনে হল আমার নীরবতা ওকে একটু অস্বস্তির মধ্যে ফেলল। কিন্তু গোলাগুলি হলে ওকেই তা শুরু করতে হবে। হিককের শহরে আমি কোন গোলাগুলিতে জড়াতে চাই না। সে আমার সাথে ভাল ব্যবহার করেছে, উত্তরে আমিও তাই করব।

'এখন তোমাকে আমি মেরে ফেলব, পাহাড়ী ছেলে,' স্বরটা আবার শোনা গেল। 'তোমাকে ঘাসের তলে যাওয়ার ব্যবস্থা আমি করব। কেলসির ঝামেলা আমি কিছুটা কমিয়ে দিতে চাই।'

রাস্তার অন্য পাশে চুরুট ধরাবার জন্য একটা ম্যাচের কাঠি জ্বলে উঠল। পরিষ্কার গলায় লোকটা কথা বলল। 'রেড গর্ডন, তুমি

তোমার ঘোড়া নিয়ে শহর ছেড়ে চলে যাও, এবছর তোমাকে আর এই শহরে দেখতে চাই না। যারা গোলমাল পাকাতে চায় তাদের আমি পছন্দ করি না।'

একটু ইতস্তত করল রেড, তারপর সে সোজা আমার দিকে এগিয়ে আমাকে পার হয়ে চলে গেল। কিন্তু যাবার সময়ে বিড়বিড় করে বলল, 'তোমার দিন ঘনিয়ে এসেছে—ও তোমাকে সব সময়ে রক্ষা করতে পারবে না।'

আবার হিককের স্বর শোনা গেল। 'আমি কৃতজ্ঞ, ফিশার। আমি অ্যাবিলিনে কোন গোলাগুলি চাই না। চলো, তোমাকে একটা ড্রিঙ্ক কিনে দিই—দুজনে একসাথেই খাব।'

একত্রেই আলামোতে ঢুকলাম আমরা। বারে দাঁড়িয়ে ড্রিঙ্ক করলাম দুজনে। হিকক তার চুরুট থেকে ছাই ঝেড়ে আড়চোখে আমার রাইফেলের দিকে চাইল। তারপর বলল, 'তোমার রাইফেল রাখার পদ্ধতিটা অদ্ভুত।' আমার দিকে চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'ইচ্ছা করলে তুমি ওকে মেরে ফেলতে পারতে, ফিশার।'

'হয়ত।'

'এতে কোন হয়ত নেই…তুমি তাই করতে। তুমি ভাল গুলি ছুঁড়তে পারো। এক মাইল দূর থেকে দেখেও আমি তাদের চিনতে পারি।' তারপর বলল, 'তুমি কি শহরেই থাকছ?'

'না, আমি ট্যানারের সাথে একটা ব্যবসার চুক্তি করেছি। পশ্চিমে ওয়াইওমিঙে র‍্যাঞ্চ করব।'

'সুন্দর দেশ। আমি একদিন ব্ল্যাক হিলস-এ যাওয়ার ইচ্ছা রাখি।'

মোষ, ইণ্ডিয়ান, ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে আমরা অলস আলাপ করলাম। স্টেজ-কোচ চালানো আর কাস্টার সম্পর্কেও আলাপ

হল। কাস্টারকে সে ব্যক্তিগতভাবে চেনে। আমি ট্যানারের সাথে চুক্তির বিবরণ ওকে জানালাম। বললাম আমার কিছু লোক দরকার।

'ইলিনয়েসের একজন লোক আছে,' জানাল হিকক। 'ওর ভাই আমার সাথে আর্মিতে ছিল। সে একটা কাজ খুঁজছে।'

'গুলি চালাতে পারে ও?'

'হ্যাঁ...ঘোড়া আর গরুর দেখাশোনার কাজও ভাল জানে। ওর নাম ফ্র্যাঙ্কি উইল্সন। ছয়-সাত বছর ও আর্মির জন্য ঘোড়সওয়ার হিশেবে কাজ করেছে।'

'ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। তোমার কথা শুনে বুঝতে পারছি এমন লোকই আমাদের দরকার।'

আমাকে ছেড়ে হিকক তার রাউণ্ডে বেরোল। আমি ওখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পোকার খেলা দেখে হোটেলে ফিরলাম। ভিতরে ঢুকে দেখলাম একজন পেশীবহুল লোক আমার জন্য বসে আছে। লোকটার চোখ হালকা বাদামী। ওর সাথে তারের মত শক্ত, সরু কোমরওয়ালা এক লোক। তার বয়স আমার মতই হবে।

'মিস্টার ফিশার?' অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকটা বলল। 'আমি ফ্র্যাঙ্কি উইলসন। আর এ হচ্ছে আমার ভাগনে—পিপ ওল্ডরয়েড। আমরা কাজ খুঁজছি।'

'ঠিক আছে। আগামীকাল সকালেই আমরা গরুর পালের উদ্দেশে রওনা হব। তোমাদের কি এখন কোন টাকার দরকার আছে?'

'না, স্যার। এখনও আমার কাছে কিছু ডলার আছে, তবে সকালে আর কিছু থাকবে না।'

উপর তলায় নিজের কামরায় উঠে এলাম। কামরাটা এমন কিছু না, কিন্তু আমার জন্য ভাল। সামনের দিকে হওয়ায় জানালা দিয়ে

রাস্তাটা দেখা যায়। পাশের দালান আর হোটেলের ফাঁক দিয়ে একটা সরু গলি গেছে। দ্বিতীয় জানালা দিয়ে ওটাও দেখা যায়। একটা বিছানা, একটা চেয়ার, বেসিনের পাশে এক জগ পানি, একটা সাবান আর তোয়ালে রাখা রয়েছে।

বুট আর জামা খুলে পিস্তলটা বিছানার ওপর দরজার দিকে মুখ করে রাখলাম—বাঁটটা আমার দিকে ফেরান থাকল। রাইফেলটাকে ওয়াশ বেসিনের পাশে রেখে হাত-মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে বিছানায় গেলাম।

অনেকদিন পর একা হলাম। ছাদের দিকে চেয়ে চিন্তা করছি। জীবনে এই প্রথম একটা নিশ্চিত উদ্দেশ্য নিয়ে চলার সুযোগ আমার এসেছে। আমার একজন পার্টনার হয়েছে, এবং গরুগুলোকে নিয়ে পশ্চিমে একটা ভাল র‍্যাঞ্চের খোঁজ করব। এত টাকাও এর আগে কখনও আমার ছিল না। নার্ভ শক্ত রেখে যদি আমি মাথা খাটিয়ে চলতে পারি, তবে আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

কিন্তু এর কোন অংশই সহজ হবে না। ওটা ইণ্ডিয়ান এলাকা, আর সাদা লোক যারা ওদিকে যায় তাদের বেশিরভাগই আইন মানে না। চিৎ হয়ে শুয়ে ভাবছি।

প্রথমেই গরু রাখার জন্য একটা করাল। তারপর পাহাড় খুঁড়ে ঘর কিংবা একটা কেবিন—যেটাই তাড়াতাড়ি আর ভাল হয়। যদি আবহাওয়া ভাল থাকে তবে একটা বাঙ্কহাউস তৈরির কাজ সাথে-সাথেই শুরু করা যাবে। শীতে গরুকে খাওয়ানর জন্য খড়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘোড়াগুলোর জন্যে একটা আশ্রয়ও আমার তৈরি করা দরকার। কাঠ চিরে বা পাশাপাশি খুঁটি পুঁতে তা বানানো যাবে··· ওখানে কি কাঁচা মাল পাওয়া যায় তার ওপর সব নির্ভর করবে।

ভোর রাতে উঠে পিস্তলের বেল্টটা কোমরে পরে পুরো একঘণ্টা ড্র প্র্যাকটিস করলাম। ক্রস-ড্র এবং সোজাসুজি কোমর থেকে ড্র, দুটোই চেষ্টা করলাম। উপায় নেই আমার। দেখলাম পিস্তলে আমি অনেক স্লো। কিন্তু আমি যেভাবে রাইফেল ঝোলাই, তাতে আমাকে স্লো বলে কেউ অপবাদ দিতে পারবে না। যে কোন পিস্তল ড্রর চেয়ে দ্রুত অ্যাকশনে গিয়ে কাঁধে ঝোলান অবস্থাতেই আমি গুলি ছুঁড়তে পারি।

শেষে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে নিচে নেমে দেখলাম টম, ক্র্যাঙ্কি আর পিপ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। মাত্র সকাল হয়েছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই শহরটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আমরা রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকলাম। অল্পক্ষণ পরে ট্যানার এল—ওর সাথে একজন লোক।

লোকটা লম্বা মুখে লালচে রঙের ঝুলান গোঁফ। এত পাতলা যে মাটিতে ওর ছায়া পড়বে কিনা সন্দেহ হয়। কিন্তু ওর কোমরে একটা পিস্তল এমনভাবে ঝুলছে, মনে হয় লোকটা ওটার ব্যবহার জানে। একটা উইনচেস্টারও ওর সাথে রয়েছে—ওটা যেন ওর দেহেরই একটা অঙ্গ।

'ফিশার, এ হচ্ছে শ্যান ফ্রীম্যান,' বলল ট্যানার। 'দেখতে পাবে লোকটা কাজের।'

আমাদের পশ্চিমে যাত্রার জন্য শেষ দুটো খাবার বোঝাই খচ্চরও নিয়ে এলো ট্যানার। একঘণ্টার মধ্যেই আমরা স্মোকি হিল রিভার ধরে পশ্চিমে রওনা হলাম। ব্যস্ত থাকলেও ওই লাল চুলের মহিলাকে আমি ভুলিনি। ক্র্যাশ গর্ডন আর ক্যাপ্টেন কেলসি সম্পর্কেও কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছি। গরুগুলো ওরা চায়, এবং ওরা কেউ সামান্য

কারণে লেজ গুটিয়ে পালাবার মত মানুষ নয়।

গরুর পালের কাছে যখন পৌঁছলাম, জন ওয়াইলস ছাড়া আর কাউকে দেখা গেল না। আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে আড়চোখে আমার সাথে যারা এসেছে তাদের দিকে চাইল সে, তারপর বলল, 'তোমার বাকি গরু নিতে এসেছ?'

'ঠিকই ধরেছ,' বললাম আমি। 'তুমি কি করবে বলে ভাবছ, মিস্টার ওয়াইলস?'

বাকি সবাই দেখল আমাদের কোন খারাপ মতলব নেই, একে একে বেরিয়ে আসতে শুরু করল ওরা। আমার লোকজন কিছুটা ছড়িয়ে রয়েছে। যদি দরকার পড়ে, ভাল ফাইট দেয়ার জন্যেই এই অবস্থান ওরা নিয়েছে। লড়াই বুড়োদের সাথেও হতে পারে, আবার কেলসি যদি এসে পড়ে, ওদের সাথেও হতে পারে।

চিবানোর তামাক কিছুটা দাঁত দিয়ে কেটে মুখে নিয়ে কয়েকবার চিবিয়ে সে বলল, 'আমরা এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি—কয়েক-জন চায় এখানেই সব বিক্রি করতে, আবার কয়েকজন সামনের সেই সবুজ উপত্যকায় যেতে চায়।'

'তোমার এখানে কিছু একবছর বয়সের বাছুর রয়েছে। ক্যাশ টাকা দিয়ে আমি ওগুলো তোমার কাছ থেকে কিনে নিতে পারি—মাথা পিছু পাঁচ ডলার দেবো।'

'পাঁচ ডলার? আমি শুনেছি তুমি ষোল ডলার করে পেয়েছ।'

'হতে পারে, কিন্তু ওগুলো পরিণত বয়স্ক গরু ছিল, মোটাসোটা, আর মাংসও বেশি। এখানকার বাজারে এখন মন্দা চলছে, এর বেশি দাম তুমি কোথাও পাবে না। আমার কিছু বাছুর দরকার।'

ফলাফল এই হল যে আমি মাথা পিছু ছয় ডলারে ওগুলো কিন-

লাম। আমরা ওর থেকে বেছে পশ্চিমের ড্রাইভে টিকবে এমন বাছুরগুলোই বেছে নিলাম। আশা করছি ওরা আগামী শীতকালটাও টিকে থাকতে পারবে।

আগুনের ধারে বসে জন ওয়াইলস জানাল শহর থেকে মেরি একাই ঘোড়ার পিঠে এসে গরুর জন্য মাথা পিছু এক ডলার অফার করেছিল। ওরা প্রত্যাখ্যান করায় মেয়েটা ওদের শাসিয়ে গেছে। আমার উপদেশ শুনেছে ওয়াইলস। আমি ভাবিনি এত সুন্দর ব্যবস্থা ওরা নিতে পারবে। একটা মোষের ডোবার ধারে ঝোপগুলোর ধারে সরে গেছে সবাই। ডোবার থেকে নরম মাটি তুলে দুর্গ তৈরি করেছে ওরা।

লোকজন নিয়ে কেলসি এসেছিল, কিন্তু তৈরি ছিল ওয়াইলস। চারপাশের অবস্থা দেখে শুধু একটা ওয়ার্নিঙ দিয়ে ফিরে গেছে।

'ওদের আমরা ভাগিয়ে দিয়েছি,' টাইলার উত্তেজিত স্বরে বলল। 'ওরা এক নজর দেখেই লেজ তুলে পালিয়েছে।'

'তা এখন কি করবে তোমরা?'

'আমরা গরু নিয়ে এগিয়ে যাব। আমরা আগের প্ল্যান মতই পশ্চিমে যাব। এখন আমাদের যথেষ্ট টাকা আছে। রসদ কিনে আমরাও তোমার মত ওয়াইওমিঙে যাব।'

'তুমি কি ভাবছ কেলসি আর দেখা দেবে না?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ঠাট্টা করছ? আমাদের সাথে আর লাগতে আসবে না ও। কেলসিকে শক্তি দেখানর প্রয়োজন ছিল—দেখিয়েছি। সে আর ফিরবে না।'

'তোমরা যখন খোলা মাঠে পড়বে, কোন দুর্গ থাকবে না, তখন?'

নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে কাঁধ ঝাঁকাল জন। 'ওইটুকু ঝুঁকি আমরা নেব। রসদের ওয়্যাগনটাকে আমরা দুই সারি কাঠ দিয়ে মাঝখানে গরুর ৮ মড়া দিয়ে দুর্গ বানাব। রাইফেল নিয়ে ওর ভিতর দুজন লোক থাকবে।'

কফি শেষ হলে আমাদের গরু বেছে বের করে রওনা হয়ে গেলাম আমরা। কয়েক মিনিট আমার লোকজনের কাজ দেখে বুঝতে পারলাম গরু সামলানর কাজে ওরা ওস্তাদ। সোজা উত্তর দিকে এগোলাম। আট-দশ মাইল পর্যন্ত খুব দ্রুত তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম। একটা ছোট ক্রীকে পৌঁছে পানি আর ভাল ঘাস দেখে ওখানেই ক্যাম্প করলাম।

'টম, তুমি প্রথম চার ঘণ্টা পাহারায় থাকো,' বললাম আমি। 'মনে হয় না ওরা আমাদের এত জলদি খুঁজে পাবে, তাই তুমি একাই সামলাতে পারবে। ফ্র্যাঙ্কি, তুমি পিপ এর সাথে দ্বিতীয় চার ঘণ্টা পাহারা দেবে। শ্যানের সাথে আমি শেষ চার ঘণ্টা সজাগ থাকব।'

রাতটা নিরিবিলিই কাটল। সূর্য ওঠার আগেই আমরা আবার ট্রেইল ধরে রওনা হয়ে গেলাম। টম ফুলমুন গরুগুলোকে রওনা করিয়ে দিয়ে পিছনের ট্রেইলটা স্কাউট করতে গেল।

শ্যান ঘোড়া নিয়ে আমার পাশে চলে এল। 'ওই ইণ্ডিয়ানটা কি ভাল ট্র্যাক করতে পারে?'

'কাউকে ওর চেয়ে ভাল ট্র্যাক করতে আমি দেখিনি।'

আমার পিস্তলের দিকে আড়চোখে চাইল সে। 'তুমি কি ওটা ভাল চালাতে পার?'

'সেটা জানার সুযোগ আমার হয়নি। তবে যেখানে চাই সেখানে

লাগাতে পারি। কিন্তু বলব না আমি ফাস্ট।'

'তাহলে সেই চেষ্টা কর না। যা-ই ঘটুক ওটা বের করে প্রথম গুলিটা জায়গা মত লাগালেই চলবে।' সে আরও বলল, 'বেশির ভাগ ফাস্ট পিস্তলবাজই তাদের প্রথম গুলি তাড়াহুড়া করতে গিয়ে মিস করে।'

আধমাইল এগোনর পর শ্যান বলল, 'গান ফাইটিঙের ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দিতে পার।'

'এত ভাল পার তুমি?'

সে হেসে জবাব দিল, 'আমি এখনও বেঁচে আছি।'

আমার ফাইট আর কাউকে লড়তে হবে না; তবু এই লোকটা যে পাশে দাঁড়াবার আগ্রহ দেখিয়েছে তাতে আমার মনটা ভাল লাগছে। ওকে বলার দরকার নেই যে আমারটা আমিই সামলাব। আমি দেখেছি পরিবেশ মানুষকে এমন করে কোণঠাসা করে ফেলে যে তখন তার আর দ্বিতীয় কোন উপায় থাকে না।

আমাদের সাথে প্রায় ছয়শো গরু আছে—তবে তার বেশিরভাগই ছোট। কিন্তু ওরা ট্রেইলে চলায় অভ্যস্ত বলে তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছে না। বাড়তি কাজ করার দরকার পড়ছে না। আমার লোকজন সবাই তরুণ। ফ্র্যাঙ্কি উইলসনই সবথেকে বয়স্ক···ওর বয়স তিরিশের কাছাকাছি। শ্যান ফ্রীম্যানের বয়স সাতাশ-আটাশ হবে। সবাই গরুর কাজ বোঝে। ওরা নিজের কাজ তো করেই, মাঝেমাঝে বেশিও করে।

স্মোকি হিল রিভারের সমান্তরাল পথে আমরা উত্তর দিকে যাচ্ছি। ওখানকার ঘাস ভাল। যেসব ঝর্না স্মোকি হিল রিভারে পড়েছে, সেইসব ঝর্নাতে গরুগুলোকে আমরা পানি খাওয়াচ্ছি। এই এলাকায়

আগে কখনও আসিনি, সুতরাং শোনা কথার ওপরই আমাকে নির্ভর করতে হচ্ছে।

আমার ধারণা তিন দিনে আমরা বত্রিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছি। প্রথম দিনের পর থেকে সহজ গতিতেই এগিয়েছি। এরপর ভার্জিনিয়া ঘাসের ওপর দিয়ে চললাম। একবার কিছু মোষ আমাদের চোখে পড়ল। আমাদের দেখে ওরা পালাল—আমরাও আর ওদের ধাওয়া না করে যেতে দিলাম।

পিপ ওল্ডরয়েড তিনটে বুনো টার্কি শিকার করল তৃতীয় দিন। তাই আমাদের স্বাভাবিক দৈনিক খাবারে কিছুটা বৈচিত্র্য এল। ওই রাতে বেশ বাতাস বইছিল—ঠাণ্ডাও ছিল। আশেপাশে কিছু কয়োটিও রয়েছে। অস্থির হয়ে উঠেছে টম, সূর্য ডোবার অল্প আগে সে ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে বাইরে গেল। ফ্র্যাঙ্কি চেয়ে চেয়ে ওর যাওয়া লক্ষ্য করল।

'একজন ভাল ইণ্ডিয়ান,' মন্তব্য করল সে। 'ওর সাথে কি তোমার অনেক দিনের পরিচয়?'

'যথেষ্ট দিন,' জবাব দিলাম। 'লোকটা সত্যিই ভাল।'

প্রথম পাহারা দেয়ার জন্যে সময় মতই ফিরে এল টম। কিছুক্ষণ ওর সাথেই কাটালাম—আমার নিজেরও কেমন যেন অস্থির বোধ হচ্ছে। এখন পর্যন্ত আমাদের কপাল ভালই গেছে, কিন্তু ভাগ্যে আমার বিশ্বাস নেই। আমি জানি, টমও আমার সাথে একমত। ফ্র্যাঙ্কি আর পিপ ওদের পাহারা শেষ করার পর শ্যান আর আমার পালা এল।

রাতটা চুপচাপ আছে দেখে শ্যানকে আমি ঘুমাতে পাঠালাম। শেষ দুঘণ্টা আমি একাই পাহারায় থাকলাম। তারাগুলোকে একে

একে অদৃশ্য হতে দেখে ক্যাম্পে ফিরে আগুনটাকে উস্কে কফি চাপালাম।

সত্যি কথা বলতে কি, ভোরের দিকে একা থাকতে আমার ভাল লাগে। আঁধার কেটে আকাশের ফিকে হওয়া আর তারার মিটমিট করতে করতে একে একে অদৃশ্য হওয়া, এসব দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। মনে হয় যেন আকাশের মোমবাতিগুলোকে কেউ ফুঁ দিয়ে একে একে নিভিয়ে দিচ্ছে।

ওদিকে ঝোপের ভিতর থেকে একটা নড়াচড়ার শব্দ হল। গরু-গুলো কান খাড়া করে মুখ তুলে চাইল—বিপদ থেকে সতর্ক থাকতে চায়। কোমল সুরে ওদের সাথে কথা বলতে বলতে গরুগুলোর ভিতর দিয়েই শব্দের দিকে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলাম। তার-পর ঝোপ ফাঁক করে একটা বিশাল মরদ মোষ বেরিয়ে এল। ওর বিরাট মাথার পশম এলোমেলো—বুনো। এক মিনিট স্থির দাঁড়িয়ে থাকল ওটা। বাতাস শুঁকছে আর আমাদের দেখছে। বাকস্কিনটাকে স্থির দাঁড় করিয়ে রাখলাম আমি—হঠাৎ নড়াচড়া করে ভয় পাইয়ে ওকে খেপিয়ে তুলতে চাই না।

এক মুহূর্ত পরে সে ধীর পায়ে হেঁটে এগোল। প্রতি পদক্ষেপে ওর বিরাট মাথাটা দুলছে। এবার ঝোপের ভিতর থেকে একটা মাদি মোষ বেরিয়ে এল, সাথে এক বছর বয়সের একটা বাচ্চা। মরদ মোষটার পিছু নিয়ে খোলা জায়গাটা পেরিয়ে উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা।

'যাও, বুড়ো মিনসে,' বললাম আমি। 'মাংসটা আমাদের কাজে লাগত বটে, কিন্তু এটা তোমার এলাকা—আমার চেয়ে তোমার অধিকারই এখানে বেশি। তাই যাও, অ্যাণ্ড বেস্ট অব লাক।'

ধীর পায়ে হেঁটে ওরা অদৃশ্য হল। সম্ভবত আঁচ করেছে আমার কাছ থেকে কোন বিপদ আসবে না।

গরুগুলো উঠে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খাচ্ছে। আমার চোখের সামনেই ভোর হল। কাছেই ঝোপের ভিতর একটা পাখি কিচির-মিচির করছে। উড়ে যাবার সময়ে কার্ডিনাল পাখিটার সুন্দর গাঢ় লাল রঙ দেখলাম।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ক্যাম্পে ফেরার পথে আমি আড়চোখে আবার মোষগুলোর দিকে চাইলাম। এখন উপত্যকার মাথায় একটা ছোট টিলার ওপর উঠেছে ওরা। মাথা তুলে পশ্চিম দিকে কি যেন দেখছে। আমি তাকানর পর হঠাৎ ঘুরে পুব দিকে ছুটে পালাল।

রাইফেলটা খাপ থেকে আমার হাতে চলে এল। মোষগুলো যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল বাকস্কিনটাকে সেদিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চললাম। ওখানে পৌঁছে লাগাম ছেড়ে দিয়ে স্লাইড করে জিন থেকে নামলাম। আমার বুট ঘাসের ওপর সামান্য খসখস শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজই করছে না। টিলার মাথায় উপুড় হয়ে শুয়ে একটা বাটার-ফ্লাই ঝোপের পাশ দিয়ে সাবধানে ওপাশে উঁকি দিলাম।

দেখলাম একটা লোক টলতে টলতে প্রায় আমার দিকেই এগোচ্ছে। আমি তাকাতেই সে হোঁচট খেয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে পড়ে রইল। তারপর জোর করে আবার নিজেকে দাঁড় করিয়ে এগোতে শুরু করল। ওর শার্টটা রক্তাক্ত—একেবারে মর-মর অবস্থা। ওকে কেমন যেন চেনাচেনা মনে হওয়ায় উঠে দাঁড়ালাম। লোকটা আবার পড়ে গেল, সেইসাথে পাহাড়ের মাথায় একজন অশ্বারোহী-কে দেখা গেল।

আরোহী আমাকে দেখতে পায়নি। রাইফেল তৈরি রেখে সে

পাহাড় থেকে নেমে এল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আহত লোকটাকে হত্যা করাই ওর উদ্দেশ্য। আমি সাবধানে হেঁটে ওদের দিকে এগোলাম। খুনী তিরিশ গজ দূরে থাকতেই আহত লোকটা ওঠার চেষ্টা করল।

'আমাকে শান্তিতে মরতে দাও!' ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় চিৎকার করল বুড়ো। 'চলে যাও তুমি, ড্যাম ইউ!'

লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে আরোহী রাইফেল তুলল। 'তুমিই ওদের শেষ জীবিত লোক, বুড়ো। তোমাকে মেরে শকুনের খাদ্য বানাব আমি।'

'হ্যালো, রেড,' বললাম আমি। সে এমনভাবে ঘুরল যেন কেউ ওকে ছুরি মেরেছে।

আমি ওর দিকে আরও কয়েক পা এগোলাম। 'রেড, তুমি বলেছিলে অ্যাবিলিনে ওয়াইল্ড আমাকে রক্ষা করেছে। ভাল, কিন্তু এখানে কোন ওয়াইল্ড বিল নেই—কেবল তুমি, আমি আর ওই বুড়ো, যাকে তুমি হত্যা করার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছ।'

ব্যাপারটা ওর মোটেও পছন্দ হচ্ছে না। সে ধারণা করেছিল আমি একজন ভীরু কাপুরুষ, যাকে সে সহজেই শেষ করতে পারবে। কিন্তু আমি নিজেই আগে বেড়ে ওকে চ্যালেঞ্জ করায় ওর দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

মাটিতে শোয়া বুড়ো তার অস্ত্র হারিয়েছে—নিরস্ত্র সে। সুতরাং যা হবার তা রেড আর আমার মধ্যেই হবে।

'কি হল, রেড?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'তুমি কি কেবল বুড়ো মানুষই মারতে পার? একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোককে দিনের আলোয় মোকাবিলা করতে ভয় পাও?'

ওহ, ওর এসব মোটেও ভাল ঠেকছে না। একটুও পছন্দ হচ্ছে না। আমি এখন ওর পঁচিশ গজের মধ্যে চলে এসেছি। একটু ডান দিকে। এখন, রাইফেল ঘুরিয়ে বাম দিক কাভার করা সহজ, কিন্তু ঘোড়ার পিঠে বসে রাইফেল ঘুরিয়ে ডান দিকে আনা, সময়-সাপেক্ষ কাজ···সে ও তা জানে।

লোকটা ঘামছে, কিন্তু ওর জন্য আমার কোন দয়ার অনুভূতি জাগল না। আমাকে একই অবস্থায় পেলে নিমেষে সে আমাকে শেষ করত। আর আহত নিরস্ত্র লোকটাকে যে রেড হত্যা করতে চেয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নেই।

'তোমরাই "বল্" নাচ আরম্ভ করেছ,' আমি বললাম, 'এখন তোমাদের বাজনার তালেতালে নাচতে হবে।'

ইচ্ছা করেই আমি ওকে খেপানর চেষ্টা করছি। এতে আমাদের বিরুদ্ধে ঝুঁকি অনেক কমবে। আরও কয়েক পা এগোলাম আমি, এগিয়ে ওর রেঞ্জে চলে এসেছি। ও ভাবল এবার আমাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছে। ঝট করে রাইফেল তুলে আমাকে কাভার করার জন্য অর্ধেক ঘুরল ও।

এক পা পিছনে সরে আমি ওর মাজার একটু উপর দিয়ে একটা গুলি পাঠিয়ে দিলাম। চট করে লিভার টেনে আবার গুলি করলাম ওকে। এবার সে জিন থেকে পড়ে গেল। ওর ঘোড়াটা প্রথমে একটু আগে বেড়ে চক্রাকারে একবার ঘুরে থেমে দাঁড়াল।

রাইফেল তৈরি রেখে চারপাশের এলাকা ভাল করে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম। কারণ লোকটা একা নাও হতে পারে। কিন্তু ঘেসো মাঠগুলো সম্পূর্ণ খালি। তাই এবার আমি ওর দিকে এগোলাম। আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল সে: ওর চোখে ঘৃণা আর

বিদ্বেষ। এখনও কিভাবে বেঁচে আছে এটাই একটা বিস্ময়।

'অপেক্ষা কর,' বলল সে। 'আমার ভাই ক্ল্যাশ গর্ডন এর প্রতিশোধ নেবে। তোমাকে খুন করবে ও।'

'হয়ত···কিন্তু তুমিও তো তাই চেয়েছিলে, তাই না? কিন্তু আমি এখনও বেঁচে আছি।'

'তুমি কি আমাকে এখানেই মরতে দেবে?'

'মিস্টার,' বললাম আমি, 'তুমি একটা বুড়ো মানুষকে হত্যা করার জন্য এখানে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলে। বুড়োকে আমি দেখতে যাচ্ছি। তুমি যদি ততক্ষণ বেঁচে থাক, তবে ফিরে এসে দেখব তোমার ব্যাপারে কি করা যায়।'

বুড়োর কাছে গিয়ে ওকে দেখলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম লোকটা মারা গেছে। কিন্তু আমি কাছে যাওয়ার পর সে চোখ খুলে আমার দিকে তাকাল। লোকটা টিম রজারস। অনেকগুলো গুলি খেয়েছে। আহত অবস্থায় সে এতদূর কিভাবে আসল সেটাই আশ্চর্যের বিষয়।

'লোকটা আমার পিছনে ধাওয়া করে আমাকে গুলি করেছে,' বলল রজারস। 'আর সবাই মারা গেছে···ওরা রাতের বেলা আমাদের আক্রমণ করেছিল।' ধীরে ধীরে কথাগুলো বেরোচ্ছে। 'প্রথমেই মারা পড়েছে ওয়াইলস···মেরি নিজে ওকে মেরেছে।'

'সে ওদের সাথে ছিল?' জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ, তাই—জনকে সে নিজে গুলি করেছে। মেয়েটা খুব নীচ স্বভাবের।' টিমের গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে আসছে।

পেটে তিনটে গুলি খেয়েছে ও। আমার কিছুই করার নেই, এবং সে সাহায্য চাইছেও না। নিজের অবস্থা সে বোঝে।

চোখ দুটো সামান্য নড়িয়ে রেডের দিকে ইঙ্গিত করল টিম। 'ও কি মরে গেছে?'

'না মরলেও মরবে। মারাত্মক জখম হয়েছে।'

'উচিত···শিক্ষা···'

ওটাও ছিল টিমের শেষ কথা। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেলাম। শ্যান ফ্রীম্যান আর টম ফুলমুন এসে হাজির হল। টম বুড়ো আর রেড দুজনকেই চেনে, ওর জন্য কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হল না। কিন্তু শ্যান জানতে চাইল কি ঘটেছে—ওকে ঘটনা খুলে বললাম।

'স্মার্ট,' বলল সে।

'এটা সৌভাগ্যই বলতে হবে,' জবাব দিলাম। 'তাছাড়া ওর নাম ধরে ডাকার আগে ও আমাকে দেখতেই পায়নি।'

আড়চোখে আমার দিকে তাকাল শ্যান। 'ওসব সৌভাগ্যের ঘটনা আমি আগেও অনেক দেখেছি। ওগুলো কেবল সাবধানী লোকের বেলাতেই ঘটে।'

পাহাড়ের পাশে আমরা ওদের কবর দিলাম। দুটো কবরকেই ক্রস দিয়ে চিহ্নিত করলাম। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বাইবেলের কিছু বাণীও পড়লাম। তারপর ঘোড়ায় চড়ে গরুগুলোর কাছে ফিরে এলাম। বিপদ যে ঘনিয়ে আসছে তা বেশ বুঝতে পারছি। বুড়ো টিম রজারস আর ওয়াইলসের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে।

ওরা আমাকে পছন্দ করত না, আমারও ওদের জন্য তেমন কোন ভালবাসা ছিল না—কিন্তু অনেক কাজ আমরা একসাথে করেছি, দিনে-রাতে অনেক ঝামেলার মোকাবিলাও আমরা একসাথেই করেছি। ওদের সমস্যার কিছুটা আমি জেনেছি, আমারটাও ওরা

কিছুটা জেনেছে।

গরু নিয়ে আমরা পশ্চিমে রওনা হয়ে গেলাম। ঘাস খেতে খেতে এগোচ্ছে ওরা। ঠাণ্ডা ভাবটা কেটে গিয়ে দিনটা বেশ গরম হয়ে উঠল। অস্থিরভাবে আমি চারপাশের এলাকার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছি।

কেলসি আর ফ্ল্যাশ গর্ডন রেডের কি হল ভেবে চিন্তায় পড়বে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওরা তাকে খুঁজতে বেরোবে। এবং কবর দুটো ওদের চোখে পড়বে। রেডের কবরে ওর নাম লেখা আছে—ছুরির মাথা দিয়ে ক্রসে আঁচড় কেটে আমি নামটা লিখেছি। কবর দেয়ার জন্য ওখানে কেউ উপস্থিত ছিল, এবং সেটা কে, তা ফ্ল্যাশ গর্ডন জানতে চাইবে।

আমরা একটা ঝর্নায় নেমে আধমাইল পথ ঝর্না ধরেই চললাম। টম আর আমি আগে থেকেই সামনে স্কাউট করে দেখলাম কোন চোরাবালি আছে কি না। আরও আধমাইল আমরা আমাদের ট্রেইলের ওপর ঝোপ টেনে নিয়ে ট্রেইল লুকালাম। তারপর আবার আর একটা ঝর্নায় নামলাম। এদিকের ঝর্নাগুলো সব অগভীর—কোনটাতেই হাঁটু-পানির বেশি ছিল না। পানি থেকে উঠে আমরা উত্তরের পথ ধরলাম। 'স্যালাইন রিভার' আমাদের পিছনে। 'সাউথ ব্রাঞ্চ' সামনেই উত্তরে রয়েছে।

আবার আমরা পশ্চিমে মোড় নিলাম। পরবর্তী দু'দিনে আমরা তিরিশ মাইল এগোলাম। ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ওদের বিশ্রাম দরকার।

'এর পশ্চিমে কোন র‍্যাঞ্চ আছে?' টমকে জিজ্ঞেস করলাম।

'আমার জানামতে নেই

কিছুক্ষণ নীরবে চলার পর সে আবার বলল, 'এদিকে এখান থেকে এল্‌ক্‌হর্নের মাঝে কিছু বুনো ঘোড়া চরে বেড়াত। তবে তার বেশির-ভাগই কিছুটা দক্ষিণে। আরও আগে যখন দেখেছি তখন কয়েকশো ঘোড়া ছিল—কিন্তু শেষবার মাত্র দু'টো দল দেখলাম, ষাট-সত্তরটা হবে। হয়ত বাকিগুলো আরও পশ্চিমে সরে গেছে।'

'তোমার কি মনে হয় আমরা কিছু ধরতে পারব?'

'চেষ্টা করতে দোষ নেই,' বলল টম। 'আমাদের আরও ঘোড়া দরকার।'

ফ্র্যাঙ্কি উইলসন আমাদের মধ্যে সবথেকে ভাল রান্না করে—শেষ পর্যন্ত কাজটা সে ই নিয়ে নিল। আমরা সবাই চোখ খোলা রাখি যেন কিছু শিকার করে খাওয়ায় কিছু বৈচিত্র্য আনা যায়। কখনও হরিণ, কিছু টার্কি বা বুনো মুরগি।

বিকেলের দিকে আমরা একটা চওড়া ঝর্নার ধারে এসে পৌঁছ-লাম। হাঁটু সমান পানি বইছে ওতে। আমরা ঝর্নায় নেমে প্রায় দেড় মাইল পথ উত্তর-পুবে চলার পর পাড়ে উঠলাম। জায়গাটা ক্যাম্প করার জন্য ভাল। কিছু কটনউড গাছ রয়েছে ওখানে—অনেক উইলো আর কিছু ঝোপও আছে। ঘাসও ভাল, কারণ এটা সাধারণ ক্যাটল ড্রাইভের ট্রেইল থেকে অনেক দূরে। নেবরাস্কার ভিতর দিয়ে পশ্চিমে যাবার ট্রেইলটা উত্তরে রয়েছে—ওটা এখান থেকে বেশি দূরে নয়।

সন্ধ্যার দিকে শ্যান ফ্রীম্যান দুটো বন-মুরগি শিকার করল। ওগুলোকে দেখে সে পিস্তল বের করে গুলি করেছে—দুটো গুলির একটাই শব্দ শোনা গেল। কিন্তু দুটোই পড়ল। আমি দেখলাম, ফ্র্যাঙ্কি উইলসন তার ভাগনের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল। মুরগি দুটো

প্রায় তিরিশ গজ দূরে ছিল। শ্যান যেভাবে অনায়াসে দ্রুত পিস্তল ড্র করে গুলি করেছে, তা যে কোন বিচারেই উঁচু মানের।

যে লোক প্রথম ক্যাম্পে যাবে তারই আগুন জ্বালানর নিয়ম। ওই রাতে ওটার ভার আমার ওপর পড়ল। উপড়ে পড়া একটা শুকনো-গাছের থেকে কিছু ছোট ডাল, বাকল আর পাতা জোগাড় করে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি আগুন জ্বেলে ফেললাম। আরও কিছু জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে আগুনের পাশে রেখে ঘোড়া নিয়ে বেরোলাম। রাতের জন্য গরুগুলোকে স্থির হতে সাহায্য করতে হবে।

আমাদের ক্যাম্পটা বেশ সুরক্ষিত। একদিকে ঘন ঝোপ আর গাছ, অন্যদিকে ঝর্নার বাঁকে রয়েছে উঁচু পাড়। গরুগুলোকে যতটা সম্ভব কম জায়গার মধ্যে জড় করলাম। ক্যাম্প সম্পর্কে আমাদের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক ব্যাপার এই যে ওটার খুব কাছে না আসা পর্যন্ত কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। তবু আমি চিন্তিত। আমরা অনেকদূর পথ পাড়ি দিয়েছি, এবং অধিকাংশ সময়েই ট্রেইল মুছে ফেলেছি বা লুকিয়েছি—কিন্তু কোন ট্রেইল সম্পূর্ণভাবে ঢাকা অসম্ভব। তাই ওরা কতখানি দৃঢ়সঙ্কল্প তার ওপর অনেকখানি নির্ভর করছে।

ফ্র্যাঙ্কি একটা গরুর হাড্ডি থেকে সবটুকু মাংস খেয়ে হাড়টা ঝোপের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে ঘাসের ওপর হাত মুছল। 'ফিশার, তুমি কি ঠিক করেছ, কোথায় যাবে?' প্রশ্ন করল সে। 'অর্থাৎ তুমি কি কোন নির্দিষ্ট এলাকা পছন্দ করেছ?'

'আমি ওয়াইওমিঙে কখনও যাইনি।'

'কেউ উপদেশ দিলে শুনবে?'

'নিশ্চয়। ভাল ঘাস আর পানি আছে এমন জায়গা খুঁজে এই গরুগুলোকে নিরাপদ আশ্রয় দিতে হবে—তারপর শীত নামার

আগেই কিছু ঘর তুলে র‍্যাঞ্চের কাজ চালু করতে হবে। কম সময়ে এতসব করতে চাইলে যারা জানে তাদের পরামর্শ আমাকে নিতেই হবে।'

'কয়েক বছর আগে আমি সৈনিক হিশেবে এদিকে কাজ করেছি,' ফ্র্যাঙ্কি জানাল। একটা বিরাট লাল দেয়াল পুরো দেশটাকে দুভাগ করেছে। বহু মাইলে ওর মধ্যে মাত্র একটা গর্তই আছে। ওদিক দিয়ে একটা ঝর্না বেরিয়ে এসেছে। ওই দেয়ালের পিছনে কিছু সুন্দর এলাকা রয়েছে—খুবই চমৎকার।'

'আমরা জায়গাটা দেখব,' আমি ওকে জানালাম, 'তবে হয়ত আরও দূরেও যেতে পারি। কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওই এলাকাই আমার পছন্দ হবে।'

ঘুমিয়ে পড়ার অনেক পরে জেগে উঠে পিপ ওল্ডরয়েডের নিচু স্বচ্ছন্দ গলায় গান আমার কানে এল। 'দা হান্টারস অব কেন্টাকি' গানটা গাইছে ও। কিছুক্ষণ আগুনের দিকে চেয়ে চুপচাপ শুয়ে ওর গান শুনলাম। রউজ ডনেগানের কথা মনে পড়ছে আমার—টেনেসিতে আছে ও।

আর কতদিন পর ওর সাথে দেখা হবে আমার? ও কি বদলে গেছে? আর আমিই বা কতটা বদলেছি?

ছয়

ক্যাটল ড্রাইভে বৈচিত্র্যের খুবই অভাব। দিনের পর দিন আমরা পশ্চিমে চলেছি, কিন্তু দিনগুলো কেবল কতখানি এগোলাম তা দিয়েই তফাৎ করা যায়। যতই পশ্চিমে যাচ্ছি, ঘাস তত কমে আসছে।

পথে কোন সাদা বা ইণ্ডিয়ান মানুষের দেখা আমরা পাইনি। এখানে বেশিরভাগই বালুমাটি। মাটিতে অনেক বুনো ঘোড়া চলার চিহ্ন রয়েছে। হরিণও দেখছি—প্রায় প্রতি ঘণ্টায় একটা।

আমরা ক্যাটল ড্রাইভ করার সময় গান গাই। রাতে আগুনের ধারে বসে গল্প-গুজব করি—পরস্পরকে আরও ভাল করে চেনার সুযোগ হচ্ছে। ফ্র্যাঙ্কি উইলসন যে শুধু ভাল রাঁধে তা নয়, সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানীও বটে। পিপের গলা সবার থেকে ভাল, আর সে হাসি তামাশায় ওস্তাদ। টম সবার চেয়ে ভাল ট্র্যাক করতে পারে। আর খুব ভাল ঘোড়া চালায়। শ্যান হচ্ছে আমাদের মধ্যে সেরা গুলি চালক। এতে কারও সন্দেহ নেই···এমনকি আমারও না।

কে যে আমাদের মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী তাতেও কারও সন্দেহ নেই। ছেলেবেলা থেকেই কাজ করে, আর স্টীমার এবং মাল-টানা ওয়্যাগনের কাজ আমাকে শক্তি দিয়েছে। তবে, ছেলে-বয়স থেকে আমার গড়ন স্বাভাবিকভাবেই খুব শক্ত ছিল।

মাঝেমাঝে ঘোড়ার পিঠে বসে নিজের সম্পর্কে ভেবেছি। মনে হয়েছে আমি যথেষ্ট শিখতে পারিনি। টম আমাকে ঘাস, গাছ-গাছড়া আর জীবজন্তু সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছে। ট্র্যাকিঙ সম্পর্কে যা আমার অজানা ছিল তাও শেখাচ্ছে, কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে বই পড়া। যারা স্কুলে গিয়ে পড়ালেখা করে তাদের আমার কিছুটা হিংসাই হয়।

তবু, এখন আমি অনেক পরিণত হয়েছি। বস্ হয়ে আমার কাঁধে অনেক দায়িত্ব চেপেছে। আমার লোকজন রয়েছে, ঘোড়া আর গরু সম্পর্কেও আমার ভাবতে হয়। ভবিষ্যতে ট্যানার আর আমার জন্য একটা ভাল র‍্যাঞ্চ খুঁজে বের করার দায়িত্বও আমার।

শ্যান যদিও আমাদের দলের সেরা গানফাইটার বলে চিহ্নিত, আমিও দুজন মানুষকে হত্যা করেছি। তবে এটা আমি প্রচার করতে চাই না। বন্দুকবাজ হিশেবে খ্যাতি আমি চাই না। আমি যার মত হতে চাই সে হচ্ছে ট্যানার। লোকটা শিক্ষিত, সম্মানিত, পরিপাটি জামা-কাপড় পরে, এবং সবাই ওকে পছন্দ করে। ওর আভিজাত্য রয়েছে—সে ভদ্রলোক। অন্য যে কোন জিনিসের চেয়ে এগুলো আমার বেশি কাম্য।

আমার মনে হয় মানুষ কেবল সামান্য কিছু কাঁচা মাল নিয়ে পৃথিবীতে আসে—নিজেকে নিয়ে। আত্মীয়-স্বজন কেবল কিছু শিক্ষা আর ঠেলা দিয়ে তাকে কিছুটা এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কি হবে এটা তার নিজস্ব সমস্যা। বহু সমস্যাই পৃথিবীতে আছে, যুদ্ধ, গোলমাল, মহামারি, ইত্যাদি—এবং কেউ বড়লোক হয়ে জন্মায়, কেউ বা গরীব। পরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রত্যেকের নিজের নিজের ব্যাপার।

এই প্রথম আমার সামনে দুটো নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছানর লক্ষ্য হয়েছেঃ প্রথমে একটা সমৃদ্ধশালী র‍্যাঞ্চ খুঁজে বের করা, আর নিজেকে এমনভাবে গড়ে তোলা যেন আমি আমাকে নিয়ে গর্ববোধ করতে পারি।

যখন টেনেসি ফিরব, কেবল মাত্র একটা ঘোড়া চোরের ছেলে হিশেবে ফিরতে আমি চাই না। আমার বাবা ভাল লোক ছিল, এবং একমাত্র নিজে একজন কেউকেটা হতে পারলেই লোকজনকে আমি বোঝাতে পারব বাবার প্রতি ওরা অন্যায় করেছিল।

ঘোড়ার পিঠে বসে গরুর ওপর নজর রাখছি আমি, এই সময়ে ফ্র্যাঙ্কি উইলসন আমার পাশে চলে এল। 'তুমি কি একটা পরামর্শ শুনবে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'বলেই দেখ।'

'বিশ্রাম নাও। ঘোড়াগুলো একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে। এরকম একটা ড্রাইভের জন্য আমাদের ঘোড়ার সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়া উচিত ছিল। যদি ওই লোকগুলো আমাদের ধরেও ফেলে, ওদের ভালমত একটা শিক্ষা দিয়ে দেয়া যাবে।'

'ঠিক আছে, আমরা তাই করব।' একটা পা ভাঁজ করে আমি পমেলের সাথে আটকে নিলাম। 'আচ্ছা, তুমি কি অনেক পড়াশোনা করেছ, ফ্র্যাঙ্ক?'

অবাক চোখে আমার দিকে তাকাল সে। এমন একটা প্রশ্ন আশা করেনি ও। 'হ্যাঁ। কিছু পেলেই পড়ি। জিনের থলেতে বেশি বই বয়ে বেড়ান সম্ভব নয়।' অল্প একটু থামল ফ্র্যাঙ্ক। 'ওকথা জিজ্ঞেস করলে কেন?'

'এটা বড় দেশ। একে ঠিকমত সামলাতে হলে শিক্ষিত মানুষের

দরকার। আর আমার ধারণা বড় মানুষ হতে হলে মাথায় আমার চেয়ে বেশি ঘিলুর প্রয়োজন। ট্যানার আমাকে কিছু বই পাঠাবে, কিন্তু আমার তর সইছে না।'

'আমার কাছে দুটো বই আছে,' বলল ফ্র্যাঙ্ক।

'আমাকে পড়তে দেবে?'

'নিশ্চয়।' পাইপ জ্বালাল সে। 'বাড়ি ছাড়ার সময়ে আমার কাছে চারটা বই ছিল। পথে কতবার যে মানুষের সাথে বই বদল করেছি বললে বিশ্বাস করবে না। আমি শাইয়্যানে এক স্টোর-কীপারের সাথে একটা বই বদল করেছিলাম। তিন বছর পরে বীভিলে ওই বইটাই আমাকে অফার করা হয়েছিল—আমার নাম লেখা ছিল ওতে। টেক্সাসে বই যে কোথা থেকে কোথায় চলে যায় ভাবতেও অবাক লাগে।'

তিনদিন পর্যন্ত ওখানেই আমরা গরুগুলোকে ধরে রাখলাম। দিগন্ত থেকে যেন ওদের দেখা না যায় সেই ব্যবস্থাও নিলাম। একটা অগভীর উপত্যকায় ঝর্নার পাশে সন্তুষ্ট মনেই চরল ওরা। ঘোড়ার সাথে আমাদেরও বিশ্রাম হল। খাওয়া-দাওয়া, ঘুমান আর আগুনের ধারে গল্প করে আমাদের প্রচুর সময় কাটল। রাইফেল পিস্তল পরিষ্কার করলাম, কিছু জিনিসও মেরামত করে নিলাম।

সময়টা ভালই কাটল, কিন্তু সবার মনে একই অনুভূতি—এই শান্তি টেকসই হবে না। আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন ছিল, কিন্তু আমরা ইণ্ডিয়ান এলাকায় রয়েছি। তাছাড়া ওখানে কোথাও আমাদের শত্রুরাও আছে।

তৃতীয় দিন ভোরবেলা ঝর্না ধরে ওদের একমাইল এগিয়ে নিয়ে গেলাম। বাকি দিনটা ওরা তাজা ঘাসের ওপর চরে বেড়াল

চতুর্থ দিন আমরা আবার রওনা হলাম—কিন্তু সহজ গতিতে এগিয়ে গরুগুলোকে ঘাস খাওয়ার সুযোগ দিলাম। তবে সর্বক্ষণ কেবল পশ্চিম দিকেই এগোলাম। টম সামনের দিকের গরু সামলাচ্ছে; দুপুর নাগাদ সে পিছনে চলে এল।

'পাঁচটা নাল লাগান ঘোড়ার পায়ের ছাপ আমার চোখে পড়েছে,' জানাল ফুলমুন। 'সম্ভবত দু'দিনের পুরনো…দক্ষিণ থেকে এসেছে ওরা। ওগুলোর মধ্যে একটা ফ্র্যাশ গর্ডনের ঘোড়া।'

তাহলে ওরা এখনও আমাদের সাথে আছে। ওরা আমাদের ট্রেইল ধরতে পারেনি, কিন্তু কিছুটা সামনে ঠিকই দেখতে পাবে।

দুপুরে কফি খাওয়ার সময়ে ধুলোর ওপর আমি ওই এলাকার একটা ম্যাপ আঁকলাম। উত্তর পশ্চিমে শাইয়্যান…আরও উত্তরে ফোর্ট লারামি।

'আমরা হর্সটেইল ক্রীকের কাছে কোথাও "প্ল্যাট্" পার হওয়ার চেষ্টা করব,' ওদের জানালাম আমি। 'আমার যদি কিছু হয় তবে ফ্র্যাঙ্ক উইলসন চার্জ নেবে। আর তোমরা সবচেয়ে ভাল ঘাস কোথায় আছে খুঁজে বের করে ওখানেই গরু নিয়ে ট্যানারের কাছ থেকে সংবাদ আসার অপেক্ষায় থাকবে।'

কিছু মানুষ ভাবে তারা চিরজীবন বাঁচবে, কিন্তু আমি ওদের একজন নই। পশ্চিমে কে কতদিন বাঁচবে সেটা নির্ভর করে কে কতটা সতর্ক তার ওপর। এদেশে একটা বুলেট বা তীর হচ্ছে মৃত্যু বরণ করার মাত্র একটা উপায়; আরও অনেক পথ রয়েছে—ঘোড়া ছুটে চলার সময়ে ওর পা প্রেইরি-কুকুরের গর্তে পড়লে ঘোড়ার পা ভাঙবে, সেইসাথে আরোহীর ঘাড়টাও পড়ে মটকে যেতে পারে; বুনো ষাঁড় শিঙ দিয়ে পেট ফুঁড়ে দিতে পারে, চোরাবালিতে আটকে

বা স্ট্যামপিডে পিষে মরতে পারে। র‍্যাটল-স্নেক আর হাইড্রোফোবিয়া স্কাঙ্কের কথা বাদই দিলাম—ওই স্কাঙ্কগুলো অনেক সময়ে প্রেইরিতে ঘুমন্ত মানুষের মুখে কামড় বসায়। কঠিন দেশ এটা, এখানে চোখ খোলা রেখে সাবধানে চলা শিখতে হয়, আর দ্রুত গুলি ছুঁড়ে লক্ষ্য ভেদ করাও অভ্যাস করে নিতে হয়।

আমরা উত্তর-পশ্চিমে এগোচ্ছি। আমাদের চলার পথে মাথার ওপর ধুলোর মেঘ ঝুলছে। যেখানে পানির অভাব সেখানে আমরা কিছু গরু হারালাম। মাথার উপর গরম আর শূন্য আকাশে শকুন চক্কর কাটছে। আমরা গরমে ঘামছি, ঘোড়াগুলো খাটতে খাটতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। যখনই সুযোগ পাচ্ছি কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছি আমরা—সম্ভব হলে ঘুমাচ্ছি।

তারপর বৃষ্টি এল। এতে গরুগুলো রক্ষা পেল—সম্ভবত আমরাও। কিন্তু মাটি একটা কাদার সমুদ্রে পরিণত হল। ফ্র্যাঙ্কি উইলসনের ঘোড়া ওকে পিঠে নিয়েই পটকান খেল। ফ্র্যাঙ্কের কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ছিলে গেল—ডান হাতটাও খারাপভাবে মচকেছে।

জুলসবার্গ শহর কাছেই কোথাও আছে। ওটার কথা ভেবে আমাদের মন নিজেদের রান্না করা খাবার ছাড়া অন্যের রান্না করা খাবার খাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। ওখানে তা পাওয়া যাবে। তাছাড়া ড্রাইভে যাদের চেহারা রোজ দেখেছি তাদের ছাড়া আরও মুখ দেখার জন্যেও আমাদের মন আনচান করছে। গরুগুলোকে পাহাড়ের একটা গর্তে রাখা হল, পাথুরে ক্লিফের ধারে। ফ্র্যাঙ্ক আহত অবস্থায় ভালভাবে ঘোড়া চালাতে পারবে না বলে সে গরুর সাথেই থাকার প্রস্তাব দিল। টমও ওর সাথেই থাকবে বলল।

মাত্র ওদের দু'জনের ওপর গরু দেখাশোনার ভার ছেড়ে আমার

জুলসবার্গে যেতে মন চাইছে না। কেন এমন মনে হচ্ছে জানি না, তবে শহরটার বুনো হিশেবে একটু দুর্নাম আছে। কিন্তু আমাদের রসদ দরকার, তাই শ্যান আর আমি ঘোড়ার পিঠে শহরে এসে পৌঁছলাম।

জুলসবার্গ নামে আশেপাশে এটা তৃতীয় শহর, কিন্তু কেউকেউ বলে এটাই সব থেকে কঠিন আর বিপজ্জনক বলে পরিচিত। আমরাও এসব কথা শুনেছি, কিন্তু এর ভাগী হতে চাই না। প্রথম থেকেই এর ইতিহাস রক্তবহুল।

আমাদের ঘোড়াগুলো হিচিঙ রেইলে বেঁধে প্যাক-হর্সগুলোকে পিছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে এম্পোরিয়ামের (সেলুনের) পিছন দিকে নিয়ে গেলাম—কারণ ওখান থেকেই আমরা সাপ্লাই নেব।

'তোমার ধারণা ওরা শহরে আছে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'চিন্তা করে লাভ আছে?' জবাব দিল শ্যান। 'ওরা যদি ঝামেলাই চায় তবে আসুক—উচিত জবাব দেব আমরা।' ওর গলার স্বর স্বাভাবিক।

'শোন, আমি ঝামেলা চাই না। ইচ্ছা করে ওটা আমার কাঁধে নিতে চাই না,' জবাব দিলাম আমি। 'খাওয়া সেরেই আমরা আমাদের পথ ধরব। ওরা গায়ে পড়ে আমাদের মারতে না এলে আমরা ওদের সাথে লাগতে যাব না।'

শ্যান অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। 'কি ব্যাপার? তুমি—'

'কথাটা শেষ কর না, শ্যান।' আমি ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। 'তোমাকে আমি পছন্দ করি, তুমি ভাল লোক; এমন কোন কথা বল না যার জন্য পরে আমাদের দুজনকেই পস্তাতে হতে পারে। আমার

প্রথম কাজ হচ্ছে পার্টনারের স্বার্থ দেখা আর গরুগুলোর যত্ন নেয়া। মিছে কতগুলো ফালতু বদমায়েশ লোকের কাছে শক্তি দেখাতে গিয়ে আমি আমার লোকজনকে গোলাগুলির যুদ্ধে নামাতে চাই না।'

'কেলসি কথাটা পছন্দ করবে না,' দাঁত বের করে হেসে শ্যান বলল। 'তুমি ওকে ফালতু বদমায়েশ বলেছ।'

'এছাড়া সে আর কি?' ওর কথার জবাবে আমি বললাম।

রাস্তাটা ঘোড়া আর ওয়্যাগনে বোঝাই। হিচিং রেইলে বাঁধা ঘোড়ার সারি দেখে মনে হয় মিসৌরির পশ্চিমে যত রকম ব্র্যাণ্ড আছে সবই ওখানে দেখা যাবে। ফুটপাতে লোকের ভিড় ঠেলে আমরা 'বন টন' রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। নিচু ছাদের লম্বা একতালা ঘর। ভিতরে লম্বা ঘরোয়া টেবিল। টেবিলের দু'পাশে বেঞ্চ পাতা আছে।

জায়গা পেলাম আমরা, শ্যান আর পিপ এক টেবিলে, আর আমি কামরার ওপাশে অন্য টেবিলে। আমরা নিজেরাই খাবার বেড়ে নিয়ে খেতে বসলাম। ডিশগুলো নীল এনামেল করা, কাপগুলোও তাই। ট্রেইলে আগুনের ধারে খোলা আকাশের নিচে বসে খাওয়ার চেয়ে এটা অনেক ভাল।

হঠাৎ দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল কেলসি ক্যাক্সটন, সাথে মার্কো গ্রিফিন। ওরা এগিয়ে গিয়ে শ্যান আর পিপের উল্টোদিকে বসল। ওরা আমাকে দেখেনি, আমি রয়েছি ওদের পিছন দিকে।

শ্যান বা পিপ কাউকেই কেলসি আগে দেখেনি—তাই ওদের খেয়াল করল না। কিন্তু আমি নিশ্চিত অনুভব করছি ওরা জানে আমার আউটফিটের লোকজন এখানে আছে। কারণ সম্ভবত বাইরে বাঁধা ঘোড়ার ব্র্যাণ্ড ওরা খেয়াল করেছে। দেখলাম বন টনের সব

লোকজনকে ওরা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে।

সাধারণত আমি বেশ ধীরে খাই। কিন্তু আজ খুব দ্রুত খাচ্ছি, জানি অল্পক্ষণের মধ্যেই কিছু ঘটতে পারে। কফি-পট থেকে আমার পেয়ালাটা আবার ভরে নিলাম—অপেক্ষা করছি আমি।

'বাইরে কয়েকটা ঘোড়া দেখলাম এফ টি ব্র্যাণ্ড,' মন্তব্য করল কেলসি। 'ওই আউটফিটের জন্যে কে কাজ করছে?'

শ্যান বা পিপ কিছু বলার আগেই আমি বললাম, 'ওটা আমার ব্র্যাণ্ড, কেলসি। আমার আর ট্যানারের। আমাদের সাথে তোমার কোন কাজ আছে?'

খুব ধীরে সে দাঁড়িয়ে ঘুরে আমার দিকে তাকাল। 'এখানে হিকক নেই যে তোমাকে রক্ষা করবে,' বলল কেলসি।

'হাস্যকর কথা। আমার ধারণা ছিল সে তোমাদেরই প্রোটেকশন দিচ্ছে।'

বন টনে কমপক্ষে চল্লিশজন লোক রয়েছে; ওরা সবাই এখন আমাদের কথা শুনছে। তাই আমি ওর জন্য কিছু সমস্যা সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

'শুনলাম কিছু আউট ল জন ওয়াইলসের আউটফিটকে আক্রমণ করে বুড়ো লোকগুলোকে মেরে ওদের গরু নিয়ে গেছে।' সবাই শুনতে পায় এমন চড়া স্বরে আমি কথাগুলো বললাম।

ঘাড় ফিরিয়ে আড়চোখে কামরার সবার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম আমি। 'খুব খারাপ...ওরা বুড়ো আর গরীব লোক ছিল। সেই টেক্সাস থেকে এতটা পথ ওরা গরু নিয়ে এসেছিল। যারা ওদের মেরেছে তারা সবথেকে নীচ কয়োটির চেয়েও খারাপ।'

জনাছয়েক লোক একসাথে স্বীকার করল কথাটা ঠিক। তারপর

ওদের একজন জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি জানা আছে ওরা কারা ?'

'ওদের শেষ বুড়ো লোকটা আশ্রয়ের জন্যে আমাদের কাছে ছুটে এসেছিল। কিন্তু পৌঁছতে পারেনি। আমরা যখন ওকে দেখতে পাই তখন সে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে মারা যাচ্ছে। কিন্তু ওর হত্যাকারী ওকে একেবারে শেষ করার জন্য ওর পিছু নিয়েছিল।'

'স্কাঙ্কটাকে শেষ করেছ তো ?'

'আর কাউকে সে কোনদিন জ্বালাবে না। ওর নাম ছিল রেড গর্ডন, ফ্ল্যাশ গর্ডনের ভাই। এই লোকটা ওদের সাথেই চলে।'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছল মার্কো গ্রিফিন। আমার দিকে পিঠ রেখে সে বেঞ্চ থেকে উঠে নেমে দাঁড়াল। পকেট হাতড়ে পয়সা বের করে সে টেবিলের ওপর রাখল। আমার চারপাশে কথার গুঞ্জন উঠেছে। কয়েকজন মন্তব্য করল, 'ওদের ফাঁসিতে ঝোলান দরকার।'

ক্যাপ্টেন কেলসিও বেঞ্চ পার হল। আমি আবার মুখ খুললাম। 'এই দেশে এমন লোকের কোন জায়গা নেই। আমি চাই এমন প্রত্যেকটা লোক ল্যাসোর ফাঁসে ঝুলুক।'

আমার কথার প্রতিবাদ কেউ করল না। কিন্তু কেলসি আর মার্কো ততক্ষণে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

ওদের মধ্যে হঠাৎ একজন কথা বলে উঠল। 'আমি মাত্র ঘণ্টাদুই আগেই ফ্ল্যাশ গর্ডনকে এই শহরে দেখেছি!

কয়েকজন লোক উঠে দাঁড়াল। খাবার জন্য টেবিলের ওপর পয়সা রেখে ওরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

আমি আবার আমার কফি কাপ ভরে নিলাম। শ্যান ফ্রীম্যান আমার দিকে চেয়ে বলল, 'তোমাকে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি

না, ফিশার। সবকিছুই তুমি খোলাখুলি কথা বলে সমাধান করার চেষ্টা কর।'

কাঁধ উঁচালাম আমি। 'ওরা এখানে ওয়াইলসের কোন গরু বিক্রি করতে পারবে না। তাই চুরি করা গরু নিয়ে এখন কি করবে এ নিয়ে ওদের দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে।'

একজন দাড়িওয়ালা বিশাল লোক শব্দ করে নিজের কফি কাপটা নামিয়ে রাখল। 'তুমি বলতে চাও ওরা দুজনও ওদের সাথে ছিল?'

'হ্যাঁ, ওরাই নেতা।'

'তাহলে কথাটা আগে বলনি কেন? ওদের ধরে উচিত শাস্তি দিতাম আমরা,' খেপে উঠল লোকটা।

'ওদের একজন ক্যাপ্টেন কেলসি,' বললাম আমি, 'অন্যজন মার্কো গ্রিফিন। তুমি কি চাও ওদের বিরুদ্ধে আমি এই নিরীহ মানুষদের ভিড়ে পিস্তল যুদ্ধে নামি?'

লোকটা দম ছেড়ে আবার নিজের আসনে বসে পড়ল। 'না, আমি তা চাই না। কিন্তু যথেষ্ট ঝুঁকি তুমি নিয়েছিলে।'

'আমি ওদের এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করেছি। আমার মনে হয় না আজ ওদের সম্পর্কে যে কথা প্রকাশ পেয়েছে তাতে ওরা কোথাও গিয়ে ঠাঁই পাবে। মানুষের চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে চলে কথা। কথাটা ছড়াবে।'

আমরা যখন ফেরত গেলাম তখন সবই চুপচাপ—কোন ঝামেলা হয়নি। তবু আমরা সময় নষ্ট না করে পশ্চিমে রওনা হলাম।

যে মানুষ একটা মিলিত গরুর দল নিয়ে এগোচ্ছে তাকে স্বভাবতই সাবধান থাকতে হবে। আমরা বিশ্রাম পাওয়া ঘোড়া নিয়ে সোজা উত্তরে রওনা হলাম। একটাই নিশ্চয়তা আছে, তা হচ্ছে বিপদ

যেদিক থেকে আশা করা হয়েছিল সেদিক থেকে না এলেও অন্য দিক থেকে আসবে।

গরু ভীতু জন্তু। হঠাৎ কোন শব্দ, কোন বিদ্যুতের চমক বা হাঁড়ি-পাতিল একসাথে বাড়ি খাওয়ার শব্দেও ওরা স্ট্যামপিড করতে পারে। প্রত্যেকটা গরুই কল্পনায় প্রতি ছায়াতে ভূত-প্রেত আর নেকড়ে দেখতে পায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরা ধীর গতিতে পথ চলবে, কিন্তু ভয় পেলে হঠাৎ ছুটতে শুরু করবে। আর লঙহর্ন গরু হরিণের মতই ছুটতে পারে।

এখন পর্যন্ত আমরা কোন ঝামেলায় পড়িনি। আমাদের গরুগুলো ট্রেইলে পথ চলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। আর আমরা যে পথে এসেছি সেখানে ঘাসও ভালই ছিল। দু'একটা জায়গা ছাড়া প্রচুর পানিও ছিল। কিন্তু এখন আমরা ধুলোময় এলাকার উপর দিয়ে লম্বা পাড়ি জমাব। ওখানে পানির অভাব রয়েছে।

কেলসি আর তার সঙ্গীরা জানে আমরা ওয়াইওমিঙ যাচ্ছি। এবিলিনের মত শহরে সবাই জানে অন্যেরা কে কি করছে। ওখানে গোপনীয়তা রক্ষা করা অসম্ভব। আমার ধারণা ওরা শাইয়্যানে যাবে, ওখানে কিছুদিন সেলুনে মদ খাবে আর জুয়া খেলবে। তারপর আমাদের ড্রাইভের শেষ দু'একদিনের মধ্যে আমাদের আক্রমণ করবে।

আমি আন্দাজ করছি ওরা লুট করা গরুগুলোকে কোন আউটলর র‍্যাঞ্চে লুকিয়ে রাখবে এবং ওগুলো ছাড়াই আসবে। আমার গরু-গুলোও ওরা চায়—কিন্তু তার চেয়ে বেশি চায় আমাকে খুন করতে। কিন্তু কেউ যতই ভাবুক না কেন অন্যজন যে তার চিন্তা মত কাজ করবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই।

লজপোল পার হয়ে আমরা চাগ্ওয়াটার ফ্ল্যাটসের ওপর দিয়ে

উত্তর দিকে রওনা হলাম। ঘোড়াগুলোকে বেশি না খাটিয়ে আমরা সহজ গতিতে এগোচ্ছি। দু'বার আমরা বুনো মাসট্যাঙ ঘোড়া দেখতে পেলাম, কিন্তু আমাদের আসতে দেখে ওরা পালিয়ে গেল। পরে ওরা আমাদের অনুসরণ করল। ওরা কৌতূহলী হয়ে উঠেছে—তবু দূরত্ব বজায় রাখল।

টম ফুলমুন পিছনে আমি যেখানে কাজ করছিলাম সেখানে চলে এল। আমি মালিক হলেও কর্মচারীদের সাথে আমিও কাজ করি। পিছন দিকের কাজটাই সবথেকে ধুলোময় আর নোঙরা। এবং বাতাস না থাকলে ওটাই সবচেয়ে গরম। রোদ তো আছেই, এছাড়াও কয়েকশো গরুর দেহের তাপ তার সাথে যোগ হয়।

'এটা শাইয়্যান এলাকা,' মন্তব্য করল টম। 'সামনে আমরা সিউ ইণ্ডিয়ানদের দেখা পাব। বিপদের জন্যে আমাদের তৈরি থাকা ভাল।'

গরুগুলোকে পানি খাইয়ে দু'মাইল এগিয়ে নিয়ে আমরা ক্যাম্প করলাম। সন্ধ্যায় বাকস্কিন ঘোড়াটা নিয়ে আমি স্কাউটিঙে বেরোলাম। আসল কথা আমি কিছুটা একা একা চিন্তা করতে চাই। তাছাড়া স্কাউটিঙ যা করার তা এতদিন টম একাই করেছে—এখন আমারও কিছু করা দরকার। এতে আর কোন উপকার না হলেও দেশটার সাথে পরিচিত হওয়া যাবে।

একঘণ্টা ঘোরার পর পাহাড়ের ভিতর একটা গর্তে ঢুকল বাকস্কিন। ওখানে কিছু কটনউড গাছ আর উইলো ঝোপ রয়েছে···হয়ত পানিও পাওয়া যেতে পারে।

আগামীকাল আমরা এই পথেই এগোব। গরুগুলোকে ভালভাবে পানি খাইয়ে নিতে পারলে আমাদের সুবিধাই হবে। তাই ঘোড়াটাকে গাছগুলোর দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলাম।

সূর্য আকাশের অনেক নিচে নেমে গেছে। মেঘগুলোকে সূর্যের লালচে আলো রাঙা করে তুলেছে। অল্পক্ষণ পরেই অন্ধকার নেমে আসবে। ঘোড়ার খুরের মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

একজন ইণ্ডিয়ান রাইফেল হাতে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তারপর ঝোপের ধারে আর একজনকে দেখতে পেলাম, এবং আরও একজন···আর একটা।

ওরা কমপক্ষে ছয়জন হবে, আমি একা।

সাত

আমার ঘোড়াটা সামনের দিকেই এগিয়ে চলল। আমি ডান হাত তুললাম, তালু বাইরের দিকে। হাত মুঠো পাকিয়ে তর্জনী আর মাঝের আঙুল একসাথে করে উপর দিকে তুললাম। তারপর হাতটা নিজের মুখের পাশে নিয়ে এলাম। এটা ইণ্ডিয়ানদের ইশারার ভাষায় বন্ধুত্বের প্রতীক। ওরা কেউ নড়ল না, নীরবে অপেক্ষা করছে।

খুব কম ইণ্ডিয়ানই ঘোড়া কেনা-বেচার ভাল অফার পেলে ব্যবসা করার লোভ সামলাতে পারে। আর ঘোড়াই আমাদের এখন সবচেয়ে বেশি দরকার। আমার মনে হচ্ছে এই ইণ্ডিয়ানগুলোর মাংস প্রয়োজন। তাই আরও কাছে এগিয়ে আমি ব্যবসার চিহ্ন দেখালাম। দুটো তর্জনী তুলে কব্জির ওপর এমনভাবে রাখলাম যেন

আঙুল দুটো বিপরীত দিক নির্দেশ করে। এবার আঙুল দিয়ে কব্জি কাটার ভঙ্গিতে কয়েকবার ঘষলাম। অবশ্য পাহাড়ী আর সমতল জমির ইণ্ডিয়ানদের সঙ্কেতে কিছুটা পার্থক্য আছে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না।

এরা শাইয়্যান, দেখেই চিনেছি—এবং প্রত্যেকে শক্তিশালী আর ভাল যোদ্ধা। ওদের মুখে আর দেহে যুদ্ধের পেইন্ট নেই। একজনের জিনের পিছনে একটা হরিণের সিকি পরিমাণ মাংস বাঁধা রয়েছে।

হঠাৎ একজন ইণ্ডিয়ান কথা বলে উঠল। 'তুমি কে?'

'ড্যান ফিশার। আমি ক্যাটল নিয়ে যাচ্ছি—আমার কিছু ঘোড়া দরকার। ভাবলাম তোমরা রাজি থাকলে ঘোড়ার বিনিময়ে গরু দিয়ে আমরা ব্যবসা করতে পারি।'

লোকটা আমাকে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর আমার ঘোড়াটাকে। বাকস্কিনটার দিকে ইঙ্গিত করে সে বলল, 'ওটা ইণ্ডিয়ান ঘোড়া।'

'গরুর সাথে বদলা-বদলি করে ওটা আমি পেয়েছি,' বললাম আমি। 'এক শওনি ইণ্ডিয়ানের কাছ থেকে এটা কিনেছি।'

'শওনির কি নাম?'

'টম ফুলমুন। সেও আমার সাথেই রাইড করছে।'

'ইশারায় কথা বলা কোথায় শিখেছ?'

'চেরোকীদের সাথে আমি বড় হয়েছি।' এখানে আমি আবার বন্ধুর সঙ্কেত দেখিয়ে আঙুল দুটো ঠোঁটে ছোঁয়ালাম। এর অর্থ হচ্ছে ভাই।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ইঙ্গিতে ওদের আমাকে অনুসরণ করতে বললাম। একটু ইতস্তত করে ওরা আমার পিছু নিল। সহজ ভঙ্গিতে ঘোড়া চালাচ্ছে ওরা, কিন্তু সতর্ক রয়েছে।

এটা ইণ্ডিয়ান এলাকা; তাই আমার ধারণা ওদের সাথে বন্ধুত্ব করে নেয়াই শ্রেয়। দরকার হলে মানুষকে লড়াই করতে হয়, কিন্তু ঝামেলা খুঁজে লড়তে যাওয়ার পরিণতি কখনও ভাল হয় না। তবে অন্য লোকটা যে শান্তি চায় এটা ধরে নেয়াও তার বোকামি হবে। কারণ ইণ্ডিয়ানদের লড়াই ছাড়া কোন লাভের আশা নেই।

টম আমাদের আসতে দেখেছে—আমরা ঘোড়ার পিঠে যখন ক্যাম্পে ঢুকলাম তখন সবাই স্বাভাবিক অবস্থাতেই বিশ্রাম নিচ্ছে। তবে সবাই সশস্ত্র এবং তৈরি। ওই শাইয়্যান ইণ্ডিয়ানদের চোখেও এটা ধরা পড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আগুনে খাবার রান্না হচ্ছে। ফ্র্যাঙ্ক এক নজর ইণ্ডিয়ানদের দেখে নিয়ে মাংস কাটা শুরু করল। ইণ্ডিয়ানরা একটা মোষের প্রায় অর্ধেক আর গ্যালনখানেক কফি শেষ করার পর আগুনের ধারে বসেই আমরা ব্যবসার আলাপ শুরু করলাম।

শ্যান আমার পাশ ঘেঁষে এল। 'তুমি কি ওদের সারারাত ক্যাম্পেই থাকতে দেবে?'

সমস্যা, কিন্তু এটা এড়াবার কোন পথও আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি ঘোড়া চাই, কিন্তু ইণ্ডিয়ানদেরও জানাতে চাই আমরা ওদের ভয় পাই না। এবং দরকার হলে আমরা ফাইট করব।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর আমাদের গরু আর ঘোড়া বদলের কথাবার্তা শেষ হল। ওরা নিজেদের ক্যাম্পে ফিরে ঘোড়া নিয়ে আসবে, তারপর বদলাবদলি হবে। কিন্তু আমি ভাল ঘোড়া চাই··· আমার প্রধান কথাই ছিল এটা। ঘোড়া ভাল না হলে বাণিজ্য হবে না।

টম কুলমন ঘোড়া নিয়ে পাহারা দিতে গেল। শাইয়্যানরা চেয়ে

চেয়ে ওর যাওয়া দেখল। এই ইণ্ডিয়ানদের পক্ষে অনেক কিছুই করা সম্ভব। ওরা ছয়জন, আমরা পাঁচজন—পিস্তল ছাড়া আমাদের আর কোন ভাল অস্ত্র নেই।

ফ্র্যাঙ্ক আর পিপ শুয়ে পড়ল। ইণ্ডিয়ানরাও নিজেদের কম্বলের তলায় ঢুকল। কিন্তু আমরা কেউ ধোঁকা খেলাম না—জানি ওরা ঘুমাবে না, অন্তত কেউকেউ জেগে থাকবে। কিছুক্ষণ পর শ্যান ক্রীম্যান কম্বলের ভিতর ঢুকল। আগুনের পাশে আমি একাই বসে রইলাম। আমার রাইফেলটা হাঁটুর ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা।

সব চুপচাপ…দূর থেকে কয়োটির ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। গরুগুলো বসে পড়েছে এবং ওদের বেশ সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আমি উঠে নিজের কম্বলের ভিতর ঢুকলাম—কিন্তু পিস্তলটা আমার হাতেই রইল, রাইফেলও থাকল পাশে।

মাঝরাতের অল্প আগে পিপ উঠে কফিপটে আরও পানি ঢালল। ফ্র্যাঙ্ক ওর সাথে যোগ দিল। পিপ ঘোড়ার পিঠে চড়ে টমকে রেহাই দিতে চলে গেল। কফি শেষ হলে ফ্র্যাঙ্কও বেরোল। টম আগুনের পাশে আলসেমি করে সময় কাটাচ্ছে দেখে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পিপ আর ফ্র্যাঙ্কের সাথে কথা হয়েছে ওরা মাঝে মাঝে আগুনের ধারে এসে সব ঠিক আছে কিনা দেখে যাবে।

রাত দু'টোর দিকে আমার ঘুম ভাঙল। শ্যান আর আমার পাহারা দেয়ার সময় এসেছে। কয়েক মিনিট স্থির শুয়ে থেকে কান পেতে শুনলাম।

যেখানে শুয়েছি সেখান থেকে আগুনটা আমি দেখতে পাচ্ছি। ওটা এখন লাল কয়লায় পরিণত হয়ে টিমটিম করে জ্বলছে। সামান্য ধোঁয়া পট থেকে ওঠা বাষ্পের সাথে মিশে উপর দিকে মিলিয়ে

যাচ্ছে। হঠাৎ দেখতে পেলাম একজন ইণ্ডিয়ান কিলবিল করে নড়ে কম্বলের তলা থেকে সাপের মত বেরিয়ে এল। হাতে একটা ছুরি।

জানি না ইণ্ডিয়ান লোকটার মনে কি আছে। ওদের ব্যাপারে সঠিক কেউ বলতে পারে না। আমাদের সাথে অনেক মালপত্র রয়েছে যেসব ইণ্ডিয়ানদের ব্যবহারের জন্য খুব উপযোগী হবে। এবং ওদের কাছে নিজের গোত্রের লোক ছাড়া অন্য মানুষের কোন দাম নেই। ওদের চিন্তাধারায় আমাদের প্রত্যেকের বুকে ছুরি ঢুকিয়ে দেয়া দারুণ লাভজনক একটা কাজ হবে। কিন্তু একান্ত জরুরী না হলে আমি ঝামেলা চাই না। তাই আমি কেবল আমার উইনচেস্টারটা কক করলাম।

শাইয়্যান লোকটা একেবারে জমে গেল, মনে হল যে ওর পা দুটো কেউ পেরেক ঠুকে মাটির সাথে আটকে দিয়েছে। কিন্তু আমি কেবল উঠে দাঁড়িয়ে সহজ ভঙ্গিতে হেঁটে আগুনের ধারে এগিয়ে গেলাম। ওর দিকে কোন মনোযোগই দিলাম না। লোকটা দেখতে পাচ্ছে আমার রাইফেলের হ্যামারটা পিছন দিকে টানা রয়েছে, এখন সে কি সিদ্ধান্ত নেবে সেটা ওর খুশি।

সে সহজভাবেই একটা কাঠ তুলে নিয়ে ছুরি দিয়ে চিকন করে চেঁচে আগুনে ফেলল। যেন আগুনটাকে উস্কে উত্তেজিত করে জ্বালানই ওর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল···এবং হয়ত ছিলও তাই।

অল্পক্ষণেই আগুনটা ভালভাবে ধরে উঠল। এক কাপ কফি ঢেলে আমি বাম হাতে কাপটা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। সে-ও বাম হাতেই ওটা গ্রহণ করল। আমার মনে হল যেন ওর চোখের কোণে মুহূর্তের জন্য একটা হাসির ঝিলিক দেখলাম।

আমরা দুজনে কফি খেলাম। তারপর শ্যান আগুনের ধারে এল।

আমি ওর চোখ দেখেই বুঝলাম শ্যানও জেগেই ছিল। শাইয়্যান লোকটাও তা বুঝেছে। সে যদি ওই ছুরি কারও ওপর তুলত তবে অন্তত দু'টো রাইফেল ওকে ঝাঁঝরা করে ফেলত। এটাও সে জানে।

ভোরের আলো ফুটলে ইণ্ডিয়ানরা রওনা হয়ে গেল, এবং কয়েক ঘণ্টা পরেই ঘোড়া নিয়ে ফিরে এল। অঙ্গীকার অনুযায়ী আমরা বাণিজ্য করলাম। ছয়টা তাজা টাট্টু পেলাম আমরা। বন্ধুত্ব প্রকাশ করার জন্য ওরা আমাদের কিছু মোষের মাংস উপহার দিল।

বিশাল শাইয়্যান লোকটার সাথে হাত মেলাবার সময়ে আমরা দুজনেই দাঁত বের করে হাসলাম। আমরা কেউই বোকা বনিনি এবং দুজনেরই পরস্পরকে ভাল লাগছে।

সে নিজের ঘোড়াটাকে দশ গজ হাঁটিয়ে নেয়ার পর ঘুরে পিছন ফিরে চাইল। 'তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'

'পাউডারের কাছে কোথাও যাব।'

'ওটা শাইয়্যান এলাকা।'

'গোলযোগ পাকাতে আমরা ওখানে যাচ্ছি না। আমরা কেবল কিছু গরু চরাব। তুমি আমার সাথে দেখা করতে এস। তোমার জন্যে একটা আস্ত গরু থাকবে।'

ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হল ওরা। এবার গরু নিয়ে আমরা রওনা হলাম।

বিকেলের দিকে ফ্র্যাঙ্ক উইলসন যে লাল দেয়ালটার কথা বলেছিল সেখানে পৌঁছলাম আমরা। যথেষ্ট সময় নিয়ে পথ চলা হয়েছে, তাই আমাদের গরুগুলো মোটা আর ভারি হয়েছে দেয়ালটা ঘেসো সমতল জমি থেকে খাড়া উপর দিকে উঠেছে। সামনে এগোবার সব

পথ বন্ধ।

'তুমি বলেছিলে একটা গর্ত আছে ওই দেয়ালে? সেটা কত দূরে?'

প্রশ্নটা ফ্র্যাঙ্ককে করেছিলাম, কিন্তু জবাব দিল টম। কিছুক্ষণ দেয়ালটাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে সে বলল, 'আমি আন্দাজ করছি, তবে আমার ধারণা ওটা চার-পাঁচ মাইল উত্তরে হবে। পাউডারের "দি মিডল ফর্ক" ওর ভিতর দিয়েই গেছে। বড় আর বেশ চওড়া একটা ফাটল। দেয়ালের পিছনে ভাল ঘাস আর পানি...বাফেলো বা স্প্রিং ক্রীকের ধারে গরু চরানর জন্য আদর্শ জায়গা আছে।'

দু'ঘণ্টা পরে আমরা 'হোল ইন দা ওয়াল'-এর ভিতর দিয়ে এগোলাম। গরুগুলোকে কিছুটা ছড়িয়ে পড়তে দিলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তবু ওদের জড় করার আগে খাওয়ার সুযোগে বাধ সাধলাম না।

দুই দিন খোঁজার পর আমি মনের মত একটা জায়গা খুঁজে পেলাম। পাহাড়ের ভিতর একটা উপত্যকা—কিছু বড় গাছ আর ঝোপও রয়েছে ওখানে। একটা ঝর্নাও আছে। বেরিয়ে থাকা ক্লিফের পাথর পানিকে ছায়া দিচ্ছে। পানিটা ভাল, মিষ্টি আর ঠাণ্ডা। ঘাসও চমৎকার, সমতল জমিতে ব্লু গ্রামা আর টিলার ওপর উঁচু জায়গায় হুইটগ্রাস।

বেসিনের মত উপত্যকায় গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে আমরা গাছের তলায় একটা কেবিন তৈরির কাজে ব্যস্ত হলাম। শ্যান আর টমের ওপর গরু পাহারার ভার থাকল। কয়েকটা সপ্তাহ দ্রুত কেটে গেল। ঝামেলার কোন চিহ্ন আমাদের চোখে পড়ল না।

'তোমার কি মনে হয় ওরা আমাদের পিছু ছেড়েছে?' প্রশ্ন করল পিপ।

'না,' আমি বললাম, 'ওরা আসবে।'

'আমার মনে হয় তোমার কথাই ঠিক,' শান্ত কণ্ঠে মন্তব্য করল টম।

আমি কুড়াল ভাল চালাতে পারি, তাই কেবিনের জন্য কাঠের গুঁড়িতে আমিই খাঁজ কাটলাম। শীতে খুব ঠাণ্ডা পড়বে বলে আশা করা যায়—কেবিনটা ঘন আর শক্ত করেই তৈরি করা হল। একটা ফায়ারপ্লেসও বানান হল, ওতে মাঝারি মাপের গুঁড়ি জ্বালান যাবে। কিন্তু প্রত্যেক দিন কাজের যত চাপই থাকুক না কেন, আমি একজন কাউকে এলাকাটা স্কাউট করে ঘুরে দেখার জন্য পাঠাই। রাতে সে কি কি দেখল সেসব খোঁজ-খবর নিই। অল্প সময়েই র‍্যাঞ্চের আশ-পাশের এলাকা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ছবি আমরা পেলাম।

'আমাদের শীতের জন্যে কিছু খড় কেটে রাখা দরকার,' ওদের বললাম আমি, 'কোথাও ভাল মাঠ দেখতে পাও কিনা সেদিকে নজর রেখো।'

শীতকালে আগুন জ্বালাবার জন্যে বনের উপড়ে পড়া গাছ থেকে অনেক শুকনো কাঠ এনে জড় করা হল। এতদিনে আমরা আর কাউকে দেখতে পাইনি—এমনকি কোন ইণ্ডিয়ানকেও দেখিনি।

পাহাড় থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করার আগেই কেবিনের পাশে আমরা জ্বালানির স্তূপ গড়ে তুললাম। মাঠে খড়ের গাদা দেয়া হল। ক্লিফের ধারে গরুগুলোর জন্যে একটা আশ্রয়ও তৈরি হল। ক্লিফের দেয়ালটা বাতাস থেকে ওদের রক্ষা করবে। একই গতিতে কঠিন পরিশ্রম করলাম আমরা। এখনও কোন ঝামেলায় পড়তে হয়নি।

কিন্তু আমি দুশ্চিন্তায় আছি। ক্যাক্সটন কেলসির দল আমাদের খুঁজে পেলে কি ঘটবে, এনিয়ে তেমন ভাবনা নেই—ট্যানার কবে

আসবে এই নিয়েই আমার চিন্তা।

অ্যাবিলিনে সে কথা দিয়েছিল এই বছরই একপাল গরু নিয়ে এখানে পৌঁছবে। এলে শিগগিরই তাঁর পৌঁছান দরকার—পরে তা আর সম্ভব হবে না। পোস্ট অফিস এখান থেকে অনেক দূরে। কোন খবর পেতে হলে শাইয়্যান বা ফোর্ট লারামি যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। খোঁজটা আমাদেরই নিতে হবে, কারণ আমরা ওয়াই-ওমিঙে কোথায় আছি সেটা ডেভ ট্যানারের জানার কথা নয়। এক-জন গাইড ছাড়া তার পক্ষে এই জায়গাটা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

ফোর্ট লারামিটাই কাছে বলে আমি ওখানে যাওয়ার কথাই ভাবছি। এখানকার কাজ সব শেষ। এখন কেবল গরুগুলোর ওপর নজর রাখা, আর ইণ্ডিয়ানদের থেকে সাবধান থাকা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। ওদের কাছে আমি প্রস্তাবটা দিলাম। 'আমি দু'জন লোক সাথে নিয়ে যেতে চাই, তোমরা টস করে বা তাস টেনে ঠিক করে নাও কারা যাবে।'

ফ্র্যাঙ্ক আর শ্যান জিতল, কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক তার টানা সাহেবটা আবার প্যাকেটে ঢুকিয়ে রেখে বলল, 'পিপকে নিয়ে যাও,' বলল সে। 'ওর বয়স কম, সারা শীতের জন্য এখানে আটকা পড়ার আগে ওর কিছু মেয়েদের সুন্দর মুখ দেখা দরকার।'

পাতার রঙ বদলেছে, ঘাসও বাদামী হয়েছে—বিগ হর্নসের থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

ওয়াল ইন দা হোল থেকে বেরিয়ে আমরা ফোর্ট লারামির পথ ধরলাম। একঘণ্টা চলার পরেই কতগুলো ট্র্যাক আমাদের চোখে পড়ল—বারোটা টাট্টু, নাল নেই ওদের খুরে। দক্ষিণ-পশ্চিমে গেছে ওরা।

'কোন ট্র্যাভয় নেই,' শ্যান বলল, 'অর্থাৎ ওরা ক্যাম্প বদল করতে বেরোয়নি। কোন মহিলা বা বাচ্চা ওদের সাথে নেই।'

'হয়ত শিকারে বেরিয়েছে,' মন্তব্য করল পিপ।

এগিয়ে চললাম আমরা, কিন্তু বিকেলে সূর্য ডোবার আগে আরও খুরের চিহ্ন দেখলাম। ওরাও দক্ষিণ-পশ্চিমে গেছে...এবার মাত্র চারজন।

কেউ কোন কথা বলল না। আমরা সবাই গভীর চিন্তায় মগ্ন। এখন পর্যন্ত এর অর্থ করা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু এখানে ওখানে গুজব শোনা যায় শাইয়্যানরা নাকি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আমি যতগুলো দেখেছি তারমধ্যে ফোর্ট লারামিই সবথেকে বড় আর্মি পোস্ট। লারামি নদীর বাঁকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ওই দুর্গ।

দেখার মত জায়গাই বটে। বহু বিভিন্ন ধরনের দালান রয়েছে ওখানে। অর্ধেক দালান প্যারেড গ্রাউণ্ডের চারপাশ ঘিরে—বাকি-গুলো মনে হয় কোন প্ল্যান ছাড়াই তৈরি করা হয়েছে। চারপাশের পাহাড়গুলো হেমন্তে বাদামী রঙ ধারণ করেছে। নদীর ধারে বেশির-ভাগ গাছ থেকেই পাতা ঝরে গেছে।

আমরা সাটলার্স স্টোরের সামনে ঘোড়া থামিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। 'মেনস বার' লেখা সাইনের সামনের তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ...ওদের একজনই কেবল সোলজার।

বারটেণ্ডার একটা গ্লাস পালিশ করতে করতে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। 'রাই,' জানালাম আমি। 'আর কিছু খবর।'

আমাদের সার্ভ করে সিগারেটের ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে চোখ ছোট করে তাকাল সে। 'কি জানতে চাও?'

‘আমরা একপাল গরু আশা করছি···ছোট দল। ট্যানার নামে একজন লোক সম্ভবত ওগুলো নিয়ে আসবে।’

‘গরু? এই পোস্টে আসার পর আজ পর্যন্ত আমি কোন গরুর পাল দেখিনি। যা দেখেছি তা আমাদের এখানে নিজস্ব ব্যবহারের জন্যে আনা হয়েছে।’

বারে দাঁড়ান বাকস্কিন পরা একজন মোটাসোটা মানুষ আমাদের দিকে ফিরল। ‘ট্যানার? অ্যাবিলিনের গরু ব্যবসায়ী? সে আমার আগেই অ্যাবিলিন থেকে রওনা হয়েছে। এ-ও মাসখানেক আগের কথা।’

শ্যান তার গ্লাসের বাকি হুইস্কি গলায় ঢেলে দিল। ‘আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি, ফিশার। ওর এতদিনে এখানে পৌঁছে যাওয়ার কথা।’

‘কোন ইণ্ডিয়ান হামলা হয়েছে?’ প্রশ্ন করলাম আমি।

‘বলার মত এমন কিছু না,’ বাকস্কিন পরা লোকটা জবাব দিল। ‘তবে তুমি তো জান, এসব ইণ্ডিয়ানদের মাথায় একবার কিছু ঢুকলে ওরা যে কি করবে বলা মুশকিল। ওগুলো কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল?’

একটু ইতস্তত করলাম আমি। ভাল করেই জানি আর্মির লোকজন গরুর মালিকের ইণ্ডিয়ান এলাকায় আসাটা মোটেও ভাল চোখে দেখে না। ‘আরও পশ্চিমে,’ শেষে জবাব দিলাম আমি।

‘তাহলে তোমার নিজস্ব আর্মি থাকা প্রয়োজন। সিউ ইণ্ডিয়ানরা ওদের মাঝে সাদা লোকের উপস্থিতি পছন্দ করে না।’

‘আমার ধারণা ছিল ওটা শাইয়্যান এলাকা।’

‘সিউ···শাইয়্যান, কোন ভেদাভেদ নেই। ওই দেশে থাকলে ওরা

তোমার কল্লা কেটে নেবে।' সে একটু থামল। 'শাইয়্যানদের সাথে হয়ত শান্তি সম্ভব—যদিও তারা কারণ ঘটলে দারুণ ফাইটার। কিন্তু আমার বিশ্বাস শয়তান বা ঈশ্বর নিজেও সিউদের সাথে শান্তি স্থাপন করতে পারবে না। ওদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যই যুদ্ধ—বিশ্বাস কর ওরা সত্যিই ভাল যোদ্ধা।'

ওদের যুদ্ধ করার ক্ষমতায় আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার ধারণা সিউদের মাঝেও আমি শান্তিতে বাস করতে পারব। মোষ শেষ হয়ে আসছে, যে কেউ তা জানে—হয়ত আমরা ওদের সাথে ব্যবসা করতে পারব হয়ত শেয়ারে র‍্যাঞ্চ করতেও উৎসাহিত করতে পারব।

এখন আমার প্রধান দুশ্চিন্তা ট্যানার। এতদিনে তার ফোর্ট লারামির কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা, অথবা সে উত্তরে গেছে। কারণ দক্ষিণে আসার পথে আমরা গরুর কোন ট্রেইল দেখিনি।

আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। রোদে দাঁড়ালে চমৎকার লাগে, কিন্তু ছায়ায় দাঁড়ালে একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি হয়। আকাশের দিকে চেয়ে আবহাওয়া ভালই থাকবে মনে হল। কিন্তু আমি কি করব বুঝতে পারছি না। অনেকেই লীডার হতে চায়, কিন্তু কম লোকই বোঝে সিদ্ধান্ত দেয়া কত কঠিন। আমরা এখানে ট্যানার এসে পৌঁছবে আশা করে অপেক্ষা করতে পারি, নেবরাস্কার দিকে গিয়ে ডেভ ট্যানারের খোঁজ করতে পারি, কিংবা পশ্চিমে কাউকে পাঠিয়ে দেখতে পারি সে কোন ট্রেইল দেখতে পায় কিনা।

শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম এখানেই সবাই একসাথে থাকব। ইতিমধ্যে আমি পেট্রল যারা বাইরে ডিউটিতে গেছিল তাদের কাছে কোন খোঁজ পাওয়া যায় কিনা দেখব। তবে এতে আমাদের সাব-

ধানে এগোতে হবে, কারণ অফিশিয়ালি আর্মির চোখে পড়ে গেলে আমাদের বিপদ।

ট্যানারের কথা আমি ভুলতে পারছি না। লোকটা ভাল ছিল। কিন্তু সে শহুরে মানুষ। আমি জানি না ওর সাথে কেমন লোক ছিল, বা তাদের দক্ষতা কি। আমি জানি আমার সফলতার প্রধান কারণ হচ্ছে টিমের দক্ষতা আর ফ্র্যাঙ্কের জ্ঞান। তবে সবাই নিজের অংশ করেছে।

ট্যানার সম্পর্কে কিছুই আমরা জানি না। আর সিউ ও শাইয়্যান সম্পর্কে যতই শুনছি ততই আমার চিন্তা বাড়ছে। আমার গরুর পালের সাথে যাদের রেখে এসেছি, ওদের সম্পর্কেও আমি উদ্বিগ্ন।

আমি ট্যানারকে খুঁজে বের করতে চাই, আবার নিজের আউট-ফিটে যাদের রেখে এসেছি ওদের কাছেও ফিরতে চাই। ইণ্ডিয়ানরা নিশ্চয় জানে ওরা কোথায়—এবং যেকোন মুহূর্তে ওরা আক্রমণ করতে পারে।

আমরা সাটলার্স স্টোরে ফিরে গেলাম। দরকারি সব জিনিসপত্র কিনে ওকে মাল ওর কাছেই রাখতে বললাম। যাওয়ার সময়ে নেব। আর যা কিনলাম সেটা হচ্ছে গোলা বারুদ। কত দরকার হবে বুঝতে পারছি না, তাই এক হাজার রাউণ্ড কিনলাম।

সাটলার অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। 'তুমি কি কোন যুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছ?'

'মোষ শিকার করব,' মিথ্যা কথা বললাম আমি। 'শুনেছি পশ্চিমে আর দক্ষিণে অনেক মোষ দেখা গেছে।'

সম্ভবত সে আমার কথা বিশ্বাস করেনি, কিন্তু আমার ফরমায়েশ অনুযায়ী সবই সে দিল।

আমরা পুরো দুদিন পোস্টে থাকলাম। সব গুজবই চেক করে দেখছি—সোলজারদের সাথে কথা বলছি; যারা রুটিন পেট্রোল থেকে ফিরেছে। কিন্তু কোন খবর পাওয়া গেল না।

যখন পেলাম, খারাপ খবর এল· ·খুব খারাপ।

শ্যানের সাথে সাটলার সেলুনের একটা টেবিলে বসে আছি আমি। পিপ ভিতরে ঢুকল। সোজা আমাদের টেবিলে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। 'ফিশার'—নিচু স্বরে কথা বলছে সে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সবাই আমাদের দেখছে। বুঝতে পারছে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। 'আমি একটা গরুর চামড়া বেড়ার ওপর ঝুলতে দেখেছি ওদিকে।' মাথা হেলিয়ে সে 'জগ টাউন' এর দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওর চামড়ায় এফ টি ব্র্যাণ্ড ছিল।'

'ঠিক দেখেছ?' প্রশ্ন করলাম আমি। জানি সে ভুল করেনি। ভাবার জন্য একটু সময় নিতে মিছেই প্রশ্নটা করলাম। কাউবয় কেউ এমন ভুল কখনও করবে না।

'হ্যাঁ, আমি নিজের চোখে দেখেছি,' বলল সে। 'আমি লোকজনকে প্রশ্ন করা শুরু করতে চেয়েছিলাম—কিন্তু পরে ভাবলাম এটা আগে তোমার কাছে রিপোর্ট করা দরকার।

'ঠিক করেছ,' বললাম আমি। 'চল ওখানে যাওয়া যাক।'

বাইরে বেরিয়ে আমরা নিজেদের ঘোড়ার কাছে গেলাম। আড়-চোখে দেখলাম রাস্তার ওপাশ থেকে একজন আমাদের লক্ষ্য করছে। ওকে আগেও কোথাও দেখেছি বলে মনে হল, কিন্তু এই মুহূর্তে সেটাকে কোন গুরুত্ব দিলাম না আমি।

'হগ র‍্যাঞ্চ' একটা সেলুন, হোটেল আর ট্রেডিঙ পোস্ট। ওটা ফোর্টের পশ্চিম পাশে। আমার ধারণা পরে ওটা হয়ত বড়সড় হয়ে

গড়ে উঠবে। কিন্তু আপাতত ওটা সামান্য একটা প্রতিষ্ঠান। ওখানে আমিদের জন্য রয়েছে ভুঁড়ি-পচা হুইস্কি, ভিন্ন স্বাদের খাবার আর দু'একজন মেয়ে, যাদের বড় শহর থেকে আমদানি করা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরেই ওরা আসে। কাগজপত্রে ওটার কোন অস্তিত্ব নেই, কিন্তু সবাই জানে ওটা ওখানে রয়েছে। এবং ওটা একটা বাজে লোকদের আখড়া।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে ওই সেলুনের সামনে এসে আমরা নামলাম।

পিপ আড়চোখে বেড়ার দিকে তাকাল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'চামড়াটা নেই, নিশ্চয় ওরা ভিতরে নিয়ে গেছে।'

আমরা সেলুনে ঢুকলাম। যেকোন বোকাও বুঝবে ওরা আমাদের অপেক্ষাতেই ছিল।

বারটে ার একজন বিশাল লোক। তবে ওর চোয়াল আর ভুঁড়ি-টাই বিশেষ করে বড়। শার্টের হাতা গুটান—পরনে একটা নোঙরা এপ্রন। বারের শেষ মাথায় একজন বদমেজাজী চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওর পিস্তল পায়ের সাথে ফিতে দিয়ে বাঁধা। দুজন একটা টেবিলে বসা। এবং ওদের একজন কোটের ভিতর হাত দিয়ে আছে। আরও দুজন লোক আমাদের পিছন পিছনেই ঢুকল।

'ওখানে বেড়ার ওপর একটা চামড়া ছিল,' বললাম আমি। 'জানতে চাই ওটা কোত্থেকে এল।'

কেউ কোন জবাব দিল না—শুধু চেয়ে-চেয়ে আমাদের দেখছে। অপেক্ষা করছে।

'হয়ত ছুটে যাওয়া গরু কেউ পেয়ে থাকতে পারে, এবং আমি তাই স্বীকার করে নেব, যদি বল ওটা কোথায় পেয়েছ।'

বারের শেষে দাঁড়ান পিস্তলবাজ লোকটা বলল; 'তুমি এটা কিভাবে

নেও তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না, বাছা।'

শ্যান ফ্রীম্যান টেবিলে বসা তুজনের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে। পিপ নবাগত তুজনকে কাভার করে আছে কিন্তু ওদের কথা আমি চিন্তা করছি না। আমি বারের কাছেই ছিলাম—উল্টোহাতে পিস্তল-বাজের মুখে আঘাত করলাম আমি।

লোকটা এমন কিছু মোটেও আশা করতে পারেনি। ওরা নিশ্চিন্ত ছিল আমরাই ফাঁদে পড়েছি এবং হয় আমরা পিছিয়ে যাব কিংবা ওদের গুলিতে ঝাঁঝরা হব। পিস্তলবাজের কথা শেষ হওয়া মাত্র আমি আঘাত হেনেছি, এবং মারটা খুব দ্রুত হয়েছে। আগেই বলেছি আমি দেহে অসাধারণ শক্তি রাখি—আমার হাতগুলো শক্ত আর যথেষ্ট পেশীও রয়েছে।

আঘাতটা মারাত্মক রকম জোরালো হয়েছে। লোকটা টলতে টলতে পিছিয়ে চেয়ারে হোঁচট খেয়ে উল্টে দেয়ালের সাথে বাড়ি খেল। ঠোঁট তু'ফাঁক হয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। হতভম্ব অবস্থায় সে হাত তুলে ঠোঁট ছুঁয়ে দেখল—রক্ত দেখে সে পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াল।

কখন যে আমার হাত অ্যাকশনে গেছে তা আমি নিজেও জানি না। কিন্তু লোকটা নড়ার এক মুহূর্ত আগেই আমার রাইফেলের নলটা উপরে উঠে এল। পিস্তলের বাঁটে হাত পড়ার সাথে সাথে আমি ওকে গুলি করলাম। গুলিটা পিস্তলের খাপের উপরে কোম-রের হাড়ে লেগে ওকে বামপাশে ঘুরিয়ে দিল। হিপ বোনে লেগে ঠিকরে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নিচে থেকে মাংসল অংশটা উঠিয়ে নিয়ে গেল।

আমার রাইফেলটা ওর পেটের দিকে তাক করে ধরা। আবার

লিভার টেনে কক করেছি আমি। ওর থেকে মাত্র ছয় ফুট দূরেই আমি। বুলেটের আঘাতে দারুণ একটা ধাক্কা খেয়েছে ও। এবং লোকটা দারুণ ভয় পেয়েছে। সে যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে এটা সে বেশ টের পাচ্ছে।

'দাঁড়াও,' ভারি স্বরে বলল লোকটা। 'তোমার সাথে আমার কোন বিরোধ নেই, মিস্টার। তোমার কোন ক্ষতি আমি করিনি।'

আমার পিছনে কি ঘটছে তার কিছুই আমি জানি না, কিন্তু আমি নিশ্চিত শ্যান আর পিপ ওটা সফলভাবেই সামলাতে পারবে। আমার হঠাৎ গুলি করায় ওরা এতই বিস্মিত হয়েছে যে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। ওরা ভেবেছিল পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ওদের নিয়ন্ত্রণে --কিন্তু ছক উল্টে যেতে দেখে ওরা অভিভূত হয়ে পড়েছে। ওদের জন্য সবকিছুই খুব দ্রুত ঘটেছে।

'আমি জানতে চাই ওই চামড়াটা কোথা থেকে এসেছে,' বললাম আমি। 'আর নিজের ভাল বুঝলে এখনই বলা শুরু কর।'

চোখের কোনা দিয়ে দেখলাম বারটেণ্ডারের হাত বারের তলায় কি যেন খুঁজছে। রাইফেলের ব্যারেল ঘুরিয়ে ওর মাথায় আঘাত করলাম আমি। জ্ঞান হারিয়ে জড় পদার্থের মত সে ঝপ করে মেঝেতে পড়ল। আবার রাইফেল পিস্তলবাজের দিকে তাক করলাম আমি। 'তোমার কথা বলতে হবে, মিস্টার। এবং প্রথমবারেই আমি পরিষ্কার জবাব আশা করছি—আমার মেজাজ বিশেষ ভাল নেই।'

'এতে আমার কোন হাত ছিল না,' অন্য হাতে নিজের আহত হাত ধরে জবাব দিল সে। বড় বড় ফোঁটায় ওখান থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে। 'ওরা কিছু গরু এনে এখানে বিক্রি করেছে--

কারণ হুইস্কি খাওয়ার পয়সাও ওদের কাছে ছিল না।'

'কবে? আর ওরা কে ছিল?'

'শনিবার। ওরা তিনজন ছিল। তিনজন পুরুষ আর একজন লাল চুলের মহিলা।'

'কতগুলো গরু?'

'দশ বারোটা হবে।'

বারটেণ্ডারের দিকে তাকালাম আমি। 'ওগুলো কি তুমি কিনেছ?' এতক্ষণে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি কথা বলার সময়ে শ্যান এগিয়ে এসে বারের নিচে রাখা শটগানটা তুলে নিয়েছে। বারটেণ্ডারের কানের পাশে একটা লাল আঘাতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এখনও সে হতবুদ্ধি অবস্থায় রয়েছে। প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার করার আগে সে জবাব দিতে পারল না।

'হ্যাঁ, আমিই কিনেছি।'

'চুরি করা মাল কিনেছ তুমি,' আমি বললাম, 'এবং অ্যাবিলিনে চলতি দাম মাথা পিছু বিশ ডলার। আমরা ধরে নিচ্ছি দশটা গরুই ছিল—অর্থাৎ তোমার কাছে আমার দুইশো ডলার পাওনা হয়েছে।'

বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল সে। 'গরুগুলো আমি টাকা দিয়ে কিনেছি,' বলল বারটেণ্ডার। 'ওগুলোর জন্যে আমি নগদ টাকা দিয়েছি।'

'ওগুলো চোরাই মাল ছিল, এবং তুমিও সেটা ভাল করেই জান। তুমি যদি বল জানতে না তবে তুমি একটা মিথ্যুক। ওগুলো আমার গরু। ভালোয়-ভালোয় টাকাটা দিয়ে দাও।'

শ্যান বারের পিছনে গিয়ে ওকে এমন ঝাঁকি দিল যে ওর দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেল। তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে দশটা মুদ্রা বের

করে সে বারের ওপর রাখল।

ওকে একটা বিক্রয়-চুক্তি লিখে দাও পিপ —আমি সই করব।

বারটেণ্ডারকে শ্যান বারের সাথে ঠেলে লাগিয়ে দিয়েছে। ওর হাতের শটগানটা আর সবাইকে কাভার করে রয়েছে।

আমি পিস্তলবাজের দিকে একটা পিস্তল ধরে ইশারা করলাম। লোকটা টলতে টলতে এগিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

'তুমি কি আমাকে এই হাতের ব্যাপারে কিছু করার সুযোগ দেবে?' অনুনয় করে জিজ্ঞেস করল সে।

'আমার জন্যে তুমি যতটা করেছ আমিও ততটাই করব,' জবাব দিলাম আমি। 'আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরও তুমি জীবিত থাকলে কিছু একটা করতে পারবে। কিন্তু আপাতত আমি জানতে চাই, যারা গরু বিক্রি করেছিল ওরা কোনদিকে গেছে। এবং আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, জান না বলে আমার সময় নষ্ট করো না।'

টেবিলে বসা একটা লোক বলে উঠল, 'এতে আমাদের কিছুই আসে যায় না। ওরা দক্ষিণ থেকে এসেছিল, এবং ওদিকেই ফেরত গেছে। ওরা আরও একপাল এফ টি ব্র্যাণ্ডের গরুর খোঁজ করছিল। ওদের আমরা আগে কখনও দেখিনি তোমার নাম ফিশার হলে সে তোমার কথাও জানতে চেয়েছিল।'

'হ্যাঁ, ফিশার,' আমি বললাম, 'ড্যান ফিশার। ওদের সাথে তোমার আবার দেখা হলে জানিও আমি ওদের খুঁজছি। ওরা যদি আমার পার্টনার ডেভ ট্যানারকে হত্যা করে থাকে তবে আমি ওদের ফাঁসিতে ঝোলাব

দরজার দিকে এগোলাম আমরা। 'কেউ ওদের সাহায্য করলে

বা ওদের থেকে গরু কেনে, তাদেরও একই পরিণতি ঘটবে।'

বাইরে মোটামুটি ঠাণ্ডা। আমরা ঘোড়ার পিঠে উঠলাম। বারটেণ্ডারের শটগানটা এখনও শ্যানের হাতেই রয়েছে।

আড়চোখে আমার দিকে চাইল শ্যান। 'মিস্টার, সামান্য খড়কুটো পেলেই তুমি গনগনে আগুন জ্বেলে তুলতে পার।'

আট

সাটলারের স্টোর থেকে আমরা একটা প্যাকহর্সের পিঠে যতটা নেয়া সম্ভব সেই পরিমাণ মাল নিলাম। বাকিটা ওখানেই জমা রাখলাম। কি ঘটেছে,সেটা আমি সংক্ষেপে তাকে বললাম। আমরা ফেরার আগে যদি ট্যানার আসে, তাহলে ওকে কি বলতে হবে তাও বললাম।

দক্ষিণের ট্রেইল ধরলাম আমরা। ফোর্ট থেকে বেশ কিছুটা দূরে না যাওয়া পর্যন্ত ট্র্যাক খুঁজে লাভ নেই। আমি পেট্রোল আর লোকজনের যাতায়াতে কাছের সব চিহ্নই মুছে গেছে।

পাঁচ মাইল দক্ষিণে দেখা গেল ট্র্যাকের সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। শ্যান আর পিপের কাছে আমি ফ্ল্যাশ গর্ডনের ঘোড়া আর কেলসির কালো ঘোড়ার ছাপের বিবরণ দিলাম। 'আজ রাতের জন্য আমরা ক্যাম্প করব,' জানালাম, 'কাল সকালে শ্যান পুবে যাবে আর পিপ

পশ্চিমে। পাঁচ মাইল যাওয়াই যথেষ্ট। তোমাদের কেউ ট্রেইল দেখতে পেলে স্মোক সিগন্যাল দিও। আমি ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে দক্ষিণ দিকে এগোব। কেলসির লোকজনের দেখা পেলে একা লড়তে যেও না—বাকি দুজনকে খবর দিও।'

'তোমার কি মনে হয় ট্যানারের সাথে ওদের গোলাগুলি হয়েছে?' প্রশ্ন করল পিপ।

'জানি না। তবে আমার বিশ্বাস দক্ষিণে পাহাড়ের ভেতর কোথাও গরুগুলোকে রাখা হয়েছে।'

ভোরে এককাপ কফি খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। অন্য দুজন অদৃশ্য হলে আমি খাপ থেকে রাইফেল বের করে কাজ শুরু করলাম। ট্রেইল ছেড়ে একবার ডাইনে আর পরের বার বাঁয়ে ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণে এগোচ্ছি।

সাবধানে এগোচ্ছি, কারণ অ্যামবুশের ভয় আছে। দুপুর হয়ে এসেছে—দিনটা গরম হয়ে উঠল। মাঝেমাঝে মোষের খুরের ছাপ আমার চোখে পড়ছে, কিন্তু কোন আরোহীর ছাপ দেখতে পেলাম না।

হঠাৎ পুব আকাশে ধোঁয়া উঠতে দেখা গেল। তাড়াতাড়ি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কিছু সেজ ঝোপ জড় করে তাতে আগুন জ্বালালাম। পিপ যদি পুবের ধোঁয়া দেখতে না-ও পায়, এখানে এসে আমার ট্র্যাক অনুসরণ করে ঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারবে।

শ্যান অপেক্ষা করেনি। আমি পুবের আগুনটার কাছে পৌঁছার অল্পক্ষণ পরেই পিপ হাজির হল। আমরা দেখলাম আগুনে ছাইয়ের কাছেই কতগুলো পাথর সাজিয়ে একটা তীর চিহ্ন এঁকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে ট্রেইলটার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শ্যানের ট্রেইলটা চারজন আরোহী আর দুটো প্যাকহর্সের পাশাপাশি এগিয়েছে। আমরা দ্রুত ঘোড়া ছুটালাম, কারণ ট্র্যাকগুলো তিন-চার দিনের পুরনো। কেউ অনুসরণ করতে পারে এমন চিন্তা ওদের মনে আসেনি। তাই ট্র্যাক ঢাকার কোন চেষ্টা না করে নিশ্চিন্তে চলেছে ওরা।

একটা ঝর্নার পাশে কটনউড গাছের তলায় বসে ওরা দুপুরের খাওয়া সেরেছে। ট্র্যাক দেখে বোঝা যায় ওদের কোন তাড়া নেই। শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামও নিয়েছে।

কিন্তু ওদিকে শ্যান ফ্রীম্যান খুব দ্রুত এগোচ্ছে। তাই আমাদেরও দ্রুতগতিতে চলা ছাড়া উপায় নেই—নইলে আমরা পৌঁছানর আগেই ও কেলসিদের ধরে ফেলবে।

হঠাৎ চিহ্নগুলো সোজা ডান দিকে মোড় নিয়ে একটু নিচু হয়ে দুই পাহাড়ের মাঝে দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে। এইখানে ওদের দিক বদল করা পছন্দ না হওয়ায় শ্যান বেশ দুর দিয়ে ঘুরে এগিয়েছে। ওর ইচ্ছা, দুর থেকে পাহাড়ের ফ্র্টাকে স্কাউট করবে।

এসব কিছুই আমার পছন্দ হচ্ছে না। বেশি তাড়াহুড়া করছে শ্যান। আমাদের জন্যে ওর অপেক্ষা করা উচিত ছিল।

ঘোড়া থামিয়ে জিনের ওপর বসেই কান পাতলাম আমি। কোন রকম সন্দেহজনক শব্দ শুনতে পেলাম না।

সামনের এলাকায় প্রতিটি ঝোপ, গর্ত আর পাথর যতদুর সম্ভব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। আপাতদৃষ্টিতে কোন কারণ না থাকলেও আমি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছি। মৃদু বাতাস আমার গাল ছুঁয়ে বইছে, টের পাচ্ছি। এছাড়া কোথাও কিছু নড়ছে না। আমাদের চারপাশে মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ঘোড়ার পেটে গোড়ালির ছোঁয়া দিয়ে ওকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোলাম। অ্যারোয়ো (arroyo—বর্ষার পানিতে কাটা পথ) ধরে চুপিসারে কিনারে উঠে উঁকি দিয়ে দেখাই যুক্তিসঙ্গত। শ্যান ওপাশে কি দেখতে পেয়েছে সেটা জানা প্রয়োজন।

'পিপ,' নিচু স্বরে, মাথা না ফিরিয়েই কথা বললাম আমি, 'তুমি প্যাকহর্সের দড়িটা ধর। আমি সঙ্কেত দিলেই তোমার ডান দিকে যত জোরে পার ছুটবে। সামনে একটা গর্ত আছে। ওর ভিতর দিয়ে তুমি সামনের ড্রর দিকে এগোবে। আমি এখান দিয়েই ড্রতে ঢুকব।'

আমার ধারণা ওরা আমাদের জন্যে ওত পেতে অপেক্ষা করছে—তাই যদি হয় আমাদের দুদিক থেকে আসতে দেখে একটু হকচকিয়ে যাবে।

নরম সুরে আমি ঘোড়ার সাথে কথা বললাম। 'ঠিক আছে, বাছা, চল যাই!'

টের পেলাম বাকস্কিনের পেশী একটু আড়ষ্ট হল। 'এবার!' বলে ওকে আমি স্পারের খোঁচা দিলাম। লাফিয়ে উঠে অ্যারোয়ো ধরে ছুটে চলল ঘোড়া। হাতে আমার রাইফেল।

গুলির একটা চাপা শব্দ হল। আমি অ্যারোয়োর বাঁক ঘুরলাম। আমার ঠিক সামনেই রয়েছে ওরা। পিস্তলের মত রাইফেলটাকে বাগিয়ে ধরে একেবারে সামনে থেকে আমি প্রথম লোকটাকে গুলি করলাম।

ওরা আশা করেছিল আমরা একসাথেই আসব—আরও ভেবেছিল আমরা পালানর চেষ্টা করব। কিন্তু তার বদলে আমরা দুজন দুদিকে গেছি—আর ঠিক ওই মুহূর্তেই ওদের কেউ গুলি ছুঁড়েছে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ওদের ওপর এসে পড়ল বাকস্কিন। আমি গুলি করার সময়ে লোকটার বুক রাইফেলের মাথা থেকে ছয় ফুটও দূরে ছিল না। বুলেটের ধাক্কায় লোকটা পড়ে গেল। কিন্তু পড়ার আগে আমার ঘোড়ার একটা খুর ওকে আঘাত করল।

দ্বিতীয় লোকটা, যে গুলি করেছিল সে কোন সতর্কবাণী ছাড়াই বেকায়দা অবস্থায় পড়ল। লোকটা অ্যারোয়োর মাথায় ঢালের ওপর ছিল। ওর পায়ের অবস্থান সুবিধাজনক ছিল না। তাড়াহুড়া করে ঘুরে রাইফেল তাক করতে গিয়ে ওর পায়ের তলা থেকে বালু সরে গেল ভারসাম্য হারিয়ে লোকটা পিছলে অ্যারোয়োর তলায় এসে হাজির হল।

রাইফেলটাকে পিস্তলের মত ধরেই ওর দিকে গুলি করে মিস করলাম। আমার ঘোড়া এখনও চার্জ করে সামনের দিকে ছুটে চলেছে। ভাল ক্যাটল-হর্সের মত বাকস্কিনটা একটা দশ সেণ্ট পয়সার ওপরও ঘুরতে পারে। ঘোড়াটাকে ঘুরালাম—অ্যারোয়োর অপরিসর জায়গাতেও সে ঘুরতে সক্ষম হল।

পিছলে পটকান খাওয়া লোকটা চার হাত-পা ব্যবহার করে কোনমতে উঠে দাঁড়াল। লাল চুলওয়ালা মোটা গড়নের লোক। ওকে আমি আগে দেখিনি। ওর মুখটাও লাল। হালকা নীল বিস্ফারিত বুনো চোখে সে চেয়ে আছে। ঠোঁট দুটো পিছন দিকে উল্টান। রাইফেল ফেলে দিয়ে লোকটা পিস্তল বের করার জন্য হাত বাড়াল। সময় নেই···ঘোড়া ছুটিয়ে ওর দিকে চার্জ করলাম আমি। ঘোড়ার ধাক্কায় ঘুরে পাথরের ওপর পড়ল সে। পিস্তলটা হাত থেকে ছুটে দূরে গিয়ে পড়ল।

আমার ঘোড়াটা থেমে ঘুরে দাঁড়াল। হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে

চিৎ হয়ে পড়া লোকটার ওপর আমার রাইফেল। ইতস্তত করছি গুলি করব কি না। বুঝতে পেরে সে দু'হাত শূন্যে তুলল। 'ঈশ্বরের দোহাই। গুলি কর না!'

'তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে,' বললাম আমি। আমার রাইফেল এখনও ওর দিকে তাক করা।

প্রথম লোকটাকে দেখা আমার একান্ত দরকার। জানতে হবে সে মারা গেছে না কেবল জখম হয়েছে। ঘোড়াটাকে পাশে হাঁটিয়ে যেখান থেকে দুজনকেই দেখা যায় এমন জায়গায় নিলাম। অন্য লোকটা স্থির হয়ে পড়ে আছে—আশেপাশে কোন অস্ত্রের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

ওদের সাথে কি আ ও লোক রয়েছে? 'তুমি যদি বাঁচতে চাও তবে কথা বলা শুরু কর,' বললাম আমি। 'আমার যদি ধারণা হয় তুমি মিথ্যা কথা বলছ, তবে বুকে একটা গুলি ঢুকিয়ে তোমাকে এখানেই ফেলে যাব।'

'গুলি কর না,' আবার অনুনয় করল সে। 'এমনিতেই আমার অনেক হাড়গোড় ভেঙেছে—জানি না কতটা ক্ষতি হয়েছে।'

'খুব দুঃখের কথা,' বললাম আমি। 'তোমাকে এই কাজে কে নিয়োগ করেছে?'

'মেরি নামের মেয়েটা। বলেছিল কাজটা খুব সহজ হবে। মাথা-পিছু তিরিশ ডলার করে দেবে বলেছিল।'

'এখন সে কোথায়?'

ওদের ঘোড়াগুলো এখন আমি দেখতে পাচ্ছি। ওগুলোর একটা জন ওয়াইলসের ঘোড়া বলে চিনতেও পারছি। সন্দেহ নেই গরু-গুলোর সাথে ওটাও চুরি করা হয়েছিল।

'ওরা সামনে এগিয়ে গেছে, সম্ভবত ফর্কে ওদের লোকজন আর গরুর কাছেই গেছে।'

'মেয়েটা কিভাবে জানল আমরা আসব?'

'আমি জানি না। ক্যাম্পের ধারণা ছিল তোমরা আশেপাশে কোথাও নেই। কিন্তু ওই মহিলা যেন কিভাবে আঁচ করেছিল। শপথ করে সে বলেছিল তোমরা আসবেই। ফোর্ট লারামিতে গিয়ে তোমাদের পৌছান পর্যন্ত খোঁজ-খবর রাখতে হবে।

'শ্যানের কি হয়েছে?'

'সে কে?'

'শ্যান ফ্রীম্যান···সে আমাদের আগেই এখানে পৌছেছিল।'

'শ্যান ফ্রীম্যান? ওর টিকিটাও আমরা দেখতে পাইনি। ও আসছে জানলে তুমি আর এখন আমাদের এখানে পেতে না। লোকটা একেবারে নরকের চাকা।'

'তাই? তুমি বুঝি কেবল আমাকেই হত্যা করতে চেয়েছিলে? তামাদের সঙ্গী আর কেউ এখানে আছে?'

'না।'

সতর্কভাবে কথা বলছে সে। ওকে আবার আমার হুমকি স্মরণ করিয়ে দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'ফর্কে কয়জন লোক আছে?' ওকে আরও মনে করিয়ে দিলাম যে ঘোড়া আর অস্ত্র ছাড়া এই এলাকায় সে বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না।

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল সে। ওর শকটা কেটে যাওয়ার পর লোকটা এখন ব্যথা অনুভব করতে শুরু করেছে। একটা চিড় খাওয়া কিংবা খারাপ ভাবে ঘষা খাওয়া হাড়েও একই অনুভূতি আসতে পারে।

'শোন, তুমি যদি মুখ না খোল তবে তোমার ঘোড়া আর অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তোমাকে এখানে ফেলেই আমরা চলে যাব। তুমি তো জান এই অঞ্চলে ঘোড়া, পিস্তল বা রাইফেল, আর পানি ছাড়া বাঁচা কি রকম কষ্টকর। তাছাড়া হয়ত তোমার কিছু হাড়ও ভেঙেছে।'

আমার রাইফেলের নলের দিকে চেয়ে আর আমার হুমকি শুনে সে বলে চলল। 'ক্যামডেনস র‍্যাঞ্চ একটা আউটলর্দের গোপন আড্ডা। ওখানে তাজা ঘোড়া আর খাবার আউটলদের জন্যে সব-সময়েই সরবরাহ করা হয়। সবশুদ্ধ ওরা নয়জন আছে। মেয়েটা সহ। ওখানে ডন ক্যামেরনের ছয়জন লোক রয়েছে।

অর্থাৎ চড়া মূল্যের বিনিময়ে চোরাই স্টক রাখা, বা তাজা ঘোড়া সরবরাহ, সবই করে ওই লোক।

'ওটা কি, একটা আউটল হাইড-আউট, নাকি র‍্যাঞ্চ?'

'র‍্যাঞ্চ। দুজন টপ কর্মচারী ওদের হয়ে কাজ করে। বাকি সবাই আউটল বলে ওদের নির্দেশ মতই কাজ করে।'

আমার রাইফেল আর হুমকির মুখে সে অনেক কথাই বলে চলল। ক্যাপ্টেন কেলসি আক্রমণ করেছিল ট্যানারের দলকে। ওরা নিজেরা একজনকে হারিয়েছে—দুজন আহত হয়েছে। কিন্তু ট্যানারের দুজন লোক মারা গেছে, বাকি লোকজনকে গরু আর ঘোড়া কেড়ে নিয়ে অসহায় অবস্থায় ফেলে আসা হয়েছে। কেউ যদি পানি আর ঘোড়া ছাড়া এখনও বেঁচে থাকে, তারা আর কতক্ষণ টিকবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

বারবার জেরার ফলে জানা গেল 'বাট'-এর (চাঁদমারির মত টিলা) মাথায় একটা লোককে দূরবীন হাতে পাহারায় বসিয়ে রাখা হয়েছে। যারা মরেনি ওদের কেউ উত্তরে এলে, তাকে হত্যা করার নির্দেশও

দেয়া হয়েছে। আহত লোকটা আরও জানাল 'বাট' এর ওপর বসা লোকটার চোখ এড়িয়ে কারও যাওয়া বা এইদিকে আসার কোন সুযোগ নেই।

অ্যারোয়ো ধরে প্যাকহর্স নিয়ে এগিয়ে এল পিপ ওল্ডরয়েড। ওদিকে কাউকেই সে দেখেনি। তাহলে শ্যান ফ্রীম্যান কোথায়?

আমরা অন্য লোকটার কাছে গেলাম। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে সে, কিন্তু এখনও বেঁচে আছে। এক হাতে রাইফেল ধরে আমি যে গুলিটা করেছিলাম, সেটা আরও নিচে তাক করলেও তা ওর মাথায় লেগেছে। খুলির একটা অংশ ভেঙে গেছে। সম্ভবত মাথায় প্রচণ্ড আঘাতে ওর 'কংকাশন' হয়েছে।

পিপ কিছু শুকনো কাঠ জোগাড় করে আনল। আমরা একটা ছোটমত আগুন জ্বালালাম। লাল চুলের লোকটাকে উঠতে সাহায্য করলাম আমি। একটা পা খুব খারাপভাবে মচকেছে। তবে মনে হয় না ভেঙেছে। ওর শার্টের পিছন দিকটা রক্তে ভিজে উঠেছে, পিঠ বেশ ভালমতই ফালি ফালি হয়ে চিরেছে ওর হাতেও চোট পাওয়ার দাগ দেখা যাচ্ছে। ওর কনুইটার কি যেন হয়েছে—দেখে মনে হচ্ছে হয়ত ভেঙেছে। আমি হাত বা ভাঙা পা ঠিক মত বসাতে চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু কনুই সেট করার চেষ্টা করতে সাহস পাই না।

'আমরা কফি বানাচ্ছি,' আমি বললাম, 'তুমিও আমাদের সাথে যোগ দিতে পার। এরপর ঘোড়ায় চড়ে সোজা ফোর্ট লারামিতে চলে যেও। তোমার হাতের অবস্থা আমার ভাল ঠেকছে না···মনে হচ্ছে ভিতরে কিছু ভেঙেছে।'

'তুমি কি আমাদের ছেড়ে দিচ্ছ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল লাল

চুলওয়ালা লোকটা।

'হ্যাঁ, কিন্তু তোমার টিকিটাও আর দেখতে চাই না,' বললাম আমি। 'আমরা তোমাকে গুলি করে মারতে পারতাম কিন্তু তোমার বিষাক্ত মাংস খেয়ে দেশের সব শকুনগুলোই মারা পড়ত। তাই তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি···তবে তোমার অস্ত্রগুলো আমরা রেখে দেব।'

'এক মিনিট, শোন!' প্রতিবাদ করল সে। 'আমাদের নিরস্ত্র অবস্থায় পাঠালে প্রথম যে ইণ্ডিয়ানের সাথে দেখা হবে সে-ই আমাদের খুন করবে।'

ওর দিকে চেয়ে আমি হাসলাম। 'জলদি ফোর্টের পথে রওনা হয়ে যাও। যদি প্রার্থনা করতে পার, আর কপাল ভাল থাকে, তবে পথে কোন ইণ্ডিয়ানের দেখা তুমি পাবে না।'

কিছুক্ষণ গজগজ করল সে। কিন্তু যে লোক আমার দিকে গুলি ছুঁড়েছে তাকে অস্ত্র ফিরিয়ে দেয়ার কোন ইচ্ছা আমার নেই। 'ওর কি হবে?' প্রশ্ন করল সে, আর ইঙ্গিতে অজ্ঞান আউটলর দিকে দেখাল।

'তুমি ওকে বয়ে নিয়ে যাও, বললাম আমি। 'আমার মনে হয় অল্পক্ষণের মধ্যেই ওর জ্ঞান ফিরবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা, যদি তোমাদের আবার আমার ট্রেইলে দেখি সেটা আমি মোটেও ভাল চোখে দেখব না। ফোর্টে গিয়ে সুস্থ হয়ে 'নেশন' বা অন্য এমন কোথাও চলে যেও যেখানে আমার যাবার সম্ভাবনা নেই।'

ওদের কফি খাওয়ালাম আমরা। তারপর ছেড়ে দিলাম—তবে ওদের রাইফেল আর পিস্তল আমাদের মালবাহী ঘোড়ার পিঠে বেঁধে রাখলাম। এতে আমার ছুটো বাড়তি পিস্তল হল, কারণ ভুয়া শেরিফের পিস্তলটা এখনও আমার কাছেই রয়েছে।

কিন্তু এখনও শ্যান ফ্রীম্যানের কোন দেখা নেই। আমরা চারপাশের জমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম—ওর সব ট্র্যাক যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

আমাদের সামনের এলাকাটা খোলামেলা দেখাচ্ছে, কিন্তু আসলে তা নয়। অনেক আগেই আমি আবিষ্কার করেছি বেশিরভাগ পশ্চিমের সমভূমি বা মরুভূমিই মানুষকে ধোঁকা দিতে পারে। কারণ যে জমি সমতল বা সামান্য উঁচুনিচু মনে হয় সেখানে বিরাট গর্ত বা ড্র থাকতে পারে। একেবারে কাছে না হওয়া পর্যন্ত টেরই পাওয়া যায় না।

আমরা ক্যাপ্টেন কেলসি আর তার সঙ্গীদের ট্রেইলের খোঁজই কেবল করছিলাম। হঠাৎ গরুর ট্র্যাক দেখতে পেলাম। পিপ ছিল আমার থেকে সিকি মাইল পূবে। সে-ই প্রথম চিহ্নগুলো দেখতে পেয়েছে।

ঘোড়া চালিয়ে আমার কাছে চলে এল পিপ। যারা পিছন দিকে ছিল তাদের ঘোড়ার খুরের ছাপ গরুর চিহ্নগুলোর ওপর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওগুলোর মধ্যে কেলসির কালো ঘোড়ার ছাপও রয়েছে।

'এখন কি করবে?' প্রশ্ন করল পিপ। চোখ ছোট করে দূরে গরুগুলো যেদিকে গেছে সেদিকে তাকাল সে। চিহ্নগুলো কয়েকদিনের পুরনো। এখন ধুলো পড়ে কিছুটা আবছা হয়ে আসছে। কিন্তু আমরা সহজেই চিনতে পারছি। কিন্তু এই মুহূর্তে ডেভ ট্যানার আর তার লোকজন সম্পর্কে আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

'আমরা ফিরে যাব,' জানালাম আমি। 'হয়ত ওরা সবাই মারা পড়েছে, ওদের আমি সম্মানজনকভাবে কবর দিতে চাই। কেউ যদি এখনও বেঁচে থাকে ওদের খুঁজে বের করব।'

'অনেক সময় পার হয়ে গেছে,' বলল পিপ।

'ওরা শক্ত মানুষ,' আমি বললাম, 'আর যেসব শক্ত লোকের বাঁচার তীব্র ইচ্ছা থাকে তারা সহজে মরে না। ট্যানার যদি গুলি খেয়ে মরে না থাকে তবে সে এই মুহূর্তেও বাঁচার জন্যে লড়ছে। আমরা গরুর ট্র্যাক ধরে পিছনে যাব।'

'শ্যানের কি হবে?'

'ওকে নিজের পথ নিজেকেই বেছে নিতে হবে। ও আমাদের জন্যে অপেক্ষা না করে একাই হয়ত পুবে এগিয়ে গেছে—তাই নিজেরটা ওকে নিজেই সামলাতে হবে।' পুবে যেদিক থেকে গরু-গুলোকে আনা হয়েছে সেদিকে ইঙ্গিত করলাম আমি। 'অথবা হয়ত ও গরুগুলোকে অনুসরণ করছে।'

'ও শিকারি মানুষ,' বলল পিপ। 'গরুর পিছনেই গেছে।'

'ওর জন্যে আমার শুভেচ্ছা রইল,' বললাম আমি। 'কিন্তু আমরা পুবে যাব।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আমরা পুবে রওনা হলাম। আমার চোখ আকাশের দিকে। পিপ অবুঝ নয় বলে কোন প্রশ্ন করল না।

আমি শকুন খুঁজছি।

নয়

সেজ ঝোপগুলোর ওপর শকুন প্রায় অলসভাবে আকাশে ঘুরছে। আমরা মাইলখানেক দূর থেকে ওদের দেখতে পেয়েছি। সতর্কভাবে এগোচ্ছি আমরা—জানি না ওখানে পৌঁছে আমরা কি দেখতে পাব। নীরবে ঘোড়া চালাচ্ছি আমরা—কেবল জিনের ককানি আর ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

প্রথমেই আমরা যা দেখলাম সেটা হচ্ছে একটা মৃত ঘোড়া। পিছনেই রয়েছে একটা অপরিচিত লোকের লাশ। ওর কাপড় খুলে নিয়ে দেহ কেটে বিকৃত করা হয়েছে।

'এটা কোন ইণ্ডিয়ানের কাজ নয়,' মন্তব্য করল পিপ। 'কেউ ঘটনাটা ওভাবে সাজাতে চেয়েছে।'

বেশি এলাকা কাভার করার জন্যে আমরা ছড়িয়ে পড়লাম। আর একটা লাশ দেখতে পেলাম। এক্ষেত্রে দায় সারা ভাবে দেহ বিকৃত করার কাজ করা হয়েছে।

পিপ তার হাত উঁচু করল, আমি ওর কাছে গেলাম। মোষের জলাভূমিতে আর একটা মৃত ঘোড়া পড়ে আছে—ওটা চমৎকার তেজী ঘোড়া ছিল। নরম মাটিতে বুটের মাথা ঢুকে যাওয়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, লোকটা মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে ভীষণ লড়াই করেছে।

পিপ গুণে দেখল ওখানে বিয়াল্লিশটা খালি কার্তুজ পড়ে আছে।

চিহ্নগুলোর ওপর নাল লাগান ঘোড়ার খুরের ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে। একটা কার্তুজ খুরের চাপে মাটিতে ঢুকে গেছে।

'এখানে যে ছিল, সে নিশ্চয় পালাতে পেরেছে,' পিপকে জানালাম আমি।

'অন্তত কিছুক্ষণের জন্য। দিনের আলো যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ লোকটা ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল। কেউ ঘোড়া নিয়ে ওকে মারতে এসে দেখেছে সে চলে গেছে।'

বৃত্তাকারে ঘুরে আমরা ট্র্যাকগুলো যত্নের সাথে পরীক্ষা করে দেখছি। আকাশে মেঘ জমছে…বাতাস আমাদের হ্যাটের কিনার-গুলোয় ঝাপটা মারছে, ধুলো উড়ছে। 'বৃষ্টি আসবে,' মন্তব্য করল পিপ। 'ভাবছি শ্যানের কি হল।' কিন্তু এর জবাব আমাদের জানা নেই।

ঘটনাচক্রে আমরা একটা ট্রেইল দেখতে পেলাম। পুব দিকে খোঁজার জন্য ঘুরতে যাচ্ছি আমরা এই সময়ে এক গোছা সেজ ঝোপের তলায় পায়ের ছাপ আমার চোখে পড়ল। 'এদিকে দেখে যাও,' পিপকে ডাকলাম আমি।

ছাপটা ভাল করে পরীক্ষা করে পিপ মুখ তুলে চাইল। 'স্মার্ট… লোকটা বুট খুলে শুধু মোজা পরে হেঁটেছে।'

ছাপটা আবছা আর অস্পষ্ট। কিন্তু এখন আমরা জানি কিসের খোঁজ করতে হবে। কিছুদুর সামনে ছাপ একটু স্পষ্ট হল। লোকটা তাড়াহুড়া করে এগিয়েছে। কিন্তু অনুসরণকারীরা এতদুর আসেনি, তাছাড়া ওরা বুটের ছাপ খুঁজছিল।

একঘন্টা ট্র্যাক ধরে এগিয়ে মাঝে মাঝে হারিয়ে পরে আবার

খুঁজে পেলাম। লোকটার খোঁজ পাওয়ার আশায় এগোচ্ছি আমরা। হয়ত ও আহত হয়ে থাকতে পারে।

প্রায় আধমাইল পথ চলার পর লোকটা থেমে আবার বুট পরে নিয়েছে। ওখানে আবার আমরা ট্র্যাক হারালাম। ঘোড়ার পিঠে বসে এলাকাটা আমরা ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম। কাছেই একটা ঢিবির ওপর পাথর আর গাছ রয়েছে। একটু পশ্চিমে ভাঙা-চোরা নিচু জমি আর ঝোপ-ঝাড় রয়েছে।

'আমার বিশ্বাস সে নিচু জমির দিকেই গেছে,' বললাম আমি। 'লোকটা যে-ই হোক, খুব চালাক। ও আন্দাজ করবে কেলসির দল উঁচু জায়গাতেই ওকে খুঁজবে।'

'আমিও মনে করি তোমার কথাই ঠিক,' পিপ বলল, 'তবু ওদিকটা আমি খুঁজে দেখছি।'

লোকটা আবার বুট খুলে ফেলেছিল বলেই আমরা ওর ট্র্যাক হারিয়েছিলাম। নিচু জমিতে এসে দেখতে পেলাম কোথায় থেমে সে আবার বুট পরেছে। ওখান থেকে হেঁটে এগিয়েছে সে। এতক্ষণে নিশ্চয় ওর পা ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে।

নিচু জমিটা পুরনো জলাভূমি। বর্ষার সময়ে ওখান থেকে উপচে পড়া পানি একটা খাঁজ দিয়ে ক্রীকের দিকে যায়। ওই খাঁজের ভিতর দিয়েই লোকটা এগিয়েছে। ওটা বেশি গভীর না হলেও কেউ হামা-গুড়ি দিয়ে চললে সহজে তাকে দেখা যাবে না।

ক্রীকটা তেমন বড় না। এখন শুকনো। বোঝা যায় বৃষ্টির মৌসুমে এখানে যথেষ্ট স্রোত হয়।

আমরা ক্রীকের দুই দিকই স্কাউট করে বুঝলাম লোকটা ক্রীক ধরে উপর দিকে গেছে। কিছুক্ষণ পরপর থেমে সে বিশ্রাম নিয়েছে।

'নিশ্চয় আহত হয়েছে,' বলল পিপ।

'কিংবা সে শহুরে লোক, রুক্ষ এলাকায় বেশি হাঁটার অভ্যাস নেই।'

'তোমার ধারণা লোকটা ডেভ ট্যানার?'

'হতে পারে,' বললাম আমি।

কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। প্লাসটিকের বর্ষাতি বের করে আমরা পরে নিলাম। বৃষ্টির পানিটা ঠাণ্ডা। বৃষ্টির বেগ কিছুটা বাড়ল—এখন আর বেশিদূর দেখা যাচ্ছে না।

'এতে ট্রেইলগুলো মুছে যাবে,' পিপ বলল।

'ঝর্নার তলা দিয়েই সে এগোবে। পানি পাওয়ার সম্ভাবনা এখানেই সবথেকে বেশি। হয়ত গর্তে জমে থাকা পানি বা কোন ফোয়ারা মিলে যেতে পারে।'

ক্বচিৎ দু'একটা চিহ্ন আমাদের নজরে পড়ল, কিন্তু বৃষ্টিতে ওগুলো প্রায় আকারহীন হয়ে উঠেছে। লোকটা ক্লান্ত···হয়ত জখমও হয়েছে, তবু এগিয়ে গেছে সে। 'স্বীকার করতেই হবে ওর সাহস, বুদ্ধি আর সহ্য ক্ষমতা, সবই আছে,' মন্তব্য করল পিপ।

এখন জোর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঝর্নার তলা দিয়ে সরু ধারায় পানি বইছে। লুকান যায় এমন জায়গার জন্য আমরা দুই পাড়ের দিকে নজর রেখেছি। মাঝেমাঝে পাড়ে উঠে আশপাশের এলাকা দেখে নিচ্ছি। জমি বেশিরভাগই শান্ত ঢেউ-এর মত সামান্য উঁচুনিচু। খাড়া বা উঁচু পাহাড় সামান্যই রয়েছে।

আমাদের সামনে ঝর্নার এক পাড়ে তোড়ের সময়ে পাথর কেটে গর্ত হয়ে রয়েছে। উপরে ছাদের মত পাথর বেরিয়ে আছে। কেউ কিছু পাথরের চ্যাপ্টা চাঁই আর পানিতে ভেসে আসা কাঠের গুঁড়ি

দিয়ে ঠেকা কাজ চালাবার মত একটা আশ্রয় তৈরি করেছে ওখানে।

'কিছু কফি খেলে কেমন হয়?' প্রস্তাব দিল পিপ।

আমাদের থেকে ঘোড়াগুলোর বিশ্রাম বেশি দরকার। ওই পাথরের ছাদের নিচে ওদের জন্যেও যথেষ্ট জায়গা রয়েছে।

'লোকটা এখানে কেন থামেনি সেটাই আশ্চর্যের বিষয়,' বলল পিপ। 'আমি কফি বানাচ্ছি, তুমি ইচ্ছে করলে একটু ঘুরে দেখতে পার।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ওদের প্রাকৃতিক ছাদের তলায় নিয়ে এলাম। অনেক জ্বালানি রয়েছে ওখানে—আগুন জ্বালাল পিপ। হ্যাট থেকে পানি ঝেড়ে চারপাশে তাকালাম।

আমাদের লোকটার এই জায়গায় আশ্রয় নেয়াই স্বাভাবিক হত—সম্ভবত এই কারণেই সে এখানে থামেনি; হয়ত ভেবেছে কেলসিরা এই জায়গাটা চেনে।

বৃষ্টির মধ্যে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরলাম। অল্পক্ষণ পরেই কফি আর তারপর মাংস ভাজার গন্ধ নাকে এল। ফেরার জন্যে ঘুরলাম —ঘাড় ফিরিয়ে আড়চোখে যা দেখলাম তাতে একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

একটা বিশাল বুড়ো গাছ, যার ডালপালা ঝুঁকে ঝর্নার অনেকখানি ঢেকে ফেলেছে—যেন একটা প্রাকৃতিক করাল তৈরি করেছে। বৃষ্টি আর মেঘের ভিতর দিয়ে আমার মনে হল একটা ঘোড়া দেখতে পেলাম। তিন পায়ে ভর দিয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা।

পিপ যেখানে কফি তৈরি করছে ওটা সেখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। জায়গাটা ঝর্নার বাঁকের কিছুটা ওপাশে—আমাদের শেলটার থেকে ওটা দেখা যায় না। তবে বাঁকটা মাত্র কয়েক ডিগ্রী।

রাইফেল তৈরি রেখে সাবধানে এগোলাম। চারপাশে সতর্ক নজর রেখে দেখছি, কোথাও কোন বিপদ লুকিয়ে আছে কি না। গাছের আড়াল দিয়েও যাওয়া সম্ভব না।

সামনে এগিয়ে ঘোড়াটাকে চিনতে পারলাম। ওটা জন ওয়াইল-সের ঘোড়া। গাছের দিকেও সতর্ক নজর রেখেছি। এবার লাশটা দেখতে পেলাম।

চেক শার্ট পরা একটা লোক—ওর মাথার পাশে ঘোড়াটার মাথা। ওর হাতে পিস্তল—কিন্তু মাত্র অর্ধেক বের করতে পেরেছে। কাছ থেকেই ওকে গুলি করা হয়েছে—পিস্তল বের করার আগেই গুলি করা হয়েছে। গুলিটা ওর খুলি ভেদ করে সরাসরি মগজে ঢুকে গেছে।

ওখানে আর একটা ঘোড়া রয়েছে—একটা লাশও রয়েছে। ও-ই কি আগের লোকটাকে হত্যা করেছে?

আমাদের লোক যদি সন্দেহ করে থাকে কেলসির লোকেরা পাথ-রের ছাদের তলার আশ্রয়টা চেনে তবে গাছের তলায় এই ক্যাম্পটাই সে বেছে নেবে।

লোকটার চেহারা সাধারণ—সে ইচ্ছা করলেই সৎ কাজ করে মোটামুটি ভাল রোজগার করতে পারত। লোকটা কে ছিল আর কেমন ছিল কিছুই আন্দাজ করা যাচ্ছে না।

ওকে কে মেরেছে—ট্যানার? নাকি আমাদের আর কোন লোক? যাহোক, ওদের কাউকেই আমি চিনি না। কারণ আমি চলে আসার পর ডেভ ট্যানার ওদের কাজে নিয়োগ করেছিল। তবে গেইটস-এর ঘোড়া যে চড়ছে সে নিশ্চয় আউটল—কারণ ওদের খুন করে ঘোড়া-গুলো নেয়া হয়েছিল।

ঘোড়াটার মাথার সাজ ধরে ওকে আমি পানি খাওয়াতে নিয়ে গেলাম। পিপাসার্ত ঘোড়াটা অনেক পানি খেল। তৃপ্তির সাথেই খেল।

একটা ব্যাপার নিশ্চিত। দুটো মৃত মানুষ আর দুটো ঘোড়া এখানে দেখা যাচ্ছে। আর দুটোই জন ওয়াইলসের ঘোড়া। অর্থাৎ মোজা পায়ে হেঁটে যে এখানে এসেছে—আমাদের লোক—সে কাছেই কোথাও আছে। ঘোড়াকে পানি খাওয়ানর সময় চারদিকে খেয়াল রাখলাম—যেকোন দিক থেকে বিপদ আসতে পারে। পিপকে জানালাম আমি কি দেখেছি।

'তোমার এখনও ধারণা ট্যানার আশেপাশেই কোথাও আছে?' প্রশ্ন করল পিপ।

'অন্য ঘোড়াটা নিয়ে যে পালিয়েছে সে ট্যানারও হতে পারে।'

কফি আর মাংস খাওয়ার ফাঁকে ব্যাপারটা নিয়ে আমরা ভাবলাম। ট্যানারকে খুঁজে বের করতেই হবে। 'লোকটি কঠিন ধাতুতে তৈরি, পিপ,' বললাম। 'আমি চিহ্ন দেখেই তা বুঝতে পারছি। সে একজন ভদ্রলোক, কিন্তু লোহার মত কঠিন। লড়াই সে করবেই—ছাড়বে না।'

পিপকে ঘোড়া পাহারা দেয়ার জন্যে রেখে বৃষ্টিতে ভেজা গাছ-গুলোর ভিতর দিয়ে খুব সতর্কভাবে খোঁজ শুরু করলাম। কোন ডালের সাথে আমার ঘষা লাগলেই পাতা থেকে বড় বড় ফোঁটায় পানি ঝরছে। পাথরে ঘেরা একটা জায়গায় আরও একজনের লাশ দেখতে পেলাম। লোকটার খুলিতে গুলি লেগেছে। মনে হয় গুলি ছোঁড়ার জন্য মাথা তোলাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। রাইফেলটা ওর পাশেই পড়ে আছে। ওর দেহের নিচে পাতাগুলো শুকনো।

উঠে দাঁড়িয়ে লোকটা যেদিকে গুলি করতে চেয়েছিল সেদিকে সাবধানে এগোলাম আমি। ঘাসের ওপর বুটের কোন শব্দ হচ্ছে না। বেশি দূরে নয়—কাছেই ঝোপের ভিতর থেকে লোকটা গুলি করেছে।

দুটো পিতলের খালি কার্তুজ দেখে বুঝলাম এখান থেকেই গুলি করা হয়েছে। আমি আশা করছি ট্যানারই গুলি চালিয়েছে। দ্রুত এগিয়ে কয়েকটা বুটের আর ঘোড়ার খুরের ছাপ দেখতে পেলাম।

পিপের কাছে ফিরে গিয়ে আমরা ঘোড়ার ট্রেইল ধরলাম। লোকটা পিছন ফিরে ঘোড়া নিয়ে সরে পড়েছে। আমার মনে হয় না সে জানে অন্য লোকটা মারা পড়েছে। হয়ত অন্য লোকটা গুলি করছে দেখেই সে সরে পড়েছে।

পাহাড়ের গা কাদায় পিছল হয়ে আছে। পানিতে ভরা পরিষ্কার ট্র্যাক দেখতে পাচ্ছি। পিপকে ডেকে ট্র্যাক দেখালাম।

'ও শাইয়্যান বা লারামির দিকে যাচ্ছে না,' মন্তব্য করল পিপ।

'কিছু গরু সে হারিয়েছে, ওগুলো উদ্ধার করতেই যাচ্ছে।'

'একা?'

'সে ওরকমই মানুষ। সাহায্য পেতে হলে ওকে অনেক অপেক্ষা করতে হবে। ততক্ষণে ওরা অনেক মাইল এগিয়ে যাবে। হয়ত কলোরাডো পৌঁছে যাবে। বিপদজনক একটা কাজ হাতে নিয়েছে সে।'

'কতক্ষণ আগে গেছে বলে ধারণা করছ?'

'চিন্তা করে দেখ, ক্যাক্সস্টন, মেরি আর তার সঙ্গীরা ফোর্ট লারা-মিতে কিছু গরু বিক্রি করতে নিয়ে গেছিল। বাকি গরুগুলো ওরা

ফর্কে রেখে গেছে। দেরি করলে ওরা অনেক মাইল দূরে সরে যাবে। তাওয়া গরম থাকতে থাকতেই সে কাজ সারতে চাইছে।'

'তাহলে ওরা ফর্কের দিকে রওনা হওয়ার সাথে সাথেই ট্যানার রওনা হয়েছে।'

অবশ্যই র‍্যাঞ্চের মালিক ওদের সাথে থাকবে। ওরা কিছু লোকও সাথে নিয়ে আসবে। আর ওরা যদি আউটল হয় তবে ওদের কেউ হয়ত আশেপাশেই কোথাও থাকবে।

সূর্য ডুবির সময়ে আমরা ফর্কে পৌঁছলাম। র‍্যাঞ্চ হাউসটা প্রায় তিরিশ ফুট লম্বা, দশ ফুট চওড়া। পাহাড়ের গায়ের সাথে তৈরি। দুটো ক্রীকের মাঝখানে। একটা বড় করাল রয়েছে ওখানে। দু'পাশে দুটো ক্রীক থাকায় র‍্যাঞ্চটা বেশ সুরক্ষিত। করালে বেশ কয়েকশো গরু দেখা যাচ্ছে।

আর একটা করালে দুই ডজন ঘোড়া রয়েছে। একটু নিচু জমিতে নেমে পিপ সবকিছু ভাল করে দেখে এল। তারপর একটা সিগারেট তৈরি করতে আরম্ভ করল। ওর সিগারেট তৈরি করার ফাঁকে দেখলাম নিচে র‍্যাঞ্চ-বাড়ির চিমনি দিয়ে ধীর গতিতে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। জানালা দিয়ে একটা বাতিও দেখা যাচ্ছে।

টিলার চূড়ার পিছনে লুকিয়ে আমরা বসে আছি। হাতের তালুতে লুকিয়ে সিগারেট ফুঁকছে পিপ। র‍্যাঞ্চ-বাড়িটা ধূসর থেকে কালো হল। তারপর রাতের আঁধারে মিশে গেল। লালচে আকাশের গায়ে আমরা কিছুক্ষণ চিমনির ধোঁয়া দেখতে পেলাম। কিন্তু প্রথম তারা ওঠার সাথে সাথে তাও আঁধারে মিলিয়ে গেল।

নিচে দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শোনা গেল। আমরা কথা-

বার্তার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু এতদূর থেকে কি কথা হচ্ছে কিছুই বোঝা গেল না। ওখানে কয়জন রয়েছে? দু'জন, তিনজন, বা দু'-ডজনও হতে পারে।

কিন্তু ট্যানার কোথায়? সে কি ওয়াইওমিঙের ঘাসের ওপরই কোথাও মরে পড়ে আছে? নাকি কাছেই কোথাও আমাদের মতই জানালার আলোর দিকে চেয়ে বসে আছে? না ওদের হাতে বন্দী হয়ে ওই বাড়িতেই রয়েছে? তবে আমার তা মনে হয় না। খুঁজে পেলে ট্যানারকে ওরা নিশ্চয় খুন করবে।

এখন কি করবে বলে ভাবছ?' জানতে চাইল পিপ।

'একটা প্ল্যান ঠিক করার চেষ্টা করছি। হয়ত সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত হবে অন্ধকারে চুপিচুপি নিচে নেমে করালের গেট খুলে প্রথমে ঘোড়া তারপর গরুগুলোকে স্ট্যামপিড করান। ওরা ঘোড়াগুলোকে খুঁজে পাওয়ার আগেই আমরা অনেকদূর উত্তরে এগিয়ে যেতে পারব।'

'তোমাকে খুন করার জন্য ওরা নিশ্চয় পিছু নেবে।'

'সময় এলে ওদের মোকাবিলা আমি করব। কিন্তু কথা হচ্ছে ট্যানার কোথায় গেল? আমার বিশ্বাস সে আশেপাশেই কোথাও আছে, এবং আমাদের মতই কোন প্ল্যান আঁটছে। ওর ওপর দিয়ে গরুগুলো স্ট্যামপিড করে যাক এটা আমি চাই না।'

আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করলাম। কারণ রাত হলে ওরা হয়ত খাওয়া-দাওয়া সেরে বুট খুলে পোকার খেলা শুরু করবে, বা কম্বলের তলায় ঢুকবে।

শেষে আমি বললাম, 'পিপ, আমি নিচে যাচ্ছি। ওদের ঘোড়াগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে অনেক দূরে তাড়িয়ে দেব। তুমি করালের গেট খুলে ঘুরে গিয়ে গরুগুলোকে স্ট্যামপিড করাবে। সম্ভব হলে

ওদের উত্তর দিকে নেয়ার চেষ্টা করবে। ভোরের দিকে ওদের একত্র জড় করার চেষ্টা করো। তোমার কাছে পৌঁছে আমিও সাহায্য করব।'

মাথার হ্যাটটা একটু পিছনদিকে ঠেলে তার দ্বিতীয় সিগারেটটা মাটিতে ঘষে নিভিয়ে সে বলল, 'না, তা হয় না। এতে আমরা দুজনেই একসাথে আছি—এফ টি ব্র্যাণ্ডের হয়ে আমি কাজ করছি। কোন গোলাগুলি হলে সেটা র‍্যাঞ্চহাউসের কাছেই হবে—তাতে আমিও অংশ নিতে চাই।'

ওর কথায় যে খুশি হইনি একথা বলব না। দুজনে মিলে আমাদের জন্যে কাজটা একটু সহজ হবে। তবে ওকে আমি রাইফেলের আওতার বাইরে রাখতে চেয়েছিলাম। 'ঠিক আছে, তুমি পেট ভরে গুলি খেতে চাইলে আমার সাথে এস।'

ঘোড়ার পেটি এঁটে নিয়ে জিনে চাপলাম আমরা। আমার মনে হয় না ওদের কেউ পাহারায় থাকবে। কিন্তু যেকোন গোলমাল টের পেলেই ওরা দ্রুত সক্রিয় হয়ে উঠবে। আমাদের সহজ সরল প্ল্যান —করাল বার খুলে দিয়ে সবগুলো ঘোড়াকেই স্ট্যামপিড করাব।

ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে দূরে নিয়ে উত্তর দিককার গরুর করাল খুলে ওদেরও স্ট্যামপিড করাতে হবে। যেদিক দিয়ে ওদের আনা হয়েছে সেদিক দিয়েই ক্রীক ধরে ওদের উত্তরে নিয়ে যেতে হবে।

কোন ঝামেলা হতে পারে এটা ওরা মোটেও আশা করবে না। কারণ এই এলাকাটা একেবারে নির্জন—পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। এদিকে এখনও কোন বসতি শুরু হয়নি। আমাদের উত্তরে আর দক্ষিণে স্টেজ চলাচল করে, কিন্তু বাকি এলাকায় কোন র‍্যাঞ্চ নেই।

উত্তর আর দক্ষিণে ছোট ছোট দলে গরু বিক্রি করার মত বাজার

রয়েছে। উত্তরে ইণ্ডিয়ানদের দালালের কাছে বিক্রি করার সুবিধা রয়েছে, আর দক্ষিণে রয়েছে খনি।

স্তব্ধ রাত! ঘোড়া দুটোকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোচ্ছি। ক্রীকের দিকে চলেছি আমরা। কাঠ-পোড়া ধোঁয়ার গন্ধ পেলাম। করালের পিছনে পৌছে ঘোড়া থামিয়ে আমরা নামলাম। 'তুমি দরজা আর জানালাগুলোর দিকে নজর রাখো,' বললাম আমি। করাল খোলার ব্যবস্থা আমি করছি।

একটা কাঠের গুঁড়ির পিছনে শুয়ে পিপ রাইফেল হাতে তৈরি হল। আমি করাল গেটের দিকে এগোলাম। শেষ বারটা নামাবার সময়ে আমার একটা ভুল হল। আগেই লক্ষ্য করা উচিত ছিল, কিন্তু নিজের কাজে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে ওটা খেয়াল করতে পারিনি। নিচের তৃতীয় বারটা নামিয়ে গেট খোলার সাথে সাথে ভীষণ শব্দ উঠল। গেটের সাথে ওরা দড়ি দিয়ে নুড়ি ভরা গোটাছয়েক খালি টিন-ক্যান বেঁধে রেখেছিল। জোর শব্দ উঠল।

র‍্যাঞ্চহাউসের ভিতর একটা চেয়ার উল্টে পড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। একজন বিচ্ছিরি একটা গাল দিল। পরক্ষণেই দরজা খুলে গেল—ভিতরের আলো উঠানে এসে পড়ল। আলোয় আমাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে গুলি ছুঁড়ল পিপ।

গুলিটা চৌকাঠে লাগল—লোকটা একটা খারাপ গাল বকে লাফিয়ে পিছনে সরে গেল। এবার আমি ঘোড়া নিয়ে পিছন দিকে চলে গেলাম। পিপের আর একটা বুলেটে জানালার কাঁচ ভেঙে টুকরা টুকরা হল।

পিপ চিৎকার করল। পরমুহূর্তেই দেখা গেল ঘোড়াগুলো ঊর্ধ্ব-শ্বাসে ছুটতে শুরু করেছে। দরজা খুলে ঝটপট ডাইনে আর বাঁয়ে

ছড়িয়ে পড়ল ওরা। দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে জিনের ওপর উঠে বসলাম আমি। টের পেলাম বাকস্কিনের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে।

ঘোড়ার পিঠে সোজা করালের পিছন দিকে চলে গেলাম আমি। কেউ র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে গুলি করল, বাতি নিভে গেল। ভিতরের মানুষ বেরিয়ে সবাই ডাইনে আর বাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। পিপ একটা বুনো টেক্সাস চিৎকার ছেড়ে ঘোড়ার পিঠে করালের দিকে ছুটে এল। বাড়ির কাছ থেকে অনবরত গুলির শব্দ উঠছে। করাল খুলে গরুগুলোকে স্ট্যামপিড করালাম আমরা।

হঠাৎ প্রায় আমার পায়ের কাছে একজন লোক লাফিয়ে উঠে গুলি করল। এত কাছ থেকে গুলি করায় বারুদের ধাক্কায় মুহূর্তের জন্য আমি চোখে কিছুই দেখতে পেলাম না। অনুভব করলাম আমার গালেও বারুদের ছ্যাঁকা লাগল। কালো মত একটা জিনিস লক্ষ্য করে ব্যারেল দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলাম। লোকটা ব্যথায় ককিয়ে উঠে মাটিতে পড়ল।

আমার ঘোড়াটা লাফিয়ে পিপ যেদিকে গেছে সেই পথে ছুটল। কিন্তু সামনে কালো কি যেন ছুটতে দেখলাম। 'ট্রেইলটা আটকাও!' চিৎকার শোনা গেল। ঝট করে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে উল্টোদিকে ছুটলাম।

র‍্যাঞ্চহাউসের দুপাশে খাড়া ক্লিফ। ওদিক দিয়ে কারও পক্ষে ওঠা সম্ভব নয়। পশুচারণ ভূমিটা পিপ যেদিকে গরু নিয়ে গেছে সেদিকে বেড়া দিয়ে আটকান। একমাত্র পথ হচ্ছে র‍্যাঞ্চহাউস পেরিয়ে পিছনে যাওয়া। ইতস্তত করার সময় নেই—জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেলাম।

বাড়ির ভিতরকার বাতিটা আবার কেউ জ্বালিয়েছে। দরজাটা

খোলা। দরজায় একটা লোক। পিস্তল বের করে গুলি করলাম— কিন্তু পিস্তলটা খালি। আলো বাইরে এসে পড়েছে। পুরোদমে ঘোড়া চালাচ্ছি আমি। একটা পিস্তলের গুলির আওয়াজ আমার কানে এল। আর একজন রাইফেল হাতে লাফিয়ে দরজার কাছে এল। রাইফেল তুলে আমার দিকে তাক করছে লোকটা। ইণ্ডিয়ান স্টাইলে ঘোড়ার পাশে ঝুলে উইনচেস্টার চালালাম আমি। কিন্তু ওতেও গুলি নেই!

আবার জিনের ওপর উঠে বসলাম। দেখলাম ওর রাইফেলের মাথায় আগুন দেখা গেল। দাঁতে লাগাম ধরে বুড়ো আঙুল দিয়ে আমার রাইফেলে গুলি ভরে নিলাম। একটাই বাঁচার রাস্তা আছে— ঘোড়া ছুটিয়ে একটা খড়ের গাদার পিছনে অন্ধকারে চলে গেলাম।

ঘোড়াটা খুব দ্রুত দৌড়াচ্ছে। হঠাৎ এক ঝলকের জন্য বেড়াটা দেখতে পেলাম। কিছু করার একটাই মাত্র পথ ছিল, ঘোড়াটা তাই করল…লাফিয়ে বারের বেড়া টপকাল।

লাফিয়ে ওপাশে পড়ে বাকস্কিনের হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, ওর মাথার ওপর দিয়ে আমি ছিটকে পড়লাম। কাঁধের ওপর মাটিতে পড়ে উল্টে গেলাম। আচ্ছন্ন অবস্থায় স্থির হয়ে শুয়ে আছি। বেঁচে আছি, কি মরে গেছি, সেই ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে পারছি না। টলতে টলতে উঠে আমার ঘোড়ার কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না কোথাও।

বাড়ি থেকে চিৎকার শোনা গেল। 'ওর পিছনে ধাওয়া কর! ও কিছুতেই পালাতে পারবে না!'

ছুটন্ত বুটের আওয়াজ শোনা গেল। ঝর্নার ধারে গাছগুলোর অন্ধকার ছায়ায় আমি আশ্রয় নিলাম।

ওরা আমাকে ধাওয়া করছে। এলাকাটা ওরা ভাল করেই চেনে। কিন্তু আমার অজানা। রাইফেলটা এখন আমার দারুণ দরকার— কিন্তু ওটা আমার ঘোড়ার পিঠে খাপের মধ্যেই রয়ে গেছে। পিস্তলেও কাজ চলে, তবে রাইফেলে আমার আস্থা বেশি। উইনচেস্টার হাতে আমি যেকোন পরিবেশের মোকাবিলা করতে ভয় পাই না।

সম্ভবত ওদের সংখ্যা সাত-আটজন। ওদের গলার স্বর শুনে আমার তাই মনে হচ্ছে। পিছনের বেড়ার দিকে এগোবার সময়ে ওরা মাঝে মাঝে জোরে জোরে কথা বলছে। ধরেই নিয়েছে আমি গুলি ছুঁড়ে নিজের অবস্থান ওদের জানাব না। ওরা বেড়ার কাছে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। জানে গুলি ছোঁড়ার ঝুঁকি আমি নেব না। ওদের আন্দাজ ভুল নয়। ওদের একটা শট মিস হতে পারে— কিন্তু বাকি আটজনই গুলি মিস করবে এটা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

আড়াল থেকে ওদের দিকে গুলি ছুঁড়লে ওরা আমার অবস্থান জেনে যাবে। পিছনে হাত দিয়ে দেখলাম কিছু ঝোপ রয়েছে, আর আমার বাম দিকে একটা বড় গাছ। সাবধানে পা ফেলে নিঃশব্দে ঘুরে গাছের পিছনে চলে গেলাম।

ওরা এগিয়ে আসার আগেই আমি প্রায় তিরিশ ফুট দূরে সরে যেতে সক্ষম হলাম। লুকাবার মত একটা ভাল জায়গা উদগ্রীব হয়ে খুঁজছি আমি। যেখানে পড়েছিলাম ওরা সেখানে পৌঁছে গেছে। স্তব্ধ রাত। আমি যেদিকে চলেছি ওটা কিছুটা নিচু। একটা বাকলশুদ্ধ বার আমার হাতে ঠেকল। হাত দিয়ে নিচের দিক অনুভব করে নিয়ে ওই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঝর্নাটা নিশ্চয় কাছেই কোথাও হবে।

আঁধার কিছুটা ফিকে হয়ে আসছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই চাঁদ উঠবে। টিবির মাথা থেকে ওটা দেখেছি, মনে পড়ল ঝর্নাটা প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া। চাঁদ উঠলে ওরা আমাকে স্পষ্ট দেখতে পাবে। সাদা বালুর ওপর একটা কালো আকৃতি নড়তে দেখলে কোন রাইফেলধারী লোক এমন সহজ টার্গেট মিস করবে না।

কেউ বাজি ধরলে বলবে, আমার বাঁচার সম্ভাবনা পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। ওদের কাছে উপযুক্ত অস্ত্রও রয়েছে। মনে হচ্ছে ড্যান ফিশারের সময় ফুরিয়ে এসেছে। যাহোক, ওদেরও আমি ছেড়ে কথা বলব না। আমার কাছে যথেষ্ট গোলা-বারুদ রয়েছে, আর গুলিও ভালই ছুঁড়তে পারি। শেষ অস্ত্র হিশেবে আমার কাছে বোয়ি ছুরি আছে—ওটার পাতটা এতই ধারাল যে মাখনের মত সহজে হাড়ও কাটা সম্ভব।

হঠাৎ মাত্র পনের-বিশ ফুট দূরে গলার স্বর শোনা গেল। 'বাড, আমার ধারণা লোকটা পালিয়ে গেছে।'

'রাখ তোমার ধারণা। সে পালাতে পারেনি। এদিক দিয়ে পালাবার কোন পথ নেই।'

যে দুজন কথা বলেছে তাদের পাশ দিয়ে চেয়ে একটু পিছনে আরও দু'তিনজনের আবছা আকৃতি দেখতে পেলাম। হঠাৎ একটা মতলব খেলল আমার মাথায়। ওরা দুজন এত কাছে থাকলে আমার পক্ষে পালিয়ে বাঁচা অসম্ভব।

সোজা হয়ে খুব সাবধানে পিস্তল তাক করে পিছনের লোকগুলোর দিকে গুলি করলাম। এবং সাথে সাথে উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লাম।

যা আশা করেছিলাম ঠিক তাই ঘটল। মাঠের লোকগুলো একটুও

দেরি না করে সবাই একসাথে রাইফেল চালাল। ওরা গুলি ছুঁড়েই চলেছে। আমি ছুটে দশ কদম মাত্র এগিয়ে পিছলে ঝর্নার ঢালে নেমে কেবিনের দিকে দৌড়ে চললাম।

পিছনে কেউ চিৎকার করল। 'গুলি বন্ধ কর, বোকার দল! তোমরা বাডকে মেরে ফেলেছ।'

পিস্তলে একটা গুলি ভরে পাড়ে উঠে কেবিনের পিছন দিক দিয়ে পাহাড়ের দিকে রওনা হলাম। মনে হচ্ছে এযাত্রা হয়ত বেঁচেই গেলাম।

কিন্তু হঠাৎ দেখলাম একদল আরোহী ট্রেইল ধরে নেমে সোজা আমার দিকেই আসছে। কেবিনে ফিরছে ওরা। পিছনের গোলাগুলি আর চিৎকারের শব্দের জন্য আমি ওদের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পাইনি।

কোনদিকে যাওয়ার উপায় নেই। বিপদের ওপর বিপদ—চাঁদটা টিলার মাথার উপর দিয়ে উঁকি দিতে শুরু করেছে। আমার পিস্তলটা এখনও খাপের ভিতর···

আমাকে দেখে আরোহীরা লাগাম টেনে থেমে দাঁড়াল। 'পাইক, এখানে এত হট্টগোল কিসের?'

লোকটা ক্যাক্সটন কেলসি।

দশ

কেলসি আমাকে পাইক মনে করেছে। এতেই আমি প্রয়োজনীয় সুযোগটা পেয়ে গেলাম। ক্রস ড্র করার আমার খাপটা বাম দিকে বাঁধা। ঝট করে পিস্তলটা বের করে ফেললাম। অন্ধকারে আমার হাতের দ্রুত নড়ে ওঠা ওরা ঠিক খেয়াল করে উঠতে পারল না।

'কেলসি,' আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'সোজা তোমার পেট লক্ষ্য করে পিস্তল ধরে আছি আমি। শুনেছি তুমি ফাস্ট, কিন্তু আমার মনে হয় না তুমি বুলেটের চেয়ে ফাস্ট।'

একটুও নড়ল না ও। বোকা নয় সে। লোকটা নিশ্চিত মৃত্যু নিয়ে খেলতে রাজি নয়। তার সঙ্গীরাও তা করতে চায় না। কিন্তু মেরির বিষয়ে আমি সব থেকে চিন্তিত। লাল চুলের মেয়েটা যে কখন কি করে বসে তা কারও আন্দাজ করা খুবই কঠিন। ছেলেদের কি আচরণ হবে তা আঁচ করা যায়—কিন্তু মেয়েদের বেলায় সেটা প্রায় অসম্ভব। ওরা হয় জ্ঞান হারাবে, অথবা ফলাফল চিন্তা না করেই পিস্তল বের করবে।

'ও, তাহলে ওরা তোমাকেই ধাওয়া করছে!' কেলসি সিগারেটে একটা টান দিল। রাতের বেলা ওটা লাল হয়ে জ্বলে উঠল। 'এবার

তোমাকে আমরা শেষ করব—তোমার সাথে কোন ঘোড়া নেই।'

'এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, কেলসি। আমি একটু পরেই তোমার কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে অদৃশ্য হব। আমাকে বাধ্য না করলে আমি গুলি ছুঁড়ব না, কিন্তু এত কাছে থেকে তোমাদের অন্তত তিন-চারজনকে ঘায়েল করতে পারব আশা করি। ওই মেয়েটাকেও শেষ করব।'

পিস্তলের মুখোমুখি শোনা যায় অনেকেই ঝুঁকি নেয়, কিন্তু কেলসির মত অভিজ্ঞ গান-ফাইটার এমন ঝুঁকি নেবে আশা করা যায় না। আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে সে অনেক বেশি জানে। এতক্ষণে আমি ওদের পনের ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছি, তবে ঘোড়াগুলোর সামনাসামনি না এগিয়ে আড়াআড়িভাবে এগিয়েছি।

'তোমরাও গুলি শুরু করতে পার, আমিও পারি। কিন্তু যে-ই গুলি শুরু করবে সে মারা পড়বে,' বললাম আমি। 'হয়ত আমরা সবাই মারা পড়ব। ব্যাপারটা আমার পছন্দ না হলেও আমার দ্বিতীয় উপায় নেই—কিন্তু তোমাদের আছে।'

'আমাদের কি করতে বল তুমি?'

'তোমাদের গানবেল্ট খুলে মাটিতে ফেলে দাও। কাজটা শেষ হলে রাইফেলও বের করে মাটিতে ফেলবে।'

'ক্যাক্স, তুমি কি এভাবে ওকে ছেড়ে দেবে?' রাগের সাথে মেরির মুখ থেকে কথাটা বেরোল। মেয়েটা দাঁত বের করে ভেঙচি কাটা, থুতু ফেলা, আর সুযোগ পেলে খামচি কাটার জন্যে তৈরি।

'মেরি,' ঠাণ্ডা গলায় বলল কেলসি, 'তুমি যদি একটাও ভুল কর, আমি নিজের হাতেই তোমাকে খুন করব। এই লোকটা সত্যি কথাই বলছে—আমার পেটে গুলি করতে ও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে

না।' শব্দ করে হাসল সে। 'এর পরের বার দেখা হলে আমি যখন ওর পেটে গুলি বেঁধাব তখন আমার সত্যিই আনন্দ হবে। সেদিনের আর বেশি বাকি নেই। এখন তুমি কি চাও?'

ম া হিরো হওয়া কারোই পছন্দ নয়, তাই সবাই আমার কথা মতই কাজ করল। গানবেল্ট মাটিতে ফেলে রাইফেলও ফেলল।

'এবার একজন একজন করে ঘোড়া থেকে নেমে পিছিয়ে যাও,' আদেশ করলাম আমি। সবাই আমার কথা মতই কাজ করল। ওরা নামার পর আমি কেলসিকে ওর কালো ঘোড়াটার লাগাম ধরে আমার দিকে নিয়ে আসতে বললাম। 'কিন্তু সাবধান! ঘোড়াটার পিছনে থাকার চেষ্টা কর না,' বললাম আমি। 'তুমি ঘোড়ার এপাশে থাকবে। কোন ভুল করলে তুমিই প্রথমে মরবে। আর তুমিই গাট-শুটিঙের (পেটে গুলি করা—এটাই সবথেকে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু) প্রস্তাব দিয়েছিলে।'

কালো ঘোড়াটা পাওয়ার পর ওদের অন্যান্য ঘোড়াগুলোকে আমি তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম যেন কেউ আমার পিছু নিতে না পারে।

ব্ল্যাকটা হাতে পাওয়ার পর একটা রাইফেল আর কিছু কার্তুজও তুলে নিয়েছি আমি।

কেলসি আর তার সঙ্গীরা ট্রেইল ধরে নিচের দিকে কেবিনের পথ ধরল। ওরা কেবিনে আউটফিটের কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাচ্ছে।

কালো ঘোড়াটা ভাল—দ্রুত ছুটল সে। ওইদিন অনেক পথ চলেছে, তবু ক্লান্তির কোন লক্ষণ নেই। ঢিবির মাথায় উঠে আমি পিছন ফিরে চাইলাম। র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে কেবল একটু আলো দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমে রওনা হলাম আমি। রাতের আঁধারে ধুলোর গন্ধ

পাওয়ার চেষ্টা করছি আমি। কারণ স্ট্যামপিড করা গরুর দল ওই দিকেই গেছে।

সকাল হয়ে আসছে। পুবের আকাশ কিছুটা লাল হয়ে আসছে। এবার ধুলোর গন্ধটা জোরদার হয়ে উঠল। কিছু ছড়িয়ে পড়া গরু আমি দেখতে পেলাম। সবগুলোকে একত্র করলাম। কালো ঘোড়াটা প্রমাণ করল সে-ও ভাল কাউ-হর্স।

দেখলাম পিপও ওখানে রয়েছে। গরুর পিছনে। 'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি অক্কা পেয়েছ। আমার টাট্টুটা এই গরুর পাল সামলাতে গিয়ে একেবারে হয়রান হয়ে পড়েছে।'

'চলা চালু রাখো,' বললাম আমি, 'আমরা শাইয়্যান যাচ্ছি।'

একটা চিন্তা আমার মাথায় ঘুরছে—আমার ধারণা, ওরা ভাববে আমরা ফোর্ট লারামির দিকেই যাব। সম্ভবত ওরা শর্ট-কাট পথে আমাদের ঠেকাবার চেষ্টা করবে। ওদের যদি আরও ঘোড়া থাকে, বা নিজেদের ঘোড়াগুলোকে ফিরে পায় তাহলে আমি নিশ্চিত জানি কেলসি আমাকে ফোর্ট লারামিতে পৌঁছানর আগেই ধরার জন্য অধীর হয়ে উঠবে।

ভোর না হওয়া পর্যন্ত আমরা এগোলাম। পুরোপুরি সকাল হওয়ার পর পানির জন্যে থামলাম।

গরুর পালের সাথে ওয়াইলসের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া পাঁচটা ঘোড়া পাওয়া গেল। ওরা নিশ্চয় গরুগুলোকে চিনতে পেরেই রাতের বেলা দলে যোগ দিয়েছে। ওগুলোকে ল্যাসোর ফাঁসে ধরে আমাদের ভাল লাগছে বটে, কিন্তু আমাদের সামনে এখনও অনেক কঠিন কাজ পড়ে আছে—তাই দুজনের কেউই কথা বলার বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছি না। শ্যান ফ্রীম্যান আর ডেভ ট্যানারের কোনো খোঁজই

এখনও পাইনি।

সেজ-ঝোপ এলাকার একটা বিশেষ বিশেষত্ব আছে। আমার প্রতিটা পেশী আর হাড় ব্যথায় টনটন করছে, কিন্তু তবু আমার ভাল লাগছে।

হঠাৎ পিপ বলে উঠল, 'ভাবছি র‍্যাঞ্চে ওরা কেমন আছে। ফ্র্যাঙ্কি উইলসন আমার আঙ্কল হলেও সে আমার বাবার মতই। আমার ওকে খুব মনে পড়ে—তবে সে ঠিক আমার বাবার মত বয়স্ক নয়। তবে বাবা মারা যাওয়ার পর তার ভালবাসাই আমি পেয়েছি। ওরা দুজনেই ভাল।'

'হ্যাঁ তোমার বাবাকে দেখিনি, কিন্তু ফ্র্যাঙ্ককে দেখেই বোঝা যায় তোমার বাবা কেমন ছিল।'

'তুমি কি টেনেসির লোক?' হঠাৎ প্রশ্ন করল পিপ।

'কামবারল্যাণ্ড এলাকা,' জবাব দিলাম। 'কিন্তু এখন ওখানে আমার কেউ নেই।'

আড়চোখে আমার দিকে চাইল সে। 'তুমি কি পালিয়ে বেড়াচ্ছ?'

এই দেশে এমন প্রশ্ন কেউ কাউকে করে না। তবে আমি এতে কিছু মাইণ্ড করলাম না। প্রশ্নটা পিপ করেছে বলেই হয়ত এটা খারাপভাবে নিলাম না। এদেশে অনেকেই ওই কারণে দেশ ছাড়ে।

'না, তা নয়, এক সময়ে আমি ফিরেও যাব। ওখানে কিছু লোক আছে যাদের একটু শিক্ষা হওয়া দরকার,' বললাম আমি।

হঠাৎ একটা ঘোড়ার ডাক শুনতে পেলাম আমরা। দুজন লোক এত দ্রুত অদৃশ্য হতে সাধারণত দেখা যায় না। কিন্তু ঘোড়াটা আমার বাকস্কিন। ও আমাদের ট্রেইল অনুসরণ করে সোজা এসে হাজির হয়েছে। জীবনে কোন ঘোড়া দেখে আমি এত খুশি হইনি।

ভেবে অবাক হতে হয় মানুষ একটা ঘোড়াকে কি করে এত ভালবাসতে পারে। আর সবথেকে খুশির কথা আমার রাইফেল সহ সব জিনিসই আমি ফেরত পেলাম।

আমরা গরু নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে রওনা হলাম। সেজ ঝোপগুলো কখনও নিচে নেমেছে আবার কখনও পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠেছে। আমার শাইয়্যান যাওয়ার একটা বিশেষ কারণ রয়েছে—আমাদের আরও একজন কাজের লোক দরকার। আর ট্যানার বেঁচে থাকলে হয়ত সে ওখানে যেতে পারে।

শাইয়্যান গরু পালার এলাকা। অনেক গরু পালক বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই ওই এলাকায় বসবাস করতে শুরু করেছে। এতদিনে তারা ভালভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আমি জানি ওখানে কিছু বন্ধু-বান্ধবের দেখা পাব।

ওটা একটা অকৃত্রিম বুনো শহর। অনেক সেলুন আর জুয়ার আড্ডা ওখানে গড়ে উঠেছে। শহরটা বেশি বড় নয় কয়েক হাজার লোকের বাস। তবে তাদের বেশিরভাগই অন্য কোথাও যাওয়ার জন্যে ওখানে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু ওদের প্রায় অর্ধেক লোকই ওখানে বসবাস করারই প্ল্যান নিয়েছে।

পিপের ওপর গরু দেখাশোনার ভার ছেড়ে আমি শহরে গেলাম। প্রথমেই যার সাথে দেখা হল তার বুক পকেটের উপর একটা টিনের তারা ঝুলছে। ব্যাজ লাগান লোকেরা সাধারণত সৎ নাগরিক—তবে মাঝে মাঝে এমনও দেখা যায়, আগে সে আউটল ছিল। আমি রাশ টেনে ঘোড়া থামালে লোকটা আমাকে খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখল। জিন থেকে নামলাম আমি। লোকটা লম্বা আর শক্ত গড়নের—ঝুলান বাদামী গোঁফ রয়েছে ওর। পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড়, আত্মবিশ্বাসী

বলেই মনে হয়—তবে উদ্ধত নয়।

'মার্শাল, আমি একটা গরুর পাল নিয়ে এসেছি, আমার দু'তিন-জন লোক দরকার। বিশ্বাসী আর ভাল লোক চাই, দুর্বল, বা চোর-চোট্টা নেব না।'

মুখ থেকে চুরুটটা নামাল মার্শাল। 'আমি হয়ত তোমাকে কিছু ভাল লোক দিতে পারব,' বলল সে। 'তুমি কোথায় র‍্যাঞ্চ করেছ?'

'আমরা মাত্র শুরু করেছি,' জানালাম আমি। 'কয়েক মাস আগে "হোল ইন দা ওয়াল" এলাকায় কিছু গরু রেখে এসেছি।'

অবাক হয়ে আমার দিকে চাইল সে। 'নিশ্চয় তোমার মাথায় দোষ আছে! ওটা ইণ্ডিয়ান এলাকা!'

'ওখানকার ঘাস ভাল, পানিও আছে' ব্যাখ্যা দিলাম আমি। 'আমি যখন আসি ওখানে কোন ইণ্ডিয়ান হামলা দেখিনি। যেটুকু হাঙ্গামা হয়েছে সেটা ক্যাপ্টেন কেলসি আর তার দলবলের সাথে।'

যা আশা করেছিলাম, শুনে থ হয়ে গেল সে। 'কেলসি কি হোল ইন দা ওয়ালে আছে?'

'না, স্যার। এই মুহূর্তে সে ফোর্ট লারামির দিকে যাচ্ছে। কিংবা আমাকে ট্রেইল করে এদিকেই আসছে। সে আমার রক্ত চায়।'

এবার একেবারে প্রথম থেকে শুরু করে পুরোটাই ওকে শোনালাম। সিগার চিবাতে চিবাতে সে আমার সব কথা শুনল। কিন্তু ওর চোখ রাস্তাটার ওপর ঘোরাফেরা করছে। আমার ধারণা অ্যাবিলিনে যা করেছি, শাইয়্যানেও তাই করা উচিত। আমি চাই আইনের লোক আমার সঠিক অবস্থা জানুক, তাহলে আমাকে মুখ খুলতেই হবে। নইলে কোন গোলাগুলি হলে মার্শাল দুইপক্ষকেই সমান চোখে দেখবে।

কেলসির নামটা আমাকে সাহায্য করল। লোকটা খারাপ মানুষ বলে পরিচিত। কেবল পাজিই নয়, সে একজন আউটল। মার্কো গ্রিফিন আরও খারাপ। ফ্ল্যাশ গর্ডনও কম যায় না।

'শত্রু বেছে নেয়ার বেলায় তুমি কঠিন সব লোককেই বেছে নিয়েছ,' মন্তব্য করল মার্শাল।

'আমি বেছে নিইনি,' জবাব দিলাম। 'ওয়াইওমিঙে আমি র‍্যাঞ্চ করতেই এসেছিলাম। কোন গোলমাল যদি হয় সেটা ওরাই ডেকে আনবে।'

মার্শাল হ্যাটের ব্রিমটা আর একটু নিচু করল। 'কথা হচ্ছে, এই মুহূর্তে আমি একটা গলদা চিংড়িকে জেলে আটকে রেখেছি,' বলল সে। 'হয়ত ওর মত লোকই তুমি খুঁজছ।'

'জেলের লোক?' আমার স্বরে স্পষ্ট বিদ্রূপ।

'ভয় নেই। তোমাকে ভুল পথের নির্দেশ আমি দেব না।' আমার দিকে চেয়ে সে দাঁত বের করে হাসল। 'লোকটার ভিতর সাহস আর তেজ একটু বেশি—শহরের সব লোকের সাথেই সে ফাইট করতে চায়। কিন্তু আমি জানি র‍্যাঞ্চের কাজের জন্য সে প্রথম শ্রেণীর লোক।

পকেট থেকে একটা চাবি বের করল সে। 'লোকটা জেল হাজতে রয়েছে—ওর নাম সিড। লোম আছে এমন যেকোন জন্তুই সে দক্ষতার সাথে চালাতে পারে। ওকে ছেড়ে দিয়ে বলো আমি ওকে তোমার সাথে কাজে যেতে বলেছি।'

'আর একটা কথা, মার্শাল। তুমি কি ডেভ ট্যানার বা শ্যান ফ্রীম্যানের কোন খবর জান?'

'ট্যানার গরু ব্যবসায়ী, তাই না?'

'হ্যাঁ, সে আমার পার্টনার।'

'সুনাম আছে ওর।' সিগারটাকে ঠোঁটের ফাঁকে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল মার্শাল, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। শ্যান ফ্রীম্যানকেও আমি চিনি। সে মার্কো গ্রিফিনের মামাতো ভাই। ওরা একসাথেই বড় হয়েছে। ওর সাথে তোমার কি সম্পর্ক?'

এত অবাক হয়েছি যে কেউ পেনসিল দিয়ে ধাক্কা দিলেও আমি পড়ে যেতাম। মুখ দিয়ে কথা বেরোল না আমার—কেবল নীরবে মাথা নাড়লাম।

'সে আমার হয়ে কাজ করে। ভাল কাউহ্যাণ্ড শ্যান। কিন্তু মার্কোকে চেনে একথা আমাকে কখনও বলেনি।'

'হ্যাঁ, লোকটা কাজ ভাল জানে।'

'ওদের কারও সাথে দেখা হলে জানাব তুমি শহরে আছ।' ঘুরে রাস্তা ধরে এগোল মার্শাল।

জেলে বাইরের ঘরে টেবিলের পিছনে একটা চেয়ার দেখা যাচ্ছে। ওদিকে দুটো সেল রয়েছে—প্রত্যেক সেলে চারটে করে বাঙ্ক। তারই একটার ওপর সিড বসে পুরনো এক প্যাকেট তাস শাফ্ল্ করছে।

চারকোনা চোয়ালের লোকটাকে দেখে আমার মনে হল ওর মধ্যে একটা স্বেচ্ছাচারী আর গোঁয়ার ভাব রয়েছে। আড়চোখে আমার দিকে তাকাল সিড। 'মার্শাল বাইরে গেছে,' বলল সে। 'তোমার কোন মেসেজ থাকলে তা আমাকে বলতে পার—আমি মনে রাখার চেষ্টা করব।'

'রাস্তায় মার্শালের সাথে আমার দেখা হয়েছে। সে বলল তুমি র‍্যাঞ্চের কাজ খুব ভাল বোঝ, এবং শান্তিপ্রিয় ভাল লোক।'

'তাই নাকি ? আর কি বলেছে সে ?'

'তোমাকে আমার হয়ে কাজ করতে বলেছে।' চাবিটা তুলে ধরলাম আমি। 'এটাও সে আমাকে দিয়েছে।'

'তোমার হয়ে কাজ করব ? গুলি মার কাজ। এখান থেকে বেরিয়েই আমি সেই লোকটাকে খুঁজে বের করে—'

'এখানে মারপিট করে সময় নষ্ট করে কি লাভ ? আমার সাথে এস, তাতে গুণ্ডা-পাণ্ডা পিটিয়ে বেড়ান ছাড়া কিছু কাজের-কাজ করতে পারবে।'

'তোমার সাথে কাজে যোগ না দিলে তুমি কি করবে ?'

কাঁধ উঁচালাম আমি। 'সেক্ষেত্রে চাবিটা কোন ডোবায় ফেলে দেব ডেনভারের থেকে কাছে এদিকে আর কোন তালার মিস্তিরি নেই। ওখানে খবর পাঠাতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে। তারপর ওকে নেশা কাটিয়ে হুঁশ ফিরিয়ে এখানে আনতে আরও কয়েক সপ্তাহ যাবে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমিও তোমার মতই চিহ্ন পড়তে পারি। তোমার আউটফিট কোথায় ?'

'হোল ইন দা ওয়াল এলাকায়।'

'কি ?! তোমার কি মাথা খারাপ ? ওটা মোটেও নিরাপদ জায়গা নয়। ওখানে মানুষ খুন হয়ে যেতে পারে।'

'তুমি কি ভয় পাচ্ছ ?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'তুমি একজন ফাইটার, নাকি শনিবার রাতের মাতাল ?'

বাঙ্ক ছেড়ে উঠে এল সিড। 'দরজা খোল, তোমাকে দেখাচ্ছি আমি !'

'তুমি ?' মুখ বাঁকালাম আমি। 'তোমাকে কাঁচাই গিলে খেয়ে

ফেলব। কোনদিন যদি তুমি আমার দিকে একবারও ঘুসি তোল, তোমাকে এমন পিটুনি দেব যে চিরজীবন তোমার মনে থাকবে।'

হঠাৎ শব্দ তুলে হেসে উঠল সে। 'দরজা খোল, বস। একজন কাজের লোক তুমি পেয়েছ।'

সেল থেকে বেরিয়ে দরজার পাশে একটা হুকের সাথে ঝোলান পিস্তল সহ গানবেল্ট পরে নিজের রাইফেলটাও তুলে নিল সিড। তারপর ঘরের কোনায় রাখা জিনটা কাঁধে চাপাল।

'চল কিছু খাওয়া যাক,' আমি প্রস্তাব দিলাম। 'খেতে খেতে তোমাকে সব বলব। এরপর যদি তোমার পছন্দ না হয় তুমি সরে দাঁড়াতে পার।'

আমরা কফিতে চুমুক দিচ্ছি, এইসময়ে মার্শাল ভিতরে ঢুকল। 'ফিশার, তোমার লোককে খুঁজে পেয়েছি আমি।'

'ট্যানার?'

লোকটা বেশ আহত হয়েছে—ডাক্তারের অফিসে আছে সে। একজন আরোহী তাকে ভোরের কিছু আগেই এখানে এনেছে। দু'-বার তাকে গুলি করা হয়েছে। নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে অনেকদুর পথ এগিয়েছে ট্যানার। তুমি জলদি ওখানে যাও।'

আমরা উঠলাম। খাওয়ার দাম টেবিলের ওপর রাখলাম আমি। মার্শাল দরজা পর্যন্ত পৌঁছানর আগেই প্রশ্ন করলাম, 'ট্যানারকে কে এনেছে?'

'নাম জানায়নি সে। ডাক্তার বলল ওর পিস্তলটা ফিতে দিয়ে বাঁধা ছিল···বিবরণ শুনে শ্যান ফ্রীম্যান বলেই মনে হল।'

মার্শালের পিছন পিছন আমরা বেরিয়ে এলাম। আঙুল তুলে ডাক্তারের অফিসটা দেখাল মার্শাল।

সিড আমার পাশেপাশেই হাঁটছে। ‘এই ফ্রীম্যান···তুমি ওকে চেনো ?’

‘আমার আউটফিটেই কাজ করে সে।’

‘তাহলে একটা ভাল লোকই তুমি পেয়েছ,’ বলল সিড। ‘নেশনে আমরা দুজন একই র‍্যাঞ্চে কাজ করেছি—পরে টেক্সাসের ওদিকেও একসাথে কাজ করেছি।’

দেখলাম ট্যানারকে খুব দুর্বল আর ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। আমরা যখন ডাক্তারখানায় ঢুকলাম সে তখন ঘুমাচ্ছে।

‘অবস্থা কতটা খারাপ, ডাক্তার ?’

‘এযাত্রা হয়ত বেঁচেও যেতে পারে। আগে চিকিৎসা হলে ওর ক্ষতগুলোর অবস্থা এত খারাপ হত না। ওগুলোতে ইনফেকশন হয়ে গেছে—রক্তও হারিয়েছে অনেক। এছাড়া ওর দেহের ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে।’

ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা গরুগুলোর কাছে ফিরে গেলাম। ওরা খুশি মনেই ভাল ঘাসের ওপর চরছে। আড়াআড়িভাবে জিনের ওপর রাখা রাইফেল নিয়ে পিপ আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

‘চোখ-কান খোলা রেখো,’ সাবধান করলাম আমি। ‘যেকোন সময়ে কেলসি এসে হাজির হতে পারে।’ তারপর আমি আবার বললাম, ‘শ্যান ফ্রীম্যান সম্পর্কে গ্রিফিনের ভাই হয় একথা তোমাকে কখনও বলেছে সে ?’

‘এর কোন অর্থ আমি বুঝতে পারছি না। গ্রিফিনের কথা নিয়ে আমাদের আলাপ হয়েছে, কিন্তু ওকে যে চেনে, এমন আভাসও দেয়নি। তবে বুঝেছি গ্রিফিনকে সে বিশেষ পছন্দ করে না।’

প্রথম পাহারার ভার নিল সিড। কম্বলের তলায় ঢুকলাম আমি।

প্রায় বিশ ঘণ্টা কোন বিশ্রাম পাইনি। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। দ্বিতীয় পাহারার সময় এলে আমাকে জাগিয়ে দিতে বললাম।

সে যখন আমাকে জাগাতে এল, আকাশের তারা দেখে বুঝলাম। আমাকে বাড়তি একঘণ্টারও বেশি ঘুমাবার সুযোগ সে দিয়েছে। 'তোমাকে আমি সারারাতই বিশ্রাম দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এত ঘুম পাচ্ছে যে চোখ আর খুলে রাখতে পারছি না।'

আমি বুট পরার সময়ে সিড আমার পাশেই দাঁড়িয়ে কফি খেল। বারবার গরুগুলোর দিকে কান পেতে সে কি যেন শুনছে। 'ওখানে কি যেন রয়েছে,' একটু পরে মন্তব্য করল সে। এবং ক্রীকের ঝোপ-গুলোর দিকে দেখিয়ে আবার বলল, 'মনে হয় কোন জন্তু জানোয়ার হবে। গরুগুলো গন্ধ পেয়ে কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছে।'

আমি জিনে চাপার পর সে আরও বলল, 'তুমি ওই লাল-মুখো মসি-হর্ন ষাঁড়টার দিকে একটু খেয়াল রেখো—ওটা শেষ মাথায় ওদিকে আছে। ওর মধ্যে ছুটে পালাবার একটা ভাব দেখলাম।'

'ওটাকে ভাল করেই চিনি,' বললাম আমি। 'পরের বার ইণ্ডি-য়ানরা মাংস নিতে এলে তারা ওকেই পাবে।'

ওই রাতে জন ওয়াইলসের আউটফিটের একটা রোন ঘোড়া নিয়ে আমি বেরিয়েছি। নরম সুরে গান গাইতে গাইতে পশুপালের দিকে এগোচ্ছি। রাতের অন্ধকারে কিছু আসতে দেখলে ওরা ভয় পায়—কিন্তু গান শুনলে শান্ত থাকে।

মসি-হর্নটার দিকে আমি নজর রেখেছি। তিনবার গরুর দলটাকে ঘোরার পর বুঝলাম সিডের কথাই ঠিক—ওটা হেঁটে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ কোন শব্দ বা অন্য কারণে একটু ভয় পেলেই ছুটতে শুরু করবে—সেইসাথে বাকিগুলোও ছুটবে।

ঝুঁকি না নিয়ে মসি-হর্নটার মাথা সামনের দু'পায়ের সাথে বেঁধে ফেলাই সঙ্গত হবে বলে ভাবলাম। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। আমি যে বাকস্কিনটার পিঠে নেই সটা আমি ভুলে গেছিলাম।

আর একবার দলটাকে চক্কর দিয়ে এসে ল্যাসোর ফাঁস ছুঁড়ে মসি-হর্নটাকে ধরে ফেললাম। কিন্তু ওর পায়ে দড়ি বাঁধতে মাটিতে নামার পরই বদমেজাজী, আর মাথা-মোটা ঘোড়াটা দড়িতে ঢিল দিল। অমনি ষাঁড়টা মাথা নিচু করে আমার দিকে চার্জ করে ছুটে এল।

একটা ষাঁড় শিঙের গুঁতোয় সহজেই মানুষ মেরে ফেলতে পারে —তাই চট করে আমি পিস্তল বের করলাম। কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেল। কপাল ভাল ক্রস-ড্র করার জন্যে আমি বাম কোমর কিছুটা ডাইনে ফিরিয়েছিলাম। সরে যাওয়ায় কেবল একটা ধাক্কা খেলাম আমি। ডিগবাজি খেয়ে উল্টে মাটিতে পড়লাম; পিস্তলটা হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

আমার মুখ আর চোখে ধুলো ঢুকেছে। ষাঁড়টার থেকে বাঁচার চেষ্টায় হাঁটুর ওপর উঠে বসেই দেখতে পেলাম ওটা আবার আমাকে আক্রমণ করতে ছুটে আসছে। কিন্তু এবার বোকার-হদ্দ ঘোড়াটা ভয় পেয়ে মসি-হর্নটার দিকেই ছুটে ওকে চিৎ করে মাটিতে ফেলে দিল।

আমি কাশছি, থুথু ফেলছি, আর চোখ থেকে ধুলো পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। অন্ধকারে হাতড়ে পিস্তলটাও খুঁজছি। কিন্তু ওটার সন্ধান পেলাম না—জানি সকালের আগে পাওয়া যাবেও না। ধীরে ক্যাম্পের দিকে এগোলাম।

ঝোপের ভিতরে যা-ই ছিল, সেটা আর এখন ওখানে নেই। দলের

অন্য গরুগুলোকে এখন নিশ্চিন্তই দেখাচ্ছে। ভাল ঘাস আর পানি খেয়ে রাতের জন্য ওরা বিশ্রাম নিচ্ছে। কাছে যেগুলো ছিল ওরাই কেবল কৌতূহলী হয়ে একবার মুখ তুলে চাইল। খোড়াতে খোঁড়াতে আমি ক্যাম্পে পৌঁছলাম।

দেখলাম পিপ মাত্র ঘুম থেকে জেগে উঠে বসছে। 'কি হয়েছে তোমার ?' প্রশ্ন করল সে।

ব্যাখ্যা শুনে সে দাঁত বের করে হাসল। 'একটু অপেক্ষা কর, আমি গিয়ে ওদের নিয়ে আসছি। তাছাড়া এমনিতেও আমার পাহারা দেয়ার সময় প্রায় হয়ে এসেছে।

আমরা দুজনে একসাথেই বেরোলাম। পিপ আমার ঘোড়াটাকে ধরল। মসি-হর্নটা এখনও দড়ির শেষ মাথায় বাঁধা। ঘোড়া থেকে যতটা সম্ভব পিছিয়ে আমাদের দেখছে সে। আমি জিনে চড়ে বসলাম; পিপ ধীরে ঘুরে গিয়ে আর একটা ল্যাসো ছুঁড়ে উল্টো পাশ থেকে ওকে বাঁধল। দুজনে মিলে ওকে মাটিতে ফেলে ওর পা বাঁধতে আমাদের বেগ পেতে হল না। ক্যাম্পে ফিরে আমি শুয়ে পড়লাম।

চোখ খুলে দেখলাম সিড কিছু মাংস আর ডিম ভাজছে। আমার দিকে চেয়ে হাসল। বুঝলাম গতরাতের ঘটনা সে শুনেছে।

গানবেল্ট পরতে গিয়ে দেখলাম খাপটা শূন্য। 'রাতে আমার পিস্তলটা হারিয়েছে,' বললাম আমি। 'একটু নজর রেখো, হয়ত পাওয়া যেতে পারে।'

খালি খাপ পরে ঘোরা আমার পছন্দ নয় বলে হাতির দাঁতের বাটওয়ালা পিস্তলটাই প্যাক থেকে বের করে ওতে গুলি ভরা আছে কিনা চেক করে খাপে রাখলাম।

ডিম আর বেকন কাউহ্যাণ্ডদের কপালে খুব কমই জোটে। শহরের

কাছাকাছি এলেই কেবল ওসব পাওয়া যায়। ওগুলোর চমৎকার স্বাদে বুঝলাম সিড কেবল মারপিটই নয়, ভাল রান্নাও করে।

'তুমি কি শহরে যাচ্ছ?' প্রশ্ন করল সিড।

'হ্যাঁ, কেন?'

'আমার জন্যে কয়েক টিন পীচ বা নাশপাতি নিয়ে এস—এসব খাবার আমার বেশিদিন সহ্য হয় না।'

'সবার জন্যেই আনব,' আমি বললাম। 'ওগুলো আমারও পছন্দ।'

এভাবেই মানুষের জন্যে নরক ফাঁদ পাতে। হাতির দাঁতের পিস্তল, পাজি মসি-হর্ন ষাঁড়, আর কয়েক টিন পীচের জন্য আমার ওপর দিয়ে যা ঝামেলা গেল, এত বিপদের মুখোমুখি আমি জীবনে কখনও হইনি।

আমার শহরে যাবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ট্যানার কেমন আছে সেটা দেখা।

এগার

পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘগুলো আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। শাই-য়্যানে পৌঁছলাম আমি। ঝাপটা বাতাস আমার সামনে দিয়ে কিছু শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে গেল। এই রকম সকালই আমার পছন্দ—বাতাসটা ঠাণ্ডা আর তাজা।

হোটেলের ব্যালকনিতে একটা লোক জানালা ধুচ্ছে। ডাক্তারের অফিসে পৌঁছে আমি দরজার সামনে নামলাম।

ডাক্তার তার ডেস্কে বসে আছে। হাতের কাছে পিরিচের ওপর একটা সাদা কাপ। ওটা থেকে গরম কফির ভাপ উঠছে। সোনার রিমের চশমার ভিতর দিয়ে আমাকে দেখে সে চিনতে পারল। বুড়ো আঙুল তুলে ভিতরের কামরা দেখাল ডাক্তার। 'ট্যানার জেগেই আছে, ভিতরে যাও।'

ডেস্কের ওপর একটা কাগজে কি যেন লিখছিল ডাক্তার, কাজে ফিরে যেতে গিয়ে হঠাৎ চমকে পিছন ফিরে আবার আমার দিকে চাইল সে। কিন্তু ট্যানারকে দেখার আগ্রহে আমি সোজা ভিতরে ঢুকে গেলাম।

বিছানায় বালিশে হেলান দিয়ে বসে একটা বই পড়ছিল ডেভ। বইটা সরিয়ে রেখে সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'জীবনে কাউকে দেখে আমি এত খুশি হইনি, ফিশার! তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে।'

'তোমার সম্পর্কে একই কথা বলতে পারছি না, তবে আগে যখন দেখতে এসেছিলাম এখন তার চেয়ে অনেক ভাল।'

'ফ্রীম্যানের সাথে তোমার দেখা হয়েছে? সে-ই আমাকে নিয়ে এসেছে।'

'না, ওর সাথে আমার দেখা হয়নি,' আমি বললাম, 'ওকে পেলে এই সময়ে আমাদের অনেক কাজে আসত। আমি আর একজন লোককে কাজে নিয়েছি—মনে হচ্ছে লোকটা ভাল।'

'আমরা কোন সুযোগই পাইনি, ড্যান। ওরা হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হল বুঝতেই পারিনি। এলাকাটা খোলামেলাই দেখাচ্ছিল

কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওরা আমার দুজন লোককে মেরে ফেলেছিল। ওদের প্রথম গুলিতেই আমি আহত হই। আমার ঘোড়াটা যখন পড়ে গেল সেই সময়েই পিস্তলটা আমি হারাই। আমি রাইফেল দিয়ে ওদের—'

'জায়গাটা আমরা দেখেছি।'

'ওরা এত দূরে চক্কর কাটছিল যে আমি সুবিধামত গুলি করারও সুযোগ পাইনি। ওরা জানত আমি আহত হয়েছি, ঘোড়া আর পানি ছাড়া কিছুতেই বাঁচব না। তাই আমাকে ওখানে ফেলেই গরু নিয়ে চলে গেল।'

'আমরা তোমার চিহ্ন দেখে বুঝেছি তুমি ওদের ট্রেইল করছিলে।'

'ওরা আমাদের গরু নিয়ে গেছে—যতদূর পেরেছি ওদের ট্রেইল করেছি। তারপর জ্ঞান হারানর পর শ্যান আমাকে খুঁজে পেয়ে এখানে নিয়ে এসেছে।'

বাইরের দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হল। ট্যানার হঠাৎ ওঠার চেষ্টা করল।

'ডাক্তার কথা দিয়েছিল দুপুরের স্টেজে আমার একটা চিঠি মেইল করবে। ভাবছি ওভাবে সে কোথায় গেল।' আড়চোখে আমার দিকে চাইল সে। 'পরিবারের লোকজনকে জানাতে চেয়েছিলাম আমি কোথায় আছি। আচ্ছা, ড্যান, তোমার কেউ নেই?'

'না, কাছের আত্মীয় বলতে কেউ নেই। ওসমান পরিবারের সাথে অবশ্য আমার আত্মীয়তা আছে—পশ্চিমের সব জায়গাতেই ওরা ছড়িয়ে আছে, তবে ওদের কেউ আমাকে চেনে না। আর আমিও ওদের চিনি না।'

ওখানে বসে আমরা গল্প করছি, বেশ ভালই লাগছে। বাইরে ঠাণ্ডা

হাওয়া জোরদার হয়ে উঠছে, কিন্তু ঘরের ভিতরটা চমৎকার আরামদায়ক। ডেভ ট্যানারকে আমার ভাল লাগে—সত্যিকার বন্ধু বলেই মনে হয়। পুবের অনেক গল্পই সে আমাকে শোনাল। আমি কখনও পুবে যাইনি—যাওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

টেনেসির পাহাড়ী এলাকায় ফ্রেড ক্রদার্স ছাড়া সত্যিকার বড়লোক বলে কেউ নেই, এবং সামান্য কয়েকজনই কেবল সচ্ছল।

গল্প করতে করতে ট্যানারের ঘুম পেয়ে গেল। ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় নেমে সিড যে ফলের টিন চেয়েছিল সেগুলো সংগ্রহ করতে চললাম। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা হলেও রাস্তায় অনেক লোক দেখা যাচ্ছে। আমি এগিয়ে যাওয়ার সময়ে সবাই বার বার ফিরে আমাকে লক্ষ্য করল। আমি টের পাচ্ছি এর পিছনে নিশ্চয় কোন বিশেষ কারণ আছে—ভাবছি, হয়ত কেলসি তার দলবল নিয়ে শহরে এসেছে।

দোকানে লোকজন আমার থেকে দূরে সরে দাঁড়াল। কাউন্টারে গিয়ে পীচ, প্লাম, আর নাশপতির অর্ডার দিলাম। 'টিনগুলো একটা ছালায় ভরে দাও,' বললাম আমি। 'দুজন কাউবয় ওগুলোর অপেক্ষায় বসে আছে।'

'তাহলে ওদের অপেক্ষাতেই বসে থাকতে হবে।' মার্শালের গলা শোনা গেল। ঘুরে দেখলাম আমার দিকে সে পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। 'মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও, ফিশার,' বলল সে। 'আমি তোমার পিস্তলটা কেড়ে নিচ্ছি।'

স্টোরের দরজায় ডজনখানেক লোক দাঁড়িয়ে আছে—প্রত্যেকের চোখেই দারুণ ঘৃণা।

'ব্যাপারটা কি, মার্শাল?' কাউকে উত্তেজিত না করার জন্য আমি

গলার স্বর নিচু রাখলাম।

'তোমার গানবেল্টটা খুলে ফেল, ফিশার। যত খারাপ কয়োটিই সে হোক না কেন, কাউকে আমি ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে চাই না।'

অনেক নিরীহ মানুষ রয়েছে ওখানে—এর ভিতর পিস্তল যুদ্ধ শুরু করতে আমি চাই না। তাছাড়া এটা নিশ্চয় একটা ভুলই হবে।

'কঠিন কথা বলছ তুমি, মার্শাল। আমার ওপর পিস্তলও ধরে আছ। আমাকে কিজন্য চাও তুমি। কোন অন্যায় আমি করিনি।'

'নেশনে তুমি কি করেছ?' বক্তা বেশ মোটাসোটা। বড়বড় নীল চোখ আর লাল মুখ। 'বারডেটকে তুমি কতটা সুযোগ দিয়েছিলে?'

আমি কিছু মিস করে যাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। বললাম, 'বারডেট বলে কাউকে আমি চিনি না।'

'তাহলে ওই পিস্তলটা তুমি কোথায় পেলে? বারডেটের পিস্তল পরে আছ তুমি, আর এদিককার সবাই ওটা ভাল করেই চেনে।'

আমি যে মহা-বিপদে পড়েছি এটা আমাকে কারও বলে দিতে হবে না। ওই লোকগুলো ভীষণ খেপেছে, কিন্তু বেশিরভাগ লোকের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে ওরা ভাল প্রকৃতির নাগরিক।

'পিস্তলটা ট্রেইলে আমি একজন পাজি লোকের কাছে পেয়েছি। সে দাবি করেছিল টেক্সাস থেকে আনা গরুগুলোর অর্ধেকই নাকি স্থানীয় ব্র্যাণ্ড। শেরিফ সেজে ওগুলো সে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল।'

লাল-মুখো মোটা লোকটা এগিয়ে এল। 'বারডেট একজন শেরিফ ছিল। এবং সে খুব ভাল লোক ছিল। মার্শাল, তুমি কতক্ষণ কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাও? আমার মতে এখনই বাইরে নিয়ে ওকে

ল্যাসোর ফাঁসে ঝুলান উচিত।'

'শান্ত হও, স্ট্যান। মাথা ঠাণ্ডা রাখো।' গম্ভীরভাবে মার্শাল আমাকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল। 'এই ঘটনা কোথায় ঘটেছিল, ফিশার? তুমি কোথায় ছিলে?'

'চেরোকী নেশনে। টেনেসি থেকে আসছিলাম আমি, এই সময়ে গরুর দলটার দেখা পাই। ওটা জন ওয়াইলসের আউটফিট ছিল। ওখানে একদল টাউট পালের প্রায় অর্ধেক দাবি করে। যে লোকটা ওদের নেতা, তার কাছেই ছিল ওই পিস্তল—ওর পরনে একটা ব্যাজও ছিল। গরুগুলো আমি কিনে নিই। লোকটা যখন ধাপ্পা দিয়ে গুলি করার জন্যে রাইফেল ঘুরাল, তখনই আমি ওকে মেরেছি।'

'বারডেট তেমন লোকই ছিল না,' কেউ একজন বলল। 'সব সময়ে সে আইন মেনে চলত। সে দু হাতেই সমান দক্ষতায় গুলি ছুঁড়তে পারত— ওর বিরুদ্ধে কিছুতেই সামনা-সামনি তোমার পারার কথা নয়। নিশ্চয় তুমি তাকে অ্যামবুশ করে মেরেছ।'

'তোমার কোন সাক্ষী আছে?' প্রশ্ন করল মার্শাল।

এবার ঘাবড়ালাম আমি—কারণ সাক্ষীদের কেউই এখন আর বেঁচে নেই।

'তাহলে একজন সাক্ষীও তোমার নেই?'

'মার্শাল, ওদের একজনই বেঁচে আছে—জন ওয়াইলসের ছেলের বউ মেরি। কিন্তু সে এখন ক্যাক্সটন কেলসির প্রেমিকা। সে নিজের হাতে গুলি করে জন ওয়াইলসকে খুন করেছে। ওদের আউটফিটের লোকই জনের বাকি লোকজনকে হত্যা করে গরুগুলো চুরি করেছিল। সুযোগ পেলেই মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে মেয়েটা আমাকে নরকে পাঠাবে।'

'তোমার গানবেল্ট ফেলে দাও, ফিশার,' বলল মার্শাল। 'আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করছি।'

'আমি কি বিচার পাব না?'

'বিচার?' খেঁকিয়ে উঠল মোটা লোকটা। 'সেই সুযোগ তুমি পাবে না—বারডেটকে কতটা সুযোগ দিয়েছিলে তুমি? আর দেরি করে কি লাভ, মার্শাল? আমার কাছে দড়ি আছে, চল এখনই ওকে ফাঁসি দিই।'

কয়েকজন চিৎকার করে সমর্থন করল। কিন্তু মার্শাল ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল। 'এখানে ওসব কিছুই হবে না,' কড়া সুরে বলল সে। 'ঠিক আছে, ফিশার। তোমার গানবেল্ট খুলে ফেল—নইলে আমি গুলি করব।'

সাবধানে আঙুল চালিয়ে গানবেল্টটা খুললাম। মনে হল আমি যেন ডুবে যাচ্ছি। বারডেট বলে কাউকে আমি চিনি না—কোথায় সে মারা পড়েছে তাও জানি না। কিন্তু আমার কোন সাক্ষী নেই। ঘটনাটা 'টেরিটোরি' বা নেশনে কোথাও ঘটেছে, এবং সেই সময়ে আমিও ওই এলাকাতেই ছিলাম। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার কোন রাস্তা আমি দেখতে পাচ্ছি না।

আমি নিশ্চিত, যাকে আমি মেরেছি সে বারডেট হতে পারে না। কিন্তু প্রমাণ নেই। একজন মৃত লোকের পিস্তল পরার জন্য আমি গ্রেপ্তার হলাম।

আমাকে নিয়ে গিয়ে জেলে আটকান হল। মানুষের জটলা আমাদের অনুসরণ করল। বাইরে থেকে ওদের উত্তেজিত কথাবার্তার আওয়াজ আসছে।

গরাদ বসান দরজাটা সশব্দে বন্ধ হল। এই সেল থেকেই আমি

সিডকে মুক্তি দিয়েছিলাম। ধপাস করে বাঙ্কের ওপর বসে পড়লাম। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছি আমি। বুঝতে পারছি না এ আমার কি হল।

ডেভ ট্যানার অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে রয়েছে। আমার কি হয়েছে এটা তার কানে পৌঁছানর সম্ভাবনা খুব কম। আমার লোক যারা আছে তারা গরু সামলাতেই ব্যস্ত থাকবে। এমন কেউ আশে-পাশে নেই যার কাছ থেকে আমি সাহায্য আশা করতে পারি। যা করার তা আমার নিজেকেই করতে হবে।

মুশকিল হচ্ছে আসলে যে কি ঘটেছিল তা আমি নিজেই জানি না। ওদের কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে ওই বারডেট লোকটাকে সবাই ভালবাসত, এবং সম্মান করত। পুবে গিয়ে সে খুন হয়েছে। যে পাজি লোকটাকে আমি নেশনে মেরেছি, সম্ভবত সে-ই কাজটা করেছে।

মার্শাল ফিরে গিয়ে নিজের ডেস্কে বসেছে। সামনেই টেবিলের ওপর দরজার দিকে মুখ করে ওর রাইফেলটা রাখা। ড্রয়ার থেকে কিছু পুরনো 'ওয়ানটেড' পোস্টার বের করে পরীক্ষা করছে সে।

সেলে একটাই জানালা। তিনটে লোহার গরাদ রয়েছে ওতে। ওদিক দিয়ে বাইরে তাকালে খোলা এলাকা দেখা যাবে। ক্রো ক্রীক ওদিকেই কোথাও রয়েছে। ক্রীকের দু'পাশে অনেক ঝোপঝাড়। এখান থেকে বেরোন গেলে ওই জায়গায় পৌঁছতে কতটা সময় লাগবে?

'এখান থেকে পালাবার কথা মোটেও ভেব না,' আমার পিছন থেকে মার্শাল বলল। 'বাইরের লোকগুলো তোমাকে প্রথম গাছটার সাথেই ফাঁসি দেবে। ওরা বারডেটকে ভালবাসত।'

'শোন, তোমার মাথার ভিতর কিসের পোকা কামড়াচ্ছে জানি না,

—কিন্তু আমি বারডেটকে মারিনি। একজন ভুয়া শেরিফের কাছ থেকে পিস্তলটা আমি পেয়েছি। হয়ত সে যে স্টারটা ঝুলিয়েছিল সেটাও বারডেটের। গতরাতে আমার পিস্তলটা হারিয়েছি, তাই ওটা বের করেছিলাম। খুনের দোষ যদি আমাকে কাঁধে নিতেই হয়, তবে অন্তত এটুকু জানাও কি ঘটেছিল।'

আমার চোখে চোখ রাখল মার্শাল। তারপর অনিচ্ছার সাথে বলল, 'তুমিই আমার চেয়ে বেশি জানো। আমরা যা জানি সেটা হচ্ছে চারজন লোক নিয়ে অ্যাণ্ডি বারডেট একটা ওয়্যাগনকে এসকর্ট করে ফোর্ট স্মিথের দিকে রওনা হয়েছিল। ওয়্যাগনে ছিল তুজন বন্দী ডাকাত আর একটা দম্পতি।

'অ্যাণ্ডি আর তার সঙ্গীদের খবর অনেকদিন আমরা পাইনি। তারপর ওদের মৃতদেহ পাওয়া গেল। ডাকাত তুজনকে পাওয়া যায়নি —ওদের দড়ি কেটে মুক্তি দেয়া হয়েছে। শেরিফ আর তার সঙ্গীদের অ্যামবুশ করে হত্যা করা হয়েছে। স্বামীর সাথে মেয়েটাও মরেছে। ওই পিস্তলটাই আমাদের প্রথম ক্লু। তাই সবাই তোমাকে ফাঁসি দিতে চায়।'

ওর কাছে যা জানতে পারলাম তা আমার কোন কাজেই আসবে না। কিন্তু এটুকু বোঝা গেল ওরা আমার ওপর কেন এত খাপ্পা। ওদের প্রিয় শেরিফের সাথে একজন মহিলাও মারা পড়েছে। তবে একজনের পক্ষে ওই কাজ সম্ভব হয়নি—আর নিশ্চয় তাদের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল।

'কোন তুজনকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'হুড মিলার আর রেড গর্ডন।'

'রেড গর্ডন!' বিছানা থেকে একলাফে মার্শালের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। আমাকে এভাবে এগোতে দেখে গারদের কাছ থেকে পিছিয়ে গেল সে। 'রেড গর্ডনও ওই কেলসির দলে ছিল! তুমি কি মনে কর ওকে মুক্ত করার জন্যে আমি ফাঁসির ঝুঁকি নেব?'

'ওই কথাও আমি ভেবেছি, কিন্তু পরে হয়ত তোমাদের ঝগড়া হয়ে থাকতে পারে। কিংবা তোমার পুরো গল্পটাই হয়ত মিথ্যা।'

'রেড গর্ডন এখন মৃত। সে জন ওয়াইলসের দলের শেষজনকে খুন করার জন্যে ধাওয়া করছিল—আমিই ওকে মেরেছি। শ্যান ফ্রীম্যান বা পিপ ওল্ডরয়েড, ওরা দুজনেই এই ঘটনা জানে।'

'কিন্তু তাতে তোমার কোন সুবিধা হচ্ছে না,' শান্ত স্বরে বলল মার্শাল। 'আমরা জানি শ্যান ফ্রীম্যান হচ্ছে গ্রিফিনের ভাই—আর আমাদের কাছে প্রমাণ আছে যে গ্রিফিন ওই ঘটনার সাথে জড়িত ছিল।'

'এর কোন অর্থ আমি বুঝতে পারছি না। ভুয়া শেরিফের সাথে যখন আমাদের বিবাদ হয় তখন কেলসির দলের কাউকে আমি দেখিনি।'

কাঁধ উঁচাল শেরিফ 'তুমিই তো বলেছিলে কেলসির দল তোমাদের অনুসরণ করছিল—কিভাবে জানো ওদের মধ্যে কোন যোগসাজশ ছিল না?'

আমি সত্যিই জানি না। জানার কোন উপায়ও নেই। আমার ধারণা এই দুটো আলাদা ঘটনা। এবং তার একমাত্র পরোক্ষ প্রমাণ, কেলসির দল যেমন প্রকৃতির লোক, তাতে তারা শেয়ার বাড়িয়ে নিজের লাভের অংশ কমাতে কিছুতেই রাজি হবে না।

কিন্তু আমার কোন যুক্তিই এখানে কাজে আসবে না। কারণ

যেখানে সামান্য সুপ্রতিষ্ঠিত আইন নেই, সেখানে নিজেদের হাতেই আইন তুলে নিতে তারা অভ্যস্ত। আমি যে নির্দোষ একথা জানা জানি হওয়ার আগেই হয়ত আমাকে ওদের ল্যাসোর ফাঁসে ঝুলতে হবে।···বাবার মতই।

যেভাবে হোক, যেকোন উপায়ে, আমাকে এখান থেকে বেরোতেই হবে।

মার্শাল বেরিয়ে গেল—আমি একা হলাম। সূর্যের আলো বাইরের আবহাওয়াটাকে এখন গরম করে তুলেছে। বাইরে হিচ্ রেইলের সাথে বাঁধা ঘোড়াটার জন্যে আমার চিন্তা হচ্ছে। উঠে দরজাটা টেনে দেখলাম, শক্তভাবে তালা বন্ধ। জানালার সিকগুলোও অনড়। একটুও নড়ছে না।

একটু পরে ক্লান্ত হয়ে বাঙ্কে শুয়ে পড়লাম। পরিস্থিতিটা ভাল করে বিবেচনা করে দেখছি আমি। আমি বিশ্বাস করি যে চিন্তা করলে যেকোন মানুষ বিপদে একটা উপায় বের করতে পারে। কিন্তু আমার মাথায় কোন বুদ্ধি আসছে না। শেষে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলে দেখলাম অন্ধকার হয়ে আসছে।

রাত হল···তার মানেই ঝামেলা। লোকজন কাজ শেষ করে ফিরে আসবে। ওরা সেলুনে বসে আমার ব্যাপারে আলাপ করবে—ড্রিঙ্ক করবে। আমি জানি, মাতাল জনতা কতটা নিষ্ঠুর হয়। দরজার গরাদের ফাঁক দিয়ে মার্শালের অফিস, আর জানালা দিয়ে কেবল একটা বাসার জানালা দেখা যাচ্ছে। যা করিনি তার জন্যেই কি আমাকে ওরা ল্যাসোর ফাঁসে ঝুলাবে? আমারও কি বাবার মতই মৃত্যু হবে?

আমার পিস্তল আর রাইফেল দরজার পাশে হুকে ঝোলান রয়েছে।

আমি যদি দরজা বা জানালা ভেঙে পালাতেও পারি, ওরা ধরে নেবে আমি সত্যিই অপরাধী। মনে করবে আমি বারডেটকে মেরেছি। কিন্তু এখানে থাকলেও হয়ত ওরা আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে। বুঝতে পারছি না···এখন আমার কি করণীয় ?

বাঙ্কে শুয়ে আবার ঘুমাতে চেষ্টা করলাম—ঘুম আসছে না। কিন্তু মার্শাল ? আমার মনে হয় না সে এই ঘটনা ঘটতে দেবে। তবে সে তো মাত্র একজন লোক। এত লোকের বিরুদ্ধে কি করবে সে ?

ধীরে ধীরে চারপাশে চোখ বুলালাম। একটা দুর্বল এলাকা কোথাও চোখে পড়ল না আমার। সবদিক সারডিন (এক প্রকার ছোট মাছ) ক্যানের মতই টাইট।

রাস্তায় একজন মাতাল বুনো চিৎকার দিল। আমার জন্যে কতক্ষণে আসবে ওরা ?

বারো

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল। জেল অফিসের জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম কয়েকজন আরোহী আসছে। ওরা ক্যাপ্টেন কেলসি, ফ্ল্যাশ গর্ডন, মার্কো গ্রিফিন, মেরি, এবং ওদের সাথে আরও দুজন।

রাস্তা ধরে ওরা এগিয়ে গেল। আমি সেলের মেঝেতে পায়চারি

শুরু করলাম। ওরা ঝুঁকি নিয়ে শহরে কেন এসেছে? আমার গ্রেপ্তার হবার খবর কি ওরা পেয়েছে? শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটাকে অবাস্তব মনে করে বাতিল করলাম। মনে হচ্ছে ওরা মদ খেতে আর জুয়া খেলতেই এসেছে এখানে।

উহ, পিস্তল হাতে এখন যদি আমি মুক্ত থাকতাম! কিন্তু মুক্ত হলেও আমি কি করতাম? মেরি আমার পক্ষে কখনও বলবে না। এই মার্ডার চার্জ মাথায় নিয়ে আমি এখান থেকে মুক্ত হতে চাই না।

তাহলে কি করব? জানি জনতা এখন রাস্তায় আমাকে ফাঁসিতে ঝোলানর প্রস্তুতি নিচ্ছে। বুঝতে পারছি না মার্শাল আমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে কি না।

কোথাও খবর পাঠানোরও কোন উপায় নেই। আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করার মত কেউ ধারে-কাছে নেই। কেউ জেলের কাছেও আসছে না। আশপাশের এলাকা একেবারে শূন্য মনে হচ্ছে।

শহরে বাতি জ্বলতে শুরু করেছে। ধীর বাতাস সেজের পাতা নাড়াচ্ছে।

এসব শেষ হওয়ার এটাই কি একমাত্র পথ? আমার মনে অনেক আশা, আর অনেক আকাঙ্ক্ষা ছিল। পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু তার বদলে আমাকে তার মতই মৃত্যু বরণ করতে হবে—বিনা দোষে।

জ্বরের ভাব নিয়ে সেলের বাঙ্কে ফিরে এলাম···একটা উপায় আমাকে বের করতেই হবে। জানালার সিক ধরে আবার ঝাঁকি দিলাম—দেখলাম ওগুলো আগের মতই শক্ত।

বাঙ্কে লম্বা হয়ে শুয়ে আমি নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে উঠে মৃদুস্বরে কারও কথা বলার আওয়াজ শুনতে পেলাম।

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। বাইরে শহরের বাতিগুলো এখনও উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। বাইরে কোথাও কেউ বুনো চিৎকার দিল। একজন আরোহী দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে পার হল।

এরপর আমি পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। কেউ দ্রুতপায়ে জেল-হাউসের দিকে আসছে।

'ফিশার?' মার্শালের গলা। 'তুমি জেগে আছ?'

'তোমার কি মনে হয় রাস্তায় ওই জটলা থাকলে আমার ঘুম আসবে?'

কিন্তু আমি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অবাক হয়ে ভাবছি এটা কেমন করে সম্ভব হল? 'ওরা কি আসছে?'

'আসার কথা বলছে ওরা,' জবাব দিল সে। 'তবে হয়ত ওটা কেবল কথাই।'

'আমাকে একটা পিস্তল দেবে তুমি?'

চিন্তা করছে মার্শাল। ওই সময়ে আমি ধীরেও দশ পর্যন্ত গুনতে পারতাম। 'হয়ত,' জবাব দিল সে। 'ব্যাপারটা যদি অতদূর গড়ায়। কখনও আমার কাছ থেকে কোন বন্দীকে কেউ নিতে পারেনি। এখনও আমি তা হতে দেব না।'

'আমি অ্যাণ্ডি বারডেটকে মারিনি,' আবার জানালাম ওকে। 'কথাটা সত্যি। আমি ওকে চিনতামও না। আমি মিথ্যাবাদী লোক নই।'

'তুমি কে, ফিশার? আমি ওকে অন্ধকারে ভাল করে দেখতেও পাইনি, কিন্তু দেখলাম লোকটা জানালা দিয়ে রাইফেল বের করে রাস্তার ওপর নজর রেখেছে।'

'কে?' সত্যিই তো, আমি আসলে কে? 'আমি কেউ না। আমি

একজন নগণ্য পাহাড়ী ছেলে। যার কখনোই কিছু ছিল না। আছে কেবল ভাল স্বাস্থ্য, আর কিছু দুঃখজনক স্মৃতি। টেনেসিতে আমার বাবাকে ওরা ল্যাসোর ফাঁসে ঝুলিয়ে ঘোড়া চুরির দায়ে হত্যা করেছে —অথচ তার চেয়ে ভাল মানুষ আর হয় না। সে শক্ত বা নীচ ছিল না—তার চেয়ে ভাল মানুষ আমি জীবনে দেখিনি।'

জেলের সেলে অন্ধকারে বসে মার্শালকে বাবা, ঘোড়া, আর ফাঁসির সব কথাই বললাম।

'আমার সবসময়েই ইচ্ছা ছিল একদিন ওখানে ফিরে গিয়ে ওদের দেখিয়ে দেব ফিশাররা কি করতে পারে,' জানালাম আমি।

'শুনলাম তুমি অস্ত্রের ব্যবহারে ওস্তাদ।'

'টেনেসিতে আমি অস্ত্র ব্যবহার করতে চাই না। কোথাও এমন কেউ নেই, যাকে আমি মারতে চাই। ওদের দেখাতে চেয়েছিলাম ফিশাররা ফালতু লোক নয়। অথচ এখন আমার নিজেরই ফাঁসি হতে যাচ্ছে।'

এই সময়ে আমরা বাইরে থমকে থমকে কারও হেঁটে আসার শব্দ শুনতে পেলাম। হাতল ঘুরাল কেউ।

'মার্শাল? তুমি কি ভিতরে আছ? দরজা খোল···আমি ডেভ ট্যানার।'

দরজা খুলল মার্শাল। ডেভ ট্যানার ভিতরে ঢুকল। একটা ছড়ির ওপর ভর দিয়ে হাঁটছে সে। অন্য হাতে একটা রাইফেল।

'ফিশার, তুমি কি ভিতরে আছ?' প্রশ্ন করল সে।

'আমি এখানেই আছি—আর তোমার ডাক্তারখানায় শুয়ে থাকা দরকার।'

মার্শালের চেয়ারে বসে পড়ল সে। ওর ভারি শ্বাস নেয়ার শব্দ

আমি শুনতে পাচ্ছি। 'ওকে ছেড়ে দাও মার্শাল,' অনেক কষ্টে কথাগুলো বলল সে। 'ওর জন্যে আমি দায়ী থাকব।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মার্শাল চাবি লাগিয়ে সেলের দরজা খুলে দিল। অন্ধকারে আমরা একে অন্যাকে আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছি। খালি গানবেল্টটা কোমরে পরে রাইফেলটা হাতে তুলে নিলাম।

'একটা কথা,' আমি বললাম, 'মেরি—ওই মেয়েটা এখন এই হরেই আছে। বললে সত্যি কথাটা সে বলতে পারত, কারণ ঘটনার সময়ে সে ওখানে উপস্থিত ছিল। কিন্তু আমাকে সে সাহায্য করবে না, কারণ সে এখন ক্যাক্সটন দলের সাথে রয়েছে।'

কেউ কোন মন্তব্য করল না। বাইরে লোকজনের চিৎকার আমরা শুনতে পাচ্ছি। দড়াম করে একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল। টাল-মাতাল অবস্থায় গালি দিতে দিতে ওরা এগোচ্ছে। এরা টাউট জাতের লোক। অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থায় ওদের অনেকেই ভাল মানুষ। কিন্তু দাঙ্গাকারী জনতাকে যুক্তি দিয়ে কিছুই বোঝান যাবে না। ওরা কেবল অ্যাণ্ডির কথাই ভাবছে—মনে করছে হয়ত আমি পালিয়ে যেতে পারি।

'তোমরা দুজন এখান থেকে চলে যাও,' প্রস্তাব দিলাম আমি। 'ওরা কেবল আমাকেই চায়।'

'ভুলে যেয়ো না আমরা পার্টনার,' বলল ট্যানার।

মার্শাল কোন জবাব দিল না। সে কেবল জানালা খুলে ভারি শাটারগুলো বন্ধ করে দিল। তারপর শাটারের মধ্যে প্লাগ টেনে একটা গর্ত খুলল।

'বাইরে যারা আছ, সবাই শোন,' চিৎকার করে বলল সে। 'ঘুরে তোমরা ফিরে যাও! আজ রাতে কোন লিনচিঙ (Lynching) হবে

না।'

মার্শালের আদেশ উপেক্ষা করেই ওরা এগোল। ওদের বেশ খানিকটা আগে মাটিতে গুলি করল মার্শাল। 'ভাল চাইলে এখনও পিছিয়ে যাও!' উচ্চস্বরে ঘোষণা করল সে। 'আমি একা নই, আর তোমরা যদি ফাইটই চাও, আমাদের মোকাবিলা করতে হবে।'

'ওকে বাইরে বের করে দাও, মার্শাল!' একজন চিৎকার করে বলল। 'বের করে দাও, আমরাই ওর পাওনা মেটাব।'

'আজ রাতে তোমরা কিছুই করবে না,' ছাদের ওপর থেকে আর একটা স্বর শোনা গেল। 'আমার হাতে কোল্ট রিপিটিঙ শটগান রয়েছে।'

ওটা শ্যান ফ্রীম্যানের গলা—আমি ওই গলা ভাল করেই চিনি। সে নিশ্চয় ক্যাম্প থেকে আমার শটগানটা নিয়ে এসেছে। এত কাছে থেকে প্রতি গুলিতে দশ-বারোজন করে মরবে বা আহত হবে। ওতে পাখি মারার গুলি নেই—ওতে '৩৮ ক্যালিবারের বাকশট রয়েছে।

ডেভ ট্যানার দরজা খুলল। 'তোমরা কোন অপচেষ্টা করতে যেও না। আমাদের হাতে যা অস্ত্র আছে তাতে তোমরা কোন সুযোগই পাবে না—কারণ তোমরা খোলা জায়গায় রয়েছ।

মাতাল হলেও ওরা বুঝতে পারছে ওদের অন্তত তিনজনের মোকাবিলা করতে হবে, হয়ত আরও বেশিও হতে পারে। গজগজ করতে করতে পিছিয়ে গেল ওরা। আবার সেলুনের দিকেই ফিরে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জেলের সামনের রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে গেল।

মার্শাল একটা বাতি জ্বালাল। আমি রাইফেলটা টেবিলের ওপর রেখে গানবেল্টটা খুলতে শুরু করলাম।

'থামো, ওসবের দরকার নেই,' বলল মার্শাল। 'পিস্তলটা আমার প্রমাণের জন্য দরকার হবে, তবে রাইফেল আর কোল্টটা তুমি রাখ।'

'ধন্যবাদ। ওদিকে আমাদের কিছু গরু রয়েছে; অনেক দুর যেতে হবে আমাদের। আমাকে তোমার দরকার হলে তুমি নিজে এসো বা কাউকে দিয়ে খবর পাঠালেও আমি চলে আসব। হোল ইন দা ওয়ালেই থাকব আমি। একদল গরু চোরের হাত থেকে গরু বাঁচানর জন্যে একজন ভুয়া শেরিফকে হত্যা করা ছাড়া আমি আর কোন দোষ বা অন্যায় করিনি।'

'তুমি যাও,' মার্শাল বলল, 'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি—কিন্তু এই ব্যাপারে একটা শুনানি হতে হবে। এটাই আইন।'

'গোলাগুলি তোমার এলাকার মধ্যে হয়নি, মার্শাল,' ধীর-স্থির স্বরে বলল ট্যানার। 'ওটার খবর ক্যানসাসে সবাই জানে। ড্যান ফিশারের সাথে দেখা হওয়ার অনেক আগেই আমি এর কথা শুনেছি।'

আমরা দুজন হেঁটে ডাক্তারখানার দিকে রওনা হলাম। হঠাৎ শ্যান ফ্রীম্যানের কথা আমার মনে পড়ল। ট্যানারকে একাই এগোতে দিয়ে ওকে খোঁজার জন্য আমি ফিরলাম। পাঁচ কদম এগিয়েই দেখলাম কয়েক গজ দুরেই শ্যান আমাদের দিকেই আসছে।

'তুমি কি আমাকে খুঁজছ?' প্রশ্ন করল সে। 'তুমি নিরাপদে ফিরতে পেরেছ কিনা জানার জন্যে আমি এখানে অপেক্ষা করিনি। ট্রেইল করে ক্যাম্পে খবর নিতে গেছিলাম। তোমার অনেক শত্রু আছে শহরে।'

'জানি—কেলসির দলটাকে আমি পৌঁছুতে দেখেছি।'

আমরা ততক্ষণে ডাক্তারের দরজায় পৌঁছে গেছি। আমার দিকে চেয়ে সে দাঁত বের করে হাসল বটে, কিন্তু ওর চোখে তামাশার কোন

চিহ্ন নেই। 'না, আমি ওদের কথা বলিনি,' জানাল সে, 'আমি অন্য লোকের কথা বলছিলাম।'

সে যে কার কথা বলছে বুঝলাম না। কয়েক ধাপ ওঠার পর সে আবার বলল, 'তুমি হয়ত জানো, রেল যোগাযোগ হওয়ার পর থেকেই ওদের লোকজন পুব থেকে মানুষকে পশ্চিমের উর্বর জমির লোভ দেখিয়ে এখানের স্থায়ী বাসিন্দা হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। তারা অনেক লোককেই পটিয়ে ফেলেছে—কিছু কুটিল জমির দালালও ব্যক্তিগত লাভের আশায় ওদের প্রলুব্ধ করছে।

'শুনেছি অনেক গ্রাম থেকেই একজোটে সবাই পশ্চিমে এসেছে। ওরা সবাই বড়লোক হতে চায়।'

'এসবের সাথে আমার শত্রুর কি সম্পর্ক?'

হ্যাটটা একটু পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে একটা সিগারেট রোল করল শ্যান।

'শুনলাম একজন দক্ষ দালাল টেনেসিতে যেয়ে ওদের সবাইকে শাইয়্যান আসায় প্রলুব্ধ করে গ্রামশুদ্ধ সবাইকে এখানে এনেছে। এখন ওরা সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছে। আমি ওদের আশে-পাশেই ছিলাম যখন দু'একজনের মন্তব্য শুনলাম তোমার ফাঁসি না দেখে কেউ কেউ এখান থেকে যেতে নারাজ।

'ওরা যখন শুনল কাকে ফাঁসি দেয়া হবে তখন তাদের কয়েকজন বলল তোমার ফাঁসি না দেখে ওরা কোথাও যাবে না। ওরা তোমার মরণ না দেখে শহর ছাড়তে নারাজ।'

'যারা বাবাকে ল্যাসোর ফাঁসে ঝোলাতে সাহায্য করেছে, স্বভা-বতই তারা তার ছেলেকেও ল্যাসোর ফাঁসে ঝুলন্ত দেখতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। ওদের মধ্যে কি লাল গোঁফওয়ালা কেউ ছিল?'

'হ্যাঁ, ওদের মাঝে ওরকম একটা লোক ছিল। বিশাল আর মোটাসোটা। তবে লোকটা অত্যন্ত নীচ বলেই আমার মনে হলো,' জবাব দিল শ্যান।

'রন মর্ট। কিন্তু একদিক থেকে এটা ভালই হয়েছে। ওর মোকাবিলা করতে আমাকে আর দূর টেনেসিতে ফিরে যেতে হবে না।'

ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে আমরা ট্যানারকে আবার বিছানায় শোয়াতে সাহায্য করলাম। এতটা পরিশ্রমের ফলে সে আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। পুরো সেরে উঠতে তার এখনও কিছু সময় লাগবে।

'তোমার জন্য আমরা একটা ওয়্যাগন নেব ডেভ,' বললাম আমি। 'কিংবা সস্তা হলে আমি অ্যামবিউলেন্স—ওতে আমরা বেশকিছু খাবারও নিতে পারব। ওয়াইওমিঙের তাজা বাতাস আর মোষের মাংস তোমাকে শিগগিরই ভাল করে তুলবে।'

শ্যান আর আমি একসাথেই হোটেলে গিয়ে নিজেদের জন্যে একটা ঘর ভাড়া নিলাম। সকালেই আমরা ক্যাম্পে ফিরে যাব। সেখান থেকে উত্তরে হোল ইন দা ওয়ালে যাব। কয়েকদিন ধীর গতিতে চললে ট্যানার একটু ভাল হয়ে নিজেই ওয়্যাগন চালিয়ে আমাদের ধরে ফেলতে পারবে। তবে মাত্র চারজনের পক্ষে আমাদের গরুগুলোকে সামলান কঠিন হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আর একজন ভাল কাজের লোক আমি জোগাড় করতে পারিনি। আমাদের আরও দু'তিনজন লোক থাকলে সুবিধা হত।

হোটেলে লোকজন আমার দিকে কড়া দৃষ্টিতে চাইল। কেউকেউ আমার খালি খাপটাও লক্ষ্য করল। কিন্তু কেউ কিছু বলল না। যারা রাস্তায় জটলা পাকিয়েছিল তাদের বেশিরভাগ লোকই বাড়ি ফিরে গেছে। এখন যাদের দেখছি তারা বেশি পরিশ্রম করে রাত পর্যন্ত

কাণ্ড করেছে।

হোটেলের মালিকও আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। 'ঘুমানোর জায়গা দিতে আমি কাউকে কখনও না বলিনি, কিন্তু আমি এখানে কোন গোলমাল চাই না। বুঝেছ?'

'মিস্টার,' আমি বললাম, 'তুমি যাকে দেখছ তার ওপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপটা গেছে। আমি কেবল কয়েক ঘণ্টা ঘুমাতে চাই।'

নাম লেখার খাতাটা বের করে দিল সে। সই করার সময়ে আমি লক্ষ্য করলাম আমার ঠিক উপরের সইটাই ফ্রেড ক্রদার্সের।

আর কোন নাম আমি পড়ে দেখলাম না। ওই একটা নামের ওপরই আমার চোখ আটকে রইল। আমার মনে হচ্ছে যেন ওই নামটা আমার বুক পুড়িয়ে লেখা হয়েছে।

রন মর্ট গুণ্ডা প্রকৃতির লোক বটে, কিন্তু ক্রদার্স যদি তা থামানোর জন্যে একটা আঙুলও উঁচাত, তবে এসব কিছুই ঘটত না। রন আমার বাবার গলায় ল্যাসোর ফাঁস পরিয়েছে ঠিক, কিন্তু এর পিছনে ছিল ক্রদার্স। সে-ই আমার বাবাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে।

আর সেই ফ্রেড ক্রদার্স কিনা এই হোটেলেই উঠেছে! কলমটা নামিয়ে রাখলাম আমি।

ওয়াইওমিঙের জমি নিজের চোখে দেখার জন্যেই সে পশ্চিমে এসেছে। হ্যাঁ, খুব ভাল কথা…আমি দেখব যেন সে অন্তত ছয় ফুট বাই তিন ফুট একটা জমি পায়।

তেরো

আমার যখন ঘুম ভাঙল, সূর্যটা তখন আকাশে বেশ কিছুটা উপরে উঠেছে। রোদ-উজ্জ্বল একটা সকাল। কাপড় আর বুট পরে ওয়াশ বেসিনের কাছে গেলাম। বুঝলাম আমার শেভ করাটা নেহাত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

জানালার পর্দা একটু ফাঁক করে রাস্তার ওপাশেই দেখলাম। এমন সুন্দর সকালে পশ্চিমে যেকোন শহরে যা দেখা যায় তাই নজরে পড়ল।

ডজনখানেক ঘোড়া হিচিং রেইলে বাঁধা রয়েছে। একটা বাক-বোর্ড (ঘোড়ার গাড়ি) দাঁড়িয়ে আছে ব্যাঙ্কের সামনে। আর একটু আগে একটা ওয়্যাগনে মাল বোঝাই করা হচ্ছে। কিছু বেকার অলস লোক ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারছে। অস্বাভাবিক কিছু আমার চোখে পড়ল না.

পিস্তলহীন গানবেল্ট পরে, সাবধানে রাইফেলটা চেক করে এক-পাশে রাখলাম। এতক্ষণে আমার খেয়াল হল ঘরে শ্যান নেই। ওর বিছানায় কম্বল আর লেপ এমনভাবে স্তূপ করা রয়েছে যে ওদিকে আগে নজর পড়েনি আমার। ও যে কিভাবে আমার অজান্তে ঘর ছেড়ে বেরোল সেটা আমার কাছে খুব অবাক লাগছে। তবে এ নিয়ে

দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই; বোঝাই যাচ্ছে আমি কতটা ক্লান্ত ছিলাম।

গালে সাবান মেখে দাড়ি কামিয়ে যত্ন করে ওগুলো আবার গুছিয়ে রাখলাম আমি। দিনের আলোয় নতুন করে ফ্রেড ক্রদার্সের কথা ভাবলাম। ওর মত লোক পশ্চিমে এমনিতেই অনেক ঝামেলায় পড়বে। আমার সাথে যদি সংঘর্ষ হয় তবে তাকেই আগে এগিয়ে আসতে হবে। আমার মনে হল আমার জায়গায় বাবা থাকলে ওকে মারত না।

রন মর্ট আর এক ধরনের মানুষ। লোকটা বিশাল, আর গায়ের জোর খাটাতে পছন্দ করে। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আমার উচ্চতা, ওজন, আর আত্মবিশ্বাস, সবই বেড়েছে। আমি জানি ওকে কিভাবে শায়েস্তা করলে সে সবথেকে বেশি ব্যথা পাবে।

সেদিন সকালে আমি স্লিঙ বাম কাঁধে ঝুলালাম, রাইফেলটা ডান দিকে। অনেক অনুশীলন করে আমি দেখেছি এভাবে আমি সামান্য কিছুটা বেশি দ্রুত অ্যাকশনে যেতে পারি।

রেস্টুরেন্টে ঢুকেই আমি থমকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঠিক আমার সামনেই ফ্রেড ক্রদার্স বসে আছে। তার সাথে একই টেবিলে রউজ ডনেগান, আর তার বড় বোন রয়েছে।

মুখ তুলে চেয়ে আমাকে চিনতে ক্রদার্সের কিছুক্ষণ সময় লাগল। 'ভাল,' জোর গলায় সে বলল, 'এ যে দেখছি ঘোড়া চোরের ছেলে'

'না।' সোজা ওর টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলাম আমি। 'মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমার বাবাকে তুমি খুন করিয়েছ।' টেবিলের ওপর ভর দিয়ে ওর দিকে ঝুঁকলাম। 'জেনে রাখো ক্রদার্স, তুমি এইমাত্র যা বলেছ সেটা এদেশের রীতি অনুযায়ী গোলাগুলির আহ্বান। বাবা বা আমার সম্পর্কে তুমি আবার মুখ খুললে লড়বার জন্যে প্রস্তুত

হয়ে পিস্তল নিয়েই এসো।

রাগে ক্রদার্সের চেহারাটা লাল হয়ে উঠল। কিন্তু আমি কি বলেছি সেটা বুঝতে পেরে ওর মুখ একটু ফ্যাকাসে হল।

আড়চোখে রউজের দিকে চেয়ে আমি বললাম, 'হ্যালো রউজ। তোমার বাবা কোথায় ?'

সে এখন আর সেই শুকনো মেয়েটি নেই। তার প্রতিটি অঙ্গ চমৎকারভাবে ভরাট হয়ে সে এখন খুব সুন্দরী হয়েছে।

'বাবা মারা গেছে, ড্যান ফিশার,' জবাব দিল সে। 'গত বছরই সে মারা যায়।'

'আমি সামনের সামারে তোমাকে দেখতে যাব ঠিক করেছিলাম।'

হঠাৎ প্রিসিলা মুখ খুলল। 'তোমার মত কারও সাথে দেখা করতে সে চায় না বা কোনদিন চাইবেও না। জেনে রাখো মিস্টার ক্রদার্সকে বিয়ে করবে রউজ। প্রিসিলাকে আমি কখনও পছন্দ করতাম না, এখন ঘেন্না ধরে গেল।

রউজের মুখটা একেবারে সাদা হয়ে গেছে—মেয়েটাকে ভীত আর আড়ষ্ট দেখাচ্ছে। ওর দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলাম। 'নিশ্চয় এটা তোমার মনের কথা নয়, রউজ,' বললাম আমি। 'ওকে না।'

'হ্যাঁ, আমাকেই বিয়ে করবে ও,' জবাব দিল ক্রদার্স। 'এবং তুমি এই টেবিল ছেড়ে চলে গেলে আমি খুশি হব। এই মুহূর্তে!'

ওর দিকে চাইলাম আমি। 'ক্রদার্স, গত রাতে যখন শুনলাম তুমি শাইয়্যানে এসেছ, রাতে বিছানায় যাওয়ার সময়ে ঠিক করেছিলাম সকালে উঠে তোমাকে খুঁজে বের করে খুন করব। আজ সকালে উঠে ভাবলাম তোমার মত পচা-গলা মাংসের লোককে মারলে আমার একটা গুলি বৃথা নষ্ট হবে। এখন আমাকে আবার মত

পাল্টাতে বাধ্য কর না। তুমি স্থির হয়ে মুখ বুঁজে বসে থাকলে এখানে থাকতে পারো।

ঠাণ্ডাভাবে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমি বসলাম। রেস্টুরেণ্টে ডজনখানেক লোক রয়েছে। তারা কেউ আমাদের কথা শুনছে না এমন ভাব দেখালেও আমি জানি সবাই আমাদের প্রত্যেকটা কথা কান পেতে শুনেছে।

'আমি তোমার জন্যে ফিরে আসতাম, রউজ। তুমি জানতে আমি ফিরব, তাই না?'

'আশায় ছিলাম তুমি আসবে।'

তারপর আড়চোখে অবাধ্যভাবে বোনের দিকে একবার চেয়ে, সে ব্যাখ্যা দিল। 'মিস্টার ক্রদার্স বাবার কাছে টাকা পায়·· অনেক টাকা। বাবা যে ধার নিয়েছে সেসব কাগজপত্র ওর কাছে আছে। তবে ওই টাকার একটা সেণ্টও আমি দেখিনি। আমি বিশ্বাস করি না বাবা ধার নিয়েছে।

ওর বউ মারা যাবার পর ও আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, আর প্রিস আমাকে বলেছিল এটাই ঋণ শোধ করার একমাত্র উপায় —নইলে ও আমাদের র‍্যাঞ্চ নিয়ে নেবে। আমি রাজি হইনি।

'তারপর শুনলাম ওয়াইওমিঙে ভাল জমি আছে। ওদিকে দুবছর আমাদের খরা গেছে—সব ফসল রোদে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেল। মিস্টার ক্রদার্স জমি কেনার জন্য পশ্চিমে আসছিল, ও প্রস্তাব দিল, চাইলে আমরা তার সাথে আসতে পারি। আমি ভাবলাম টেনেসির উপত্যকা থেকে বেরোবার এই সুযোগ। জানতাম তুমি এদিকেই কোথাও আছ। তাই আমি পশ্চিমে এসেছি।'

'ফ্রেড ক্রদার্সের মত লোককে বিয়ে করার সুযোগ মেয়েদের জীবনে

বার বার আসে না,' আমাকে বলল প্রিসিলা, 'এবং এর ভিতর নাক গলিয়ে গোলমাল পাকাবার কোন অধিকার তোমার নেই।'

'তোমার যদি ওকে এতই পছন্দ তবে তুমিই ওকে বিয়ে কর,' বললাম আমি। 'রউজ আমাকে বিয়ে করবে।'

'আমি তাই চাই ড্যান ফিশার,' বলল রউজ। 'নিশ্চয় চাই। যেদিন তোমাকে আমি প্রথম দেখেছি সেদিনই তোমাকে ভালবেসেছি।'

আমাদের চারপাশের লোকজন দাঁত বের করে হাসছে। রউজকে ওদের ভাল লেগেছে, এবং ওরা অনুভব করছে আমি ওয়েস্টার্ন। ক্রুদার্স পুবের লোক, আর তার চালচলনও ওদের পছন্দ হয়নি। ঘটনাটা ওরা বেশ উপভোগ করছে।

'এবার আমার কথা শোন!' শুরু করেছিল ক্রুদার্স, কিন্তু আমি কেবল ওর দিকে কড়া চোখে চাইলাম।

'তুমি বস, ক্রুদার্স···বা যা-ই তোমার আসল নাম হোক।'

কথাটা জায়গামত আঘাত করল লোকটার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এই প্রথম আমি বিশ্বাস করলাম ওই লোক সম্পর্কে যে গল্পটা আমি শুনেছি সেটাই সত্যি—ওর আসল নাম ক্রুদার্স নয়। চেয়ার ছেড়ে অল্প একটু উঠেছিল সে, আমার কথায় আবার চেয়ারে গা এলিয়ে বসে পড়ল লোকটা। যেন কেউ ওর পেটে ঘুসি মেরেছে; ওখানে বসে নীরবে টেবিলে রাখা নিজের হাত দুটোর দিকে চেয়ে রইল সে।

'আমি এখন গরুর ব্যবসা করছি,' আমি বললাম, 'একপাল হোল ইন দা ওয়াল এলাকায় রেখে এসেছি—আরও একদল গরু শহরের একটু দূরেই আছে। একজন ভাল পার্টনার পেয়েছি···সে পুবের

বাজার থেকে গরু কিনে আনে। এখানকার কাজ শেষ হলেই আমি উত্তরে রওনা হব।'

রউজের দেখা পেয়ে আমি যে কোথায় আছি, বা শহরে কারা রয়েছে সবই ভুলে গেছি। হঠাৎ মনে পড়ায় আড়চোখে দরজার দিকে তাকালাম। ওখানে কেউ নেই।

শহরের কোথাও আমার শত্রুরা রয়েছে, আর শ্যান ফ্রীম্যান সাহায্য না করলে এখানে আমার আর কোন বন্ধু নেই যে আমার পাশে দাঁড়াবে। ট্যানার বিছানায় অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছে।

'তোমার জিনিসপত্র নিয়ে এসো, রউজ,' আমি বললাম। 'তুমি যদি আমাকে গ্রহণ করতে রাজি হও, তবে আমরা আগামীকালই বিয়ে করব।'

'আমি তোমাকে স্বামী হিশেবে গ্রহণ করব, ড্যান ফিশার। আমি নিশ্চয় তোমাকে গ্রহণ করব। বাবা বিয়েতে থাকতে পারলে সে ও খুব খুশি হত।'

'বোকার মত কথা বলছ তুমি!' খেপে উঠল প্রিসিলা। 'তোমার জন্যে আমি এতকিছু করলাম, আর তুমি কিনা ফ্রেডের মত পাত্র ছেড়ে ওই ছন্নছাড়া লোকটাকেই বেছে নিলে?'

'ফ্রেডের পরের নামটা কি?' শান্ত স্বরে প্রশ্ন করলাম আমি। 'শোন, ম্যাম। ওকে তুমিই জিজ্ঞেস করে নিও ওর আসল নাম কি। এবং কি তার পরিচয়। ও নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই।' চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়ালাম আমি। 'আসছ, রউজ?'

মেয়েটা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল। লম্বা, সুন্দর নিটোল গড়ন। ওকে সাহস করে হোল ইন দা ওয়ালে নিয়ে যাওয়া কি আমার ঠিক হবে? কিন্তু ওর ওই গর্বিত, নির্ভয় চোখ দুটোর দিকে চেয়ে বুঝলাম সে

কোন নিরাপদ জায়গাতেও একা থাকতে রাজি হবে না। আমার যেখানে যাওয়ার সাহস আছে, সেখানে সে-ও যাবে।

উপরে ওঠার সিঁড়ির কাছে সে যখন একটু থামল, আমি ওকে সাবধান করলাম। 'রউজ, এখানে কিছু লোক আছে যারা আমাকে খুন করার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওদের সাথে আমার মোকাবিলা করতে হবে। মনে রেখো: আমার যদি কিছু ঘটে, ডেভ ট্যানার আমার পার্টনার। সে এখন ডাক্তারখানায় রয়েছে সে তোমার কথা জানে, আমার যা আছে তা সবই তোমার।'

'তাহলে অবস্থা এতটা খারাপ?'

'হ্যাঁ, খারাপই বটে। ওরা ভয়ানক, আর খুনী লোক, কিন্তু এতে আমারও হাত খারাপ না।' কাঁধে ঝোলান রাইফেলটা ছুঁলাম আমি। 'এখন বাঁচার আগ্রহ বাড়ার মত কারণ ঘটেছে। তোমার সাথে আবার দেখা হল—কিন্তু এখন থেকেই যদি তোমার ভালমন্দ আমি না দেখি, তবে আমি কোন মেয়েকে বাঁধনে জড়ানর অযোগ্য। সুতারং আমি তোমাকে নিতে না আসা পর্যন্ত রাস্তায় বেরিও না তুমি।'

'ওদের খোঁজে যাচ্ছ তুমি?'

'মেরির খোঁজে। মেয়েটা ওদের সাথেই আছে—অত্যন্ত খারাপ সে। কিন্তু আমি চাই সে মার্শালকে বলুক হাতির-দাঁত বাঁটের পিস্তলটা কিভাবে আমার হাতে এল। হত্যার সময়ে মেয়েটা সেখানে উপস্থিত ছিল। একমাত্র সে-ই আমার নামে মিথ্যা অপবাদকে ঘুচাতে পারে। এখানকার কিছু লোকের ধারণা আমিই শেরিফ বারডেটকে হত্যা করেছি।'

ওইদিন রাস্তায় বেশ গরম। ধুসর, রূপালী ফুটপাতের বোর্ডগুলোও

তেতে উঠেছে রোদে। খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অনেকেই সিগারেট ফুঁকছে। শাইয়্যানের কড়া রোদে ওদের চোখগুলো ছোট হয়ে এসেছে—এদেরই কেউ কেউ গতরাতে আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চেয়েছিল।

ঠাণ্ডা চোখে ওরা আমাকে এখন দেখল। কেউ বা এখনও নিরপেক্ষ, কিন্তু ওরা সবাই জানে আমাকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছে-ব্যাপারটার নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। এ-ও আমি জানি, রাত এলে ওরাই আবার আমার কথা আলাপ করবে। তারপর পেটে কিছু মদ পড়লে হয়ত এরাই আমাকে খুঁজতে বেরোবে।

একটা দোকানের বাইরে একটু থেমে ভিতরে চেয়ে জানালার কাঁচে একজন যুবকের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলাম। বাবাকে ল্যাসোর ফাঁসে ঝোলানর পর থেকে অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। বহুদুর পথও আমি চলেছি। আমার কাঁধ চওড়া, এবং আমি শক্তিশালী···বেশিরভাগ লোকের তুলনায় আমার শক্তি বেশি। তবু এখনও যেমন মানুষ হওয়া আমার লক্ষ্য, সেখানে পৌঁছতে হলে আমাকে অনেক দুরপথ পাড়ি দিতে হবে। ভাল শিক্ষাও নেয়া দরকার।

হঠাৎ ফুটপাতের ওপর বুটের আওয়াজ আমার কানে এল। সেই-সাথে কেউ জোরালো কণ্ঠে বলল, 'আরে! এ যে দেখছি সেই ঘোড়া চোরের ছেলে! মনে হচ্ছে যেন তোমার জন্যেও এরা একটা দড়ি তৈরি করছে—ঠিক তোমার বাবার মতই।

আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে সে। বিশাল দেহ। আগে যেমন দেখেছি এখন তার থেকেও বিরাট হয়েছে রন মর্ট। ওর ছোট ছোট নিষ্ঠুর চোখ দুটো বিদ্রূপভরে আমার দিকে চেয়ে আছে। ওর লালচে ঠোঁটের ফাঁকে একটা চুরুটের শেষ অংশ ঝুলছে।

মট একটা ভাষাই বোঝে—কিন্তু ওই ভাষা আমিও ভালই বলতে পারি।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, রেইলে হেলান দিয়ে একজন শক্ত চেহারার কাউহ্যাণ্ড দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার মুখের আকার কিছুটা ডিমের মত। অভাবী, আর ধুলোময় দেখালেও লোকটাকে আমার ভাল লাগল।

'আমিগো (বন্ধু),' বললাম আমি, 'শহরে আমার অনেক শত্রু আছে। তুমি আমার পিছন দিক থেকে ওদের রুখতে পারবে ? আমি এই লোকটাকে কিছুটা শায়েস্তা করতে চাই।' আমার রাইফেল, আর পিস্তল ছাড়া গানবেল্টটা ওর হাতে তুলে দিলাম। আমার হাত থেকে ওগুলো নিল সে। ওর মুখে হাসি নেই। মটের দিকে তাকাল ও। 'তুমি কঠিন একটা কাজ হাতে নিতে যাচ্ছ, বন্ধু,' বলল লোকটা। 'গুড লাক।'

দাঁতের ফাঁকে সিগারটা কামড়ে ধরে শব্দ করে হাসল রন মট। এর মানে তুমি আমার বিরুদ্ধে লড়তে চাও ?' বলল সে। কথাটা ওর বিশ্বাসই হচ্ছে না। 'তোমার সাথে ফাইট কি করব ? তোমাকে চড় মেরেই ঠাণ্ডা করে দেবো।'

'তাহলে মার,' বলেই ওকে আঘাত করলাম।

অর্থাৎ আমি চেষ্টা করেছিলাম·· কিন্তু মিস করলাম। আমি ভুলেই গেছিলাম লোকটা কত অভিজ্ঞ আর দক্ষ। সে রিভার বোটস-এ অনেক দিন কাজ করেছে, যেখানে 'নাকল-অ্যাণ্ড স্কাল' (knucle-and skull—নিয়ম-বিহীন মারপিট) ফাইট খুব জনপ্রিয়। যতক্ষণ একজন থে তলে মাংসের পিণ্ড হয়ে মাটিতে পড়ে না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে এই লড়াই চলে। আমি মিস করার সাথে

সাথে সে আমাকে ঘুসি মেরে মাটিতে ফেলে দিল। আমার মাথার পাশে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটল—ওটা মট এর শক্ত আর বিশাল মুঠি—মনে হল বুনো খেপা একটা ঘোড়া আমাকে তার পিঠ থেকে মাটিতে ফেলল।

আমার পিঠ মাটি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আমার দিকে ছুটে আসছে সে। আমি জানি, বুটের লাথিতে লোকটা আমার মাথা ছাতু করে দিতে পারে। গড়িয়ে লাফিয়ে উঠলাম আমি। ওর লাথিটা আমার বুকে লাগল। আবার পড়ে গেলাম। কিন্তু এবার কিছুটা দূরে পড়লাম। আমার দিকে দৌড়ে আসছে রন। কঠিন মাংস আর হাড়ে তৈরি সে।

আবার উঠে তৃতীয়বার মাটিতে পড়লাম আমি। মাথা আর পেটে লাথি মারার জন্য ধেয়ে আসছে বিশাল মট। আমি ওর হাঁটুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে সে আছাড় খেল। কিন্তু আমার মতই দ্রুত সে ও উঠে দাঁড়াল। চার্জ করে মাথা নিচু করে আসছে সে। ওর শক্ত মাথা সম্পর্কে আমি শুনেছি : সে নাকি একটা ওক কাঠের দরজাও মাথার আঘাতে ভেঙে ফেলতে পারে। আমার বুকে 'হেডবাট' দিয়ে ফেলে দেয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে সরে গিয়ে ওকে ল্যাং মেরে ফেলে দিলাম।

সে মাটি ছেড়ে না ওঠা পর্যন্ত আমি পিছিয়ে রইলাম—তবে সেটা নিরপেক্ষ লড়াই-এর কারণে নয়—আমি নিজেই একটু বিশ্রাম নিয়ে দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছি। আমার দিকে মাথা দিয়ে গুঁতো দেয়ার ভঙ্গিতে ছুটে এসে হঠাৎ ডান হাত ঘুরিয়ে ঘুসি ছুঁড়ল রন। ঘুসাঘুসিটাই আমার বেশি পছন্দ। ঘুসিটাকে কাটালাম, কাঁধের ওপর দিয়ে চলে গেল ওটা—ওর গলার ওপর মারলাম আমি। এই

প্রথম বারের মত আমি ওকে আঘাত করতে সক্ষম হলাম। মনে হল যেন সে একটু অবাক হয়েছে। ঘুসি পাকিয়ে সে গোড়ালির পিছন দিয়ে আমাকে লাথি মারতে চেষ্টা করল।

ভারসাম্য হারিয়ে আমি পড়ে যাচ্ছি, কিন্তু পিঠ মাটিতে ছোঁয়ার আগেই আমি পা ভাঁজ করে ফেলেছি। মর্ট আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়ে জোড়া পায়ে ওর পেটে লাথি চালালাম। আমার মাথার ওপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে সে চিৎপাত হয়ে আছড়ে মাটিতে পড়ল। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে মর্ট ওঠার সময়ে ডান হাতে ওর ঠোঁটের ওপর প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারলাম। ঠোঁট দুটো থেঁতলে গেল।

লোকটা হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঠোঁট ছুঁল। রক্তের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে দেখল, তারপর দু'হাত তুলে আমার দিকে এগোল—আমাকে জড়িয়ে ধরতে চায়। ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে তাতে ভুলল না, সোজা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে পিছাচ্ছি আমি, আরও পিছনে। হঠাৎ মনে পড়ল আমার পিছনেই ফুটপাত—আর পিছাতে গেলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাব; তাই চট করে আগে বেড়ে ওর গলার পাশে একটা ঘুসি বসালাম। আমাকে হোঁচট খেয়ে ফেলে দেয়ার জন্যে ঘুসিটা উপেক্ষা করে সে আরও আগে বাড়ল। এবার হাত ঘুরিয়ে ওর কানের ওপর হুক মারলাম।

ওখানে দাঁড়িয়ে দুজনে চোখেচোখে চেয়ে আছি। 'এখন কেমন লাগছে, মর্ট?' আমি বললাম। 'আমার সাথে বাহাদুরি দেখাতে যেও না, আমি তোমার ঠোঁট ফুলিয়ে 'রিজ' বানিয়ে ছাড়ব। আমার ডান হাত নড়ে উঠল কিন্তু বাম হাতে ওর মুখে প্রচণ্ড একটা হাড়-কাঁপান আঘাত হানলাম। মুখটা আগেই থেঁতলে গেছিল, এবার

দরদর করে রক্তের ধারা নামল। ঝাঁপিয়ে এগিয়ে শক্তিশালী হাতে আমাকে কয়েকটা 'শর্ট হুক' মারল। প্রত্যেক ঘুসিতেই ব্যথা পেলাম আমি। পা শক্ত করে গেড়ে দাঁড়িয়ে ওকে এগিয়ে আসতে দিলাম। শেষ মুহূর্তে বেল্টের দুপাশে শক্ত করে ধরে ঘুরিয়ে হিচিঙ রেইলের ওপর ওকে ছুঁড়ে মারলাম।

আঘাতে রেইল ভেঙে গেল। ওখানে হতবুদ্ধি হয়ে সে বসে আছে রনের মাথা ঝিমঝিম করছে। আমি দূরে দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছি।

এতক্ষণে আমাদের চারপাশে প্রায় একশো লোক জমে গেছে, চিৎকার করে ওরা দুজনকেই উৎসাহ যোগাচ্ছে। মর্ট উঠে পায়ের ওপর একটু টলমল করল, কিন্তু আমি যতটা আশা করেছিলাম তেমন আঘাত সে পায়নি। হঠাৎ ষাঁড়ের মত ছুটে এল সে—আমার ঘুসিটা ওর মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। মাথা নিচু করে আমার পেটে গুঁতো দিল লোকটা। ছুরি মারার মতই ব্যথা অনুভব করলাম আমি। 'হুক্' করে শব্দ তুলে আমি ধুলোর ওপর পড়লাম। কিন্তু লোকটার ওজন বেশি বলে নিজেকে সামলাতে না পেরে আমাকে পার হয়ে এগিয়ে গেল সে।

আমার দম ফুরিয়ে এসেছে, কিন্তু তবু আমি উঠলাম। মর্ট এগিয়ে আসছে, কিন্তু এবার অনেক ধীরে। চাইছে এবারেই সে আমাকে শেষ করবে। আমি ওকে সামনে বাড়তে দিলাম। লোকটার মাথা রেইলের সাথে ঠুকে যাওয়ায় ওর মাথা থেকেও রক্ত ঝরছে।

ছোট ছোট শ্বাস নিতে নিতে আমি পিছিয়ে গেলাম, এখনও সে এগিয়ে আসছে। বাম হাতে একটা ঘুসি মেরে আমাকে জায়গামত এনে ডান মুঠি পুরো পিছনে টেনে আমার দিকে ঘুসি চালাল সে।

ডান হাতে বাড়ি দিয়ে ওকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করলাম আমি। ওর বাম হাতের ঘুসিটাও কনুই দিয়ে ঠেকালাম। এবার আমি অ্যাকশনে গেলাম: ডান কনুই দিয়ে ওর পাঁজরের ওপর জোর আঘাত করেই, একটু পিছিয়ে রনের গলায় একটা মোক্ষম দা-কোপান চপ মারলাম। এখন আরও এগিয়ে মুখের ওপর একটা 'হেড বাট' মারলাম। তারপর আগেরবারের মতই ওর বেল্ট ধরে ওকে শূন্যে তুলে আছাড় দিলাম। এবার সে মাটিতেই পড়ল।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে—দু'হাতে দুটো কঠিন আঘাত করলাম ওর মুখে। আবার পড়ে গেল রন। উঠতে কিছুটা দেরি হল ওর। হাত উপরে ওঠানর জন্যে ডান হাত দিয়ে ঘুসি মারার ভান করে বাম হাতে ওর থুতনিতে একটা 'আপার কাট' মারলাম। পিছন দিকে হেলে গেল ওর মাথা আর দেহ—ভারি হাতুড়ি পেটার মত দু'হাত একত্র করে কিডনির ওপর প্রচণ্ড আঘাত করলাম। ব্যথায় চিৎকার করে উঠে সিধে হল মর্ট। সমস্ত শক্তি দিয়ে বাম হাত ঘুরিয়ে ওর চোয়ালে মারলাম আমি। হাড় ভাঙার শব্দ আমার কানে এল —দেখলাম রনের মুখের নিচের অংশটা কেমন যেন বিকৃত দেখাচ্ছে।

আমার ঘুসি ওকে প্রায় আধপাক ঘুরিয়ে দিয়েছে। কাঁধ ধরে ওকে সোজা করে সোলার প্লেক্সাসে বাম হাতে প্রচণ্ড একটা আঘাত করলাম। পড়ে যাচ্ছিল সে, কিন্তু ধরে রেখে আবার মারলাম তাকে। ব্যথায় মুখ হাঁ হয়ে আছে ওর।

ধুলোর ওপর উপুড় হয়ে পড়ল সে। বুটের ধাক্কায় ওকে চিৎ করে শোয়ালাম আমি। 'মর্ট, তুমি যদি আবারও কাউকে ফাঁসিতে ঝোলানর মতলব আঁটো, তবে এই মার খাওয়ার কথা ভেবেই তা কর। তুমি ঘোড়ায় চড়ার মত সুস্থ হলে টেনেসিতে ফিরে যেও। ওদের

জানিও এখানে কি ঘটেছে। তোমাকে যদি আবার আমি দেখি তবে হয়ত কেবল পিটিয়েই ক্ষান্ত হব না।'

যার হাতে রাইফেল আর গানবেল্ট জমা রেখেছিলাম, তার কাছে ফিরে গেলাম। ওগুলো সে আমাকে ফেরত দিল।

'প্রথমে ভেবেছিলাম ও বুঝি তোমাকে ছিঁড়ে ফেলবে,' বলল সে। 'কিন্তু তুমি দারুণ ফাইট দিয়েছ।'

'ধন্যবাদ,' বললাম আমি, তারপর ওর দিকে আবার তাকালাম। 'তুমি কি কোন কাজ করছ, না কাজ খুঁজছ?'

'তুমি কি কাজের লোক খুঁজছ?'

'আমি এমন লোক চাই যে ঘোড়া চালাতে জানে, গরুর কাজ জানে, আর দরকার হলে লড়তেও পারে।'

'আমি তিনটেই পারি—তুমি কি বল?'

'তাহলে কাজটা তুমিই পেলে,' বললাম আমি।

চোদ্দ

লোকটা আমার সাথে হোটেলে ফিরল। বারের পিছনে একটা কামরায় আমি হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম। আমার ডান গালের হাড়ের উপর নীলচে দাগ দেখা যাচ্ছে। ভোরের মধ্যেই আমার হাতের আঙুলের গিরেগুলো মর্টের সাথে ঘুসাঘুসির কারণে আড়ষ্ট হয়ে আসবে।

'তুমি ড্যান ফিশার।' কাউহ্যাণ্ড বলল, 'আমি ক্যাসপার বুলহেড। ওরা আমাকে সংক্ষেপে ক্যাস বলেই ডাকে।'

আমার শার্টের হাতা গুটান শেষ হলে সে আবার বলল, 'ড্যান ফিশার, তুমি হাতাহাতি মারপিটে ভালই, সেটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু এরপর রাস্তায় নামতে হলে তোমাকে রাই-ফেল-পিস্তল চালানতেও দক্ষ হতে হবে।'

'কেন, কোন খবর আছে?'

'একটাই, যা শহরের সবাই আলোচনা করছে—ক্যাক্সটন কেলসি এই শহরেই আছে। ফ্ল্যাশ গর্ডন আর মর্কো গ্রিফিনও আছে তার সাথে। ওরা তোমাকে শেষ করতে চায়।'

'ওদের সাথে আরও তুজন লোক আর একটা মেয়ে আছে না? ওরা এখন কোথায়?'

'মেয়েটা এই হোটেলেই আছে রাস্তার মুখোমুখি একটা কামরা নিয়েছে সে। রিস আর রব, ওরা গরু চোর।' একটা সিগারেট রোল করল ক্যাসপার। 'তোমার শহরে কোন বন্ধু আছে?'

আমি ওকে ট্যানার, শ্যান ফ্রীম্যান, আর গরুর সাথে যে তু'জন আছে তাদের কথা জানালাম।

সে বলল, 'আমি গিয়ে ওদের নিয়ে আসি—কারণ গরুগুলো কিছুটা ছড়িয়ে পড়লেও ওদের আবার জড় করতে পারব আমরা।'

'তা ঠিক, কিন্তু ওগুলো নিয়ে আমরা সকালেই রওনা হতে চাই—তুমি ওখানে গিয়ে ওদের সাহায্য কর, এই ঝামেলা চুকলেই আমি তোমাদের সাথে যোগ দেবো।'

অবাক হয়ে সে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। 'তুমি কি এতসব ঝামেলা একাই মোকাবিলা করতে চাও?'

'লড়াইটা আমার, তোমরা এতে জীবনের ঝুঁকি নেবে কেন?'

নিজের অবস্থা পরীক্ষা করার জন্যেই আমি আমার আঙুলগুলো নাড়বার চেষ্টা করলাম। ঘুসাঘুসিতে আমার আঙুলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু ওগুলো এখনও অতটা আড়ষ্ট হয়নি, অর্থাৎ যতটা ভেবেছিলাম ততটা অনড় হয়নি। তবে এই অবস্থায় পিস্তলের থেকে রাইফেলেই আমার আস্থা বেশি আসছে।

'শোন,' বললাম আমি, 'তুমি একটা কাজ করতে পার।' জামার পকেট থেকে দু'টা সোনার-ঈগল কয়েন বের করলাম। 'এগুলো নিয়ে আমাকে হার্ডওয়্যার স্টোর থেকে একটা পিস্তল কিনে দাও—ওদের কাছে সবথেকে ভাল অস্ত্র যেটা আছে, সেটাই আমি চাই।'

কাউবয় চলে যাওয়ার পর আমি আমার কামরায় গেলাম। আপাতত আমার কিছু বিশ্রাম দরকার। দরজার হাতলের তলায় একটা চেয়ার বসিয়ে দিয়ে, আনড্রেস করে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। রাইফেলটা হাতের কাছেই রইল—তবে আমার কিছু চিন্তা ভাবনাও করা দরকার।

ক্যাপ্টেন কেলসি বোকা নয়। পিস্তল যুদ্ধে সে যে আমাকে হারাতে পারবে, এতে ওর মনে কোন সন্দেহ থাকার কারণ নেই। কিন্তু আমার ধারণা সে কোন ঝুঁকি নিতে রাজি হবে না। তবে সবাই ডেভ ট্যানারকেও শ্রদ্ধা করে। কেউ তাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে, কেউবা নাম শুনে চেনে। কিন্তু কেলসি যদি আমাকে হত্যা করে তবুও হয়ত শহরের অর্ধেক লোকই বলবে, 'ভালই হয়েছে'।

কেলসি চেষ্টা নিশ্চয় করবে। নইলে আমাকে চারপাশ থেকে ঘেরাও করে ফেলবে যেন আমার বাঁচার কোন সুযোগ না থাকে। তাই আমাকে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যেন ওদের একজন বা দু'জনের

বেশি লোককে আমার একসাথে মোকাবিলা করতে না হয়।

মেরি যখন এই হোটেলেই উঠেছে, তখন কেলসি আর তার সঙ্গী-রাও এখানেই উঠবে বলে ধরে নেয়া যায়। আমার প্রথম কাজ হচ্ছে ওরা কে কোন কামরা নিয়েছে সেটা জানা।

এসব ভাবতে ভাবতেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

দরজায় মৃদু টোকার শব্দে আমার ঘুম ভাঙল। রূপার ঘড়িটার দিকে চেয়ে বুঝলাম একঘণ্টার কিছু বেশিই ঘুমিয়েছি। বিছানা ছেড়ে দরজার পাশে গেলাম—হাতে রাইফেল।

'সি ?' স্প্যানিশ ভাষায় বললাম আমি। এটা আমার শত্রুরা কেউ আশা করবে না।

'আমি, বস্। ক্যাসপার বুলহেড।'

চেয়ারটা সরিয়ে বাম হাতে হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা সামান্য ফাঁক করলাম আমি। ডান হাতে রাইফেলটা দরজার ফাঁক কাভার করে রয়েছে। 'ঠিক আছে, দরজাটা খুলে ধীরে ভিতরে ঢোকো।'

লোকটা ঠিকই ক্যাসপার। শ্যান ফ্রীম্যানও ওর সাথে রয়েছে।

'ওকে তুমি কোথায় পেলে ?' ক্যাসপারকে প্রশ্ন করলাম।

'ও-ই আমাকে খুঁজে বের করেছে। এদেশে খবর সহজেই ছড়ায়—ও জেনেছে তুমি আমাকে কাজে নিয়েছ।'

'তোমার যেমন নিজস্ব সমস্যা আছে তেমন আমারও আছে,' বলল শ্যান। 'আমার সমস্যা হচ্ছে, মার্কো গ্রিফিন। অনেক দিন থেকেই আমি ওকে দলছাড়া করে একা পাওয়ার চেষ্টা করছি—আমাদের একটা ব্যক্তিগত বিরোধের নিষ্পত্তি করতে।'

'শুনেছি ও তোমার আত্মীয়।'

'ঠিকই শুনেছ। ও আমার ভাই—কিন্তু ওই পর্যন্তই। এখন ওর

আত্মীয়তা কেবল নেকড়েদের সাথে। ওদেরও একই স্বভাব। সে আমার জন্মদাতা পিতাকে মেরেছে···টাকার জন্যে ও আমার ভাইকেও গুলি করেছিল।'

'ওরা এখন কোথায় ?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'কেবল মেরি আছে হোটেলে। রিস আর রব রয়েছে রাস্তায়, ফ্ল্যাশ গর্ডন লিভারি স্টেবল পাহারা দিচ্ছে, আর মার্কো গ্রিফিন রাস্তার উল্টোপাশে সেলুনে আছে।'

'কেলসি কোথায় ?'

'জানি না।' ভেবেছিলাম হয়ত তুমি জানবে। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে ওরা তোমার বেরোনর অপেক্ষায় আছে। ওরা নিশ্চিত এবার আর তুমি কিছুতেই শহর ছেড়ে বেরোতে পারবে না।'

'শ্যান, আমি ওই গরুর দলটাকে হোলে নিয়ে যাব। আগামীকাল আমি বিয়েও করব। এবং স্ত্রীও আমার সাথেই যাবে। আমি চাই না কোন আজেবাজে খুনী পিস্তলবাজ লোক এতে বাধার সৃষ্টি করুক। তুমি বলছ গর্ডন আস্তাবলে রয়েছে ? ঠিক আছে, এখানে ওদের জন্যে বসে না থেকে আমি লিভারি স্টেবলে গর্ডনের সাথে আলাপ করব।'

'পাগল নাকি ? সে তো তোমার অপেক্ষাতেই তৈরি হয়ে বসে আছে।'

'এর সম্ভাবনাই বেশি যে গর্ডন ভাবছে আমি রাস্তায় বেরোলেই গ্রিফিন আর বাকি দুজন আমাকে ঘেরাও করে ফেলবে—আর তখন আমাকে খতম করার জন্যে আসবে কেলসি। আমার সাথে দেখা হবে এটা সে আশাই করবে না। তাই যদি হয়, ওকে আমি ন্যায্য সুযোগ দেব।'

'আমাদের কি করতে বল তুমি ?'

'এটা আমার সমস্যা, আমিই ওদের সবার মোকাবিলা করব। তোমরা কেবল আমার পিছন দিকটা বাঁচিও।'

'কিন্তু গ্রিফিনকে নয়। ওকে আমি গত দু'বছর থেকে খুঁজছি। ওকে আমি নিজের হাতে মারব।'

'ঠিক আছে, ওকে তুমি নিতে পার। কিন্তু দেখো ও যেন আমার সামনে না পড়ে।'

আমার জন্যে নতুন যে পিস্তলটা ক্যাসপার কিনেছে, সেটা সত্যিই চমৎকার। সব পরীক্ষা করে, নতুন বাক্স থেকে ওটায় কার্তুজ ভরে খাপে রাখলাম। এবং ওটা এবার ডান উরুতেই রাখলাম। রাইফেল নিয়ে দরজার দিকে এগোলাম আমি। 'তোমরা রিস আর রবের দিকে একটু খেয়াল রেখো, আমি ফ্ল্যাশ গর্ডনের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।'

বউ নিয়ে ইণ্ডিয়ান এলাকায় যাওয়াতেই অনেক ঝুঁকি। কিন্তু আউটলদের আক্রমণের সম্ভাবনা কাঁধে নিয়ে ওখানে যাওয়া আমার মোটেও উচিত হবে না। আর কোন উপায় নেই—ওদের সাথে চূড়ান্ত বোঝাপড়া করার পরই আমি যেতে পারব। ফ্ল্যাশ গর্ডনকে আমি আমার পিছু ছাড়তে বলব—স্বীকার না করলে যুদ্ধে আহ্বান করব।

পিস্তলে লোকটার হাত ভাল। দ্রুত লক্ষ্য ভেদ করতে পারে ও। হয়ত অনেকেই বলবে কেলসির শ্রেণীর ও নয়—তবু ও একজন বিপদজনক লোক। আমার ভাল একজন বন্দুকবাজ হিশেবে নাম কেনার কোন ইচ্ছে নেই। আমি কেবল চাই সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা, নিজের জন্যে একটা পছন্দমত বাড়ি আর র‍্যাঞ্চ।

ফ্রেড ক্রদার্সের কথা আমি ভাবছি না। লোকটা নিষ্ঠুর তার

পৌঁচালো। পশ্চিমে ও বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না। ওর ডান হাত আমি ভেঙে দিয়েছি—রন মর্ট উচিত শিক্ষা পেয়েছে। সুতরাং ক্রদার্স এখন আর আমার বিপদ ডেকে আনবে না।

কেলসির লোকজন আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছে। ওরা আমার মাথায় আঘাত করে আমাকে মৃত মনে করে ফেলে গেছিল। ওরা আমাদের গরু চুরি করেছিল—এবং আমাকে হত্যা করার জন্যে এই শহরে এসে হাজির হয়েছে।

হল ধরে এগিয়ে গেলাম আমি। তারপর পিছনের সিঁড়ি দিয়ে দালানের পিছনের রাস্তায় হাজির হলাম।

পিছনটা খোলামেলা। ছিটেফোঁটা কয়েকটা ছাপরা দেখা যাচ্ছে। বাইরে।

আমার ভিতরটা স্তব্ধ আর স্থির। আমি একজন সাংঘাতিক লোকের মোকাবিলা করতে চলেছি। মনে মনে নিজেকে বললাম: আমি বোকামি করছি। হয়ত এটা আমার এড়িয়ে যাওয়াই উচিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা ঠিকই আমার নাগাল পাবে। এর মানেই নিশ্চিত কুঠার আঘাতের অপেক্ষা। এতে আমি রাজি নই।

লিভারি স্টেবলটা বিরাট। ওর পিছনে কিছু করাল আর ছাপরা রয়েছে। স্টেবলের ভিতরে লম্বা দুই সারি স্টল আছে। মাঝে চলার পথ রয়েছে। স্টলের উপরে একটা খড়ের গাদা, ওটা এখন খড়ে বোঝাই।

পিছন দিকে করালে কয়েকটা ওয়্যাগন দেখা যাচ্ছে। আমি একটা ওয়্যাগনের পিছনে ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছি। অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে অনেক কথাই মনে আসছে। জানি, আমি যার মোকাবিলা করতে যাচ্ছি, সে একজন অত্যন্ত দক্ষ পিস্তলবাজ। তবে আমিও কচিখোকা

বা অনভিজ্ঞ নই। ছোটবেলা থেকেই আমি অস্ত্র ব্যবহার করে আসছি। এখন হাত পেকেছে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।

ওয়্যাগনের পিছনে দাঁড়িয়ে হ্যাট খুলে হাত দুটো ফুলপ্যান্টে ঘষে মুছে নিলাম। হ্যাট-ব্যাণ্ডটা মুছে ওটা আবার মাথায় পরলাম। যদি এখেকে জীবিত বেরোতে পারি, তারপরেও আমার কেলসির মোকাবিলা করতে হবে। ওই লোক আরও সাংঘাতিক বলে কুখ্যাত।

ওয়্যাগন থেকে বিভিন্ন ওয়্যাগনের ছায়ার আড়ালে এগোলাম আমি। পিস্তল আটকানর ফিতেটাও খুলে নিলাম। আমি কি ইতস্তত করছি? সূর্য ডুবতে চলেছে, অল্পক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা নেমে আসবে। ফুটপাতের ওপর বুটের আওয়াজ আমার কানে আসছে। লোকজন কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে বা রেস্টুরেন্টে চলেছে রাতের খাওয়ার জন্য।

করালের বারের ভিতর ঢুকে এগোলাম আমি। গুদাম ঘরে পৌঁছে ধুলো, খড়, আর আনুষঙ্গিক অন্যান্য গন্ধ পেলাম। করালের গেটটা খুলে বেরিয়ে এলাম। আস্তাবলের খোলা দরজার দূরত্ব মাত্র বারো গজ হবে।

ওপাশে রাস্তার দরজায় একটা লোক বসে পাইপ টানছে—ও ছাড়া স্টেবলে আর কেউ নেই। স্টলের সারির মাঝে যে লোকটা থাকে সে নেই। স্টলের পিছন দিকটা মোটামুটি অন্ধকার হয়ে এসেছে। আমার উইনচেস্টার স্লিঙটা বাম কাঁধে ঝুলছে। ডাইনে-বাঁয়ে লক্ষ্য রেখে আগে বাড়ছি। যেকোন সময়ে গুলি হতে পারে ভাবছি। রাস্তার দরজা পর্যন্ত পৌঁছলাম। আস্তাবল-রক্ষক আমার দিকে মুখ তুলে চাইল।

'হাওডি! একেবারে নিঃশব্দে হাঁটতে পার তুমি! তোমার আসার শব্দ আমি মোটেও টের পাইনি।'

'আমি ফ্ল্যাশ গর্ডনকে খুঁজছি।'

চট করে আমার মুখের দিকে একবার তাকাল সে। 'আমি ওই ব্যাপারেও কিছু চিন্তা করেছি, বাছা। সাধারণত কেউ স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে বিপদ ডেকে আনতে চায় না। ফ্ল্যাশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রাস্তা ধরে ওই দিকে গেছে। আমার মতে সুযোগ থাকতেই তোমার ঘোড়া নিয়ে সরে পড়া ভাল।'

ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে, রাস্তা ধরে এগোলাম। আমার বাম হাত উইনচেস্টারের ব্যারেলের ওপর। রাস্তায় কেউ নেই; কেবল একটা মুরগি ধুলোর মধ্যে কি যেন খুঁটে খাচ্ছে। আরও কিছুদুর হেঁটে এসে ফুটপাতে উঠে এগোলাম। দুপাশের দালানের ওপর আমি নজর রেখেছি। তবে সেইসাথে সামনের দিকেও চোখ রয়েছে আমার।

এই সময়ে লক্ষ্য করলাম, সবাই ডিনার খেতে যায়নি। রিস আর রব রাস্তায় দাঁড়িয়ে। বুটের শব্দ পেয়ে আমার দিকে ফিরে তাকাল। এবং দুজনেই রাস্তা পার হয়ে হোটেলের সামনে গিয়ে অপেক্ষায় দাঁড়াল। না দেখার ভান করলেও আমার দিকে লক্ষ্য রেখেছে ওরা। শ্যান বা ক্যাসপারের কোন ছায়াও দেখা যাচ্ছে না।

যে সেলুনে মার্কো গ্রিফিনের থাকার কথা, সেটা ওদের থেকে কয়েক দরজা দুরেই। ওরা যদি আমার জন্যে ফাঁদ পেতে থাকে, তবে সেটা এখানেই কোথাও।

হঠাৎ দুই দালানের ফাঁকে একটা সরু মতো গলি দেখতে পেলাম। চট করে কয়েক পা পাশে সরে গলির ভিতর ঢুকে গেলাম

আমি।

আমি যে নেই এটা বুঝতে ওদের কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। আশ্চর্য হয়ে কি যেন বলল রব। পরক্ষণেই বুটের ছুটে আসার শব্দ পেলাম। রিসই এক কদম আগে ছুটছে—রব ওর বাঁয়ে। ওদের জন্য অপেক্ষা করছি আমি। রিসের পেটে রাইফেলের খোঁচা দিয়ে রবের মাথায় রাইফেলের কুঁদো দিয়ে বাড়ি মারলাম।

আঘাতটা জোরালোই হয়েছে—উল্টে চিত হয়ে পড়ল সে। রিস খোঁচা খেয়ে টলতে টলতে দেয়ালের কাছে গিয়ে পৌঁছল। ছ'হাতে পেট ধরে আছে সে। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে। রাইফেলের বাঁটের বাড়িতে ওকেও ধরাশায়ী করলাম। ওদের ছজনেরই পিস্তল খালি করলাম। গুলিগুলো ছুঁড়ে অনেক দূরে ফেললাম।

ধীরে সময় এগিয়ে চলেছে। ছজনের কেউই নড়ছে না। কিন্তু আমি ওদের কাউকে নিয়ে চিন্তিত নই, কিছুই নড়ছে না। ওদের অকেজো করে দেয়ার পর এরপর কি ঘটবে তার অপেক্ষা করছি। খেয়াল করলাম জোরে মারায় রিসের খুলি ভেঙেছে।

সময় ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। রাস্তায় বেরিয়ে উঁকি দিলাম। চাইছি শত্রুরা আমাকে দেখুক, আমার মুখোমুখি হোক। এই ছজনের কেউই নড়ছে না। এদের ব্যাপারে আমি চিন্তাও করছি না।

ধীরে ছটো মিনিট পার হল। আমি ভাবছি কেলসি নিশ্চয় এবার রাস্তায় নামবে। পিছন ফিরে গলিটা আবার দেখে নিলাম—ওরা এখনও নড়ছে না।

কিছুই ঘটছে না দেখে আমি রাস্তা ধরে এগোলাম। আমার উইনচেস্টারটা কাঁধে ঝুলছে। নলটার মুখ নিচের দিকে। কিন্তু

আমার বাম হাত ওটার কাছেই রয়েছে।

আমি হেঁটে এগোচ্ছি—হঠাৎ দেখলাম সামনেই ওরা। ক্যাক্সটন কেলসি হোটেলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আমার দিকে তিন কদম এগোল। ওর স্পারের অস্পষ্ট রিনিঝিনি আমি শুনতে পাচ্ছি। সূর্য ডুবে গেছে তবু দেখার মত আলো রয়েছে। লোকটা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসছে। কেলসি দেখতে সুন্দর—মেরি যে কেন ওর প্রেমে পড়েছে তা সহজেই বোঝা যায়।

হঠাৎ কিসের যেন আওয়াজ এল আমার কানে। উপরের দিকে, কেলসির উপরেই একটু বাঁয়ে ফ্ল্যাশ গর্ডনকে দেখা গেল। আর মার্কো গ্রিফিন যদি ওই সেলুনে থেকে থাকে তবে সে আছে আমার পিছনে। তাহলে শেষপর্যন্ত ওরা আমাকে ঠিকই বাক্সবন্দী করেছে।

রাস্তাটা একেবারে নীরব আর ফাঁকা। সামান্য শব্দ হলেও তা শোনা যাবে। গালের ওপর ঠাণ্ডা হাওয়ার পরশ আমি টের পাচ্ছি। ওটা আমার কপালের ঘাম প্রায় শুকিয়ে ফেলেছে। কেলসির পিছনে হোটেলের সামনে থাম্বার ছায়াটাও আমি দেখতে পাচ্ছি। রেইলে বাঁধা একটা ঘোড়া শব্দ তুলে মাটিতে পা ঠুকল।

ক্যাক্সটন কেলসি দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে ওখানে অপেক্ষা করছে। 'ফিশার,' বলল সে, 'আমাদের কিছুটা অপেক্ষা করতে হয়েছে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা তোমাকে জায়গা মত পেয়েছি।'

কেলসিকেই আমার প্রথমে শেষ করতে হবে। কারণ দুজনকে একসাথে গুলি করা সম্ভব নয়। আর দুজনের মধ্যে কেলসিই বেশি বিপজ্জনক। আমি জানি গর্ডনকে যা করতে হবে সেটা বেশ কঠিন। নিচের দিকে গুলি করে লক্ষ্য ভেদ করা সহজ কাজ নয়। আমার যদি ভাগ্য ভাল থাকে, তবে আমাকে প্রথমে কেলসিরই মোকাবিলা

করার সুযোগ হবে।

'শোন, কেলসি। তোমরা অনেক দূর থেকে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে আমাকে মারতে এসেছ,' বললাম আমি। 'আমার ধারণা বেশির ভাগ লোকই হয়ত এই কাজটা এড়িয়ে যেত। বলছ, তুমি আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছ—কিন্তু তুমি কিভাবে জান আমিই তোমাকে ঘিরে রাখিনি?

'উপরে গর্ডনের কথাই ধর, আমি স্বেচ্ছায় কাউকে এত সহজ টার্গেট হতে দেখিনি। ওখানে সবার সামনে খোলামেলাভাবে দাঁড়িয়ে আছে বোকাটা।'

কিছু সময় হাতে পাওয়ার জন্যে চেষ্টা চালাচ্ছি। ওরা যেমন আমাকে চমকে দেয়ার প্ল্যান করেছিল, আমিও তেমনি একটা চমক খুঁজছি। জানি, শহরে আমাকে সাহায্য করার মত অন্তত দুজন বন্ধু রয়েছে, কিন্তু এই মুহূর্তে ওদের সাথে যোগাযোগ করার কোন রাস্তা আমার নেই।

'আর মার্কো গ্রিফিনের কাছ থেকে কোন সাহায্য তুমি পাবে না। তার নিজেরই অনেক সমস্যা রয়েছে। রিস আর রবও ওদিকে গলির মধ্যে ঘুমিয়ে আছে—অর্থাৎ এখন কেবল তুমি আর আমি। যা হবার এখনই হয়ে যাক।'

ওর হাত পিস্তলের ওপর থাবা দিল। কিন্তু তার আগেই আমার বাম হাত রাইফেলের ব্যারেল তুলে ওর দিকে তাক করেছে। আমার বুলেটটা ওর বাক্‌লে লেগে পিছলে ওর বুকে লাগল। আঘাতে সে উল্টে পিছনে পড়ল।

আমি রাইফেল উঁচু করার সাথে সাথেই গর্ডন ফায়ার করল। আমিও করলাম। এক পা সামনে বাড়ায় ওর গুলিটা মিস হল।

কিন্তু থমকে স্থির দাঁড়িয়ে দুই পা এগিয়ে গুলি করায় আমারটা মিস হল না। লোকটা সামনে এগিয়ে রেলিঙে ধাক্কা খেয়ে উল্টে নিচে পড়ল।

আমার পিছনে সেলুনে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেলাম। কিন্তু সেকথা ভাবার এখন সময় নেই। কেলসি আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। আমার দিকে পিস্তল ঘুরালো সে। আমিও উইনচেস্টার কক করলাম। দুবার।

কিন্তু ওর গায়ে বা বুকে কোন রক্ত দেখতে পেলাম না। দেখতে পাচ্ছি রাস্তায় এখন বেশ লোকজন ভিড় জমিয়েছে।

এক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থাকল সে। পিস্তলটা ওর আঙুলের ফাঁকে ঝুলছে। হঠাৎ ধপ করে সে বসে পড়ল—শূন্য দৃষ্টি। তারপর শুয়ে গড়িয়ে উল্টে গেল।

উবু হয়ে ওখানে বসে রাইফেল তৈরি রেখে কেলসির দিকে তাকিয়ে আছি। রাইফেলটাকে ক্রাচের মত ব্যবহার করে আমি উঠে দাঁড়ালাম। এক-পা এগিয়ে ফুটপাতের মাথায় এলাম। ওখানে সজোরে বসে পড়লাম। রাইফেলটা এখনও আমার হাতে। এখনও কেলসির দিকে লক্ষ্য রেখেছি আমি।

লোকজন রাস্তায় বেরোতে শুরু করেছে। শ্যান ফ্রীম্যান ভিড় ঠেলে রাস্তা পার হয়ে আমার কাছে এল।

'তুমি ওকে শেষ করে ফেলেছ! কসম, তুমি ওকে শেষ করেছ! ওরা এক ডলারের বিনিময়ে দশ ডলার অফার করছিল যে কেলসির সাথে তুমি পারবে না—কিন্তু ওই হারেও কেউ বাজি ধরতে রাজি হয়নি!'

'গ্রিফিনের কি খবর?' আমি প্রশ্ন করলাম।

দুঃখের সাথে কাঁধ উঁচাল শ্যান। তারপর অস্বস্তির সাথে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। 'তোমার এটা বুঝতে হবে, বস,' অনুতাপের স্বরেই বলল সে। 'ও আমাদের পরিবারেই একজন ছিল। কিন্তু কাজটা আমাকে নিজের হাতেই করতে হল। আমরা বেশিরভাগই ভাল লোক, এবং ভাল কাজই করতে চাই। কিন্তু মার্কো গ্রিফিন ছিল অন্য ধাঁচের লোক—শুরু থেকেই সে ছিল খারাপ। সবসময়েই সে আমাদের কেবল বিপদের মধ্যেই টেনে নিয়ে গেছে। বড় হওয়ার সময়ে দু'তিনবার বাবা ওকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে, কিন্তু তাতে উল্টো ফলই হয়েছে। তাতে আরও বুনো আরও নীচ হয়ে উঠেছিল সে।

'আমাদের একজন প্রতিবেশি কিছু ভেড়া বিক্রি করেছিল—মার্কো গ্রিফিনের সাথে তার রাস্তায় দেখা। গ্রিফিনের হাতে একটা বোতল ছিল। দুজনে মদ খাওয়া শুরু করে। তারপর প্রতিবেশীর যখন ঘুম ভাঙল, দেখল সে মাথায় চোট পেয়েছে—টাকাও খোয়া গেছে। ওদিকে প্রচুর টাকা খরচ করছে গ্রিফিন। লোকটা ওর নাগাল পেলে মার্কো ওকে গুলি করে। মরেনি বটে, তবে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। এরপর গ্রিফিন পালিয়ে যায়।

'পরে শুনলাম সে নাকি মোষ শিকারে গেছে। কিন্তু মোষের চেয়ে মোষ শিকারিদের শিকার করেই বেশি সময় কাটাচ্ছে। চেরি ক্রীক, কলোরাডোতে, সে কয়েকটা ঘোড়া বিক্রি করেছিল—ওগুলোর আসল মালিক ছিল অ্যাবিলিনের অদূরেই কর্মরত দুই ভাই। একজন ঘোড়াগুলোকে চিনতে পারে—পরে ওই দুই ভাই-এর মৃতদেহ পাওয়া যায়। আউটল হয়ে গেল গ্রিফিন। এরপর সে টাকার বিনিময়ে মানুষ খুন করা শুরু করল। বাবা ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে ওর সাথে দেখা করতে

গেল।

'মুখের ওপরই সে হেসে বলল বাবা একটা বুড়ো হাঁদা। সময় থাকতেই সে যেন বাড়ি ফিরে যায়। বাবা কারও কাছ থেকে এমন কটু কথা হজম করতে অভ্যস্ত নয়। সে গ্রিফিনকে গানবেল্ট খুলে ফেলার আদেশ দিল। আচ্ছামত পিটিয়ে ওকে শায়েস্তা করাই ছিল বাবার উদ্দেশ্য। বাবা নিজের বেল্টটা খুলতেই মার্কো একটা পিস্তল তুলে তাকে হাঁটুতে গুলি করে। বাবা পড়ে যায়—ওঠার চেষ্টা করলে অন্য হাঁটুতে গুলি করে মার্কো। বাবাকে কিছুক্ষণ গালাগালি দিয়ে শেষে তাকে খুন করে। সেই থেকেই আমি ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি- ওকে হারাবার মত দক্ষতাও অর্জন করেছি।'

গোলাগুলিতে সে মারা পড়েছে।

আমার জখমের প্রতিক্রিয়া এতক্ষণে আরম্ভ হয়েছে। আর কথা বলতে ভাল লাগছে না। রাস্তা থেকে সরে আর কোথাও যেতে পারলেই আমি বাঁচি। শ্যান আমাকে তুলে ডাক্তারের অফিসে নিয়ে যেতে সাহায্য করল। ডেভ ট্যানার ওখানে ঘরময় পায়চারি করছে। গোলাগুলির আওয়াজ শুনেই তার ঘুম ভেঙেছে। ডাক্তার তাকে রাস্তায় বেরোতে দেয়নি।

টেবিলের ওপর লম্বা হয়ে শুতে পেরেই আমার বেশ ভাল লাগছে—অত্যন্ত ক্লান্ত আমি। বেঁচে ফিরতে পারব এমন আশাই আমি করিনি। আমার কপাল যে কত ভাল সেটা আমার থেকে বেশি আর কেউ জানে না।

আমার কাঁধে একটা গুলি লেগেছে। একটুর জন্যে ওটা হাড়ে লাগেনি। কাঁধে গভীর গর্ত কেটে গুলিটা বেরিয়ে গেছে। আরও দুটো জায়গা বুলেটের ঘষায় পুড়ে গেছে। ওগুলো যে কখন ঘটেছে

তা আমি নিজেই মনে করতে পারলাম না।

কিন্তু আমাকে এখন সবথেকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে মেরি। আমি ওর কোন চিহ্নই দেখতে পাচ্ছি না। হয়ত এই মুহূর্তে ও আমাকে খুন করার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'শ্যান,' আমি বললাম, 'তুমি এখনই হোটেলে গিয়ে মিস ডনেগানকে খবর দাও যে আমি ভালই আছি।'

আমার দিকে ঘুরে তাকাল ডাক্তার। 'সে তো একটু আগেই এখানে এসেছিল—তোমার একজন কাউহ্যাণ্ড, ক্যাসপার বুলহেড ছিল ওর সাথে। মার্শালকে খুঁজে বেড়াচ্ছে মেয়েটা।'

মার্শালকে খুঁজছে? সত্যিই তো, মার্শাল গেল কোথায়? সে কি ওদের মতই একজন, যারা ঝুঁকি নিয়ে নিজেকে ঝামেলায় না জড়িয়ে দূরে সরে থাকতেই ভালবাসে? শহরবাসী নিরাপদে থাকলে ওদের কেউ কেউ একটা আঙুলও তুলবে না।

আমি উঠতে যাচ্ছিলাম, ডাক্তার আমাকে জোর করে ঠেলে আবার শুইয়ে দিল। 'তুমি চুপচাপ শুয়ে থাক। যতটা ভেবেছিলাম ততটা খারাপ না হলেও জখম হয়ে অনেক রক্ত হারিয়েছ। তুমি এখন একটা বিড়ালের চেয়েও দুর্বল।'

ট্যানার উঠে দাঁড়াল। 'আমি ওর সাথে যাচ্ছি, ফিশার, তুমি আরাম করে বিশ্রাম নাও।...মেয়েটার যেন কি নাম বললে?'

'ওর নাম রউজ ডনেগান, খুব সুন্দরী। আগামীকাল দুপুরে আমি ওকে বিয়ে করব।'

'আমরা ওকে খুঁজে বের করব,' বলল ট্যানার। 'তুমি কিচ্ছু চিন্তা করো না। আমি ক্যাসকে চিনি, সে সাথে থাকলে ওর কোন ক্ষতি হবার আশঙ্কা নেই।'

পনের

বাতির সলতে নামিয়ে আলো কমিয়ে দিয়ে ওরা ঘর ছেড়ে আমাকে রেখে বেরিয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে অনেক ক্লান্তি আর কিছু বেদনার মাঝে উঠে কিছু করার ইচ্ছাটা আমার উবে গেল।

মনে হচ্ছে আমি যেন যতক্ষণ পেরেছি জোর কদমে ছুটেছি। এখন বিশ্রাম নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

রউজ ডনেগান যে পশ্চিমের একটা বুনো শহরে আছে, সেকথা ভেবে আমি মোটেও স্বস্তি পাচ্ছি না। হয়ত একা, নিরাপত্তা ছাড়াই রয়েছে। তবে টেনেসির লোকজন শক্ত হয়েই গড়ে ওঠে। রউজের নিজস্ব স্বাধীনচেতা একটা মন আছে।

শেষ পর্যন্ত বাতির চিমনির ওপর হাত দিয়ে আড়াল করে ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ সলতে থেকে ওঠা ধোঁয়ার গন্ধ আমার নাকে এল। তারপর আমি নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কারণ, আবার যখন চোখ খুললাম, দেখলাম রউজ ডনেগান বিছানার পাশেই একটা চেয়ারে বসে বই পড়ছে। জানালা দিয়ে দিনের আলো ঢুকছে ঘরে।

কয়েক মিনিট আমি চুপ করে শুয়ে মেয়েটার ওখানে ওভাবে বসে থাকাটা উপভোগ করলাম। নিখুঁত ভঙ্গিতে বসে ও বইয়ের পাতা

উল্টাচ্ছে। আমার প্রায় মনেই নেই করে কোন মহিলা আমার বিছানার পাশে শেষ এভাবে বসেছিল সে ছিল আমার মা, মনে পড়ল তখন আমি অসুস্থ ছিলাম···

মাথা ফিরিয়ে আমার চোখে চোখ রাখল রউজ। কয়েক সেকেণ্ড আমরা নীরবেই পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম। তারপর ও লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'ডাক্তার বলেছে তুমি জাগলে তোমাকে গরম ব্রথ খাওয়াতে।'

'তুমি কোথায় ছিলে? আমি তোমার জন্য দুশ্চিন্তায় ছিলাম।'

মেয়েটা এপ্রনে হাত মুছে ওটা সমান করল। 'আমি মেরি ওয়া লসের সাথে দেখা করতে গেছিলাম।'

'কি বললে?!'

'ওকে কিন্তু আমার তেমন সুন্দরী বলে মনে হল না···কেমন যেন কঠিন চেহারা।'

'ওই রাক্ষসীর সাথে দেখা করতে গেছিলে তুমি? জান তুমি চোট পেতে পারতে?'

'ওর থেকে?' অবজ্ঞা প্রকাশ পেল ওর স্বরে। 'ওকে সামলানর ক্ষমতা আমার আছে। কিন্তু আমি মার্শাল আর ক্যাসপার বুলহেড-কেও সাথে নিয়ে গেছিলাম। আমার সাক্ষীর দরকার ছিল।'

'কিসের সাক্ষী?'

'জবানবন্দী নিতে। আমরা যদি তোমার বিরুদ্ধে নেশনে ওই লোকটাকে মারার জন্য চার্জ আনতে চাই, তাহলে আমাদের সাক্ষীর প্রয়োজন আছে, তাই না? স্বভাবতই, লোকটা যদি আমার কাক হত তবে তোমার শাস্তি হোক, এটাই তো আমি চাইব?'

'তুমি ওকে তাই বলেছ?'

'ইঙ্গিতে বলেছি। কিন্তু আমরা তার কাছ থেকে শপথ করে সই করা পুরো ঘটনার বিবরণ নিয়েছি। সে কিভাবে অস্ত্রে সজ্জিত ছিল তাও বলেছে। হাতির দাঁতের পিস্তলটার নিখুঁত বিবরণও দিয়েছে। মার্শাল আর ক্যাসপার ওখানে উপস্থিত ছিল। সে আরও বলেছে তুমি ওকে কোন সুযোগ না দিয়েই হত্যা করেছ।'

'কথাটা সত্যি নয়।'

আমি আর কি বলতে পারি? আমি যখন ফ্ল্যাশ গর্ডনকে খুঁজে বেড়াচ্ছি মেয়েটা তার নিজস্ব প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করে গেছে।

'গোলাগুলি যখন শুরু হয় তখন তুমি কোথায় ছিলে?'

'মেয়েটার কামরায়...প্রায় দরজার কাছে। আমরা কামরা ছেড়ে বেরোচ্ছিলাম।'

রউজ পাশের কামরায় গিয়ে এক বাটি গরম ব্রথ নিয়ে ফিরে এল। তারপর আবার তার গল্প বলে চলল।

'মেরি বলেছিল, "তোমাদের এত কষ্ট না করলেও চলত। কেলসির হাতেই ফিশার মারা পড়বে।"

'ওই সময়ে কথাটার জবাব না দিয়ে আমি থাকতে পারলাম না, আমি বললাম, ড্যান ফিশার এত সহজে মরবে না। তুমি দেখে নিও। আমি সেই ছোটকাল থেকেই ওকে চিনি।

'ইস্, তখন ওর মুখের চেহারাটা যদি তুমি দেখতে। একটা খালি পানির পাত্র তুলে ও আমার দিকে ছুঁড়ে মারল। কিন্তু ততক্ষণে মিস্টার বুলহেড দরজাটা টেনে বন্ধ করে ফেলেছে...মেয়েটা দারুণ খেপেছিল।'

এই সময়ে ডেভ ট্যানার ঘরে ঢুকল। একটু শুকনো দেখালেও সে চলে-ফিরে বেড়াতে পারছে। 'ক্যাসপার আর শ্যান গরুর দলটার

কাছে ফিরে গেছে,' জানাল সে। 'তোমার অমত না থাকলে আগামীকাল সকালেই আমরা উত্তরে রওনা হতে চাই।'

'নিশ্চয়, আমি উঠতে—'

'তুমি নয়·· আমরা। ডাক্তার বলেছে ওয়্যাগনে বিশ্রাম করলে আমি কিছুক্ষণ ঘোড়াও চড়তে পারব। তোমার সেরে উঠতে এখনও কিছুদিন সময় লাগবে। তাই আমরা যাচ্ছি। তুমি আর রউজ ডেনভার বা আর কোথাও হানিমুনে যেতে পার।'

এমন একটা লোভনীয় প্রস্তাব কি কেউ স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দেয়? অন্তত আমি তা করব না।

রউজও কোন আপত্তি জানাল না।

—o—